

ରହେସ୍ତୁ.କମ୍

ଅପ୍ରାଣୋ

ହିମଦାନୁଳ ଉଚ୍ଚ ମୀଳିତ



ରହେସ୍ତୁ

ତୁଟ୍ଟିତ



www.boighar.com

ରିସେପ୍ଶାନେର କାହାକାହି ଏମେ ସେଦିନକାର ସେଇ
ପୁରୁଷଟିକେ ଖୁଜିଲ ଶାମା ।

ଆରେ ଓହ ତୋ ମେ ଆହେ । ଶାମା ଏକ ଦୂବାର ତାକାତେଇ
ସେଇ ଯୁବକଓ ତାକାଳ । କୀ ଯେନ ନାମ ?

ନାମଟା ଶାମା କିଛୁତେଇ ମନେ କରତେ ପାରଲ ନା । କିନ୍ତୁ
ଯୁବକଟିକେ ଦେଖେଇ ଅତରଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗିତେ ହାତ ତୁଲଲ ।
ଯୁବକଓ ହାତ ତୁଲଲ ।

ବ୍ୟାପାରଟା ଖେଳାଳ କରଲ ମୁମ୍ବା । ଆପନାର ପରିଚିତ ?
ନା ।

ତାହଲେ ହାଇ କରଲେନ ଯେ ?
ଏକଦିନ ଏକଟୁ ପରିଚୟ ହଇଛିଲ ।
ବଲଲେନ ଯେ ପରିଚିତ ନା ?
ଏକଦିନ ଏକଟୁ କଥା ହଲେଇ କେଉ ପରିଚିତ ହଇଯା ଯାଯ
ନା ।

ତାହଲେ କଦିନ କଥା ହଲେ ପରିଚିତ ହ୍ୟ ?
ଜାନି ନା ।

କୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ । ଏହି ଯେ ଆଜ ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ଆମାର ଦେଖା
ହଲୋ, କଥା ହଲୋ, କିଛୁଟା ସମୟ ଆମରା ଏକସଙ୍ଗେ
କାଟାଲାମ ତାର ମାନେ କି ଆମି ଆପନାର ପରିଚିତ ନା ?
ଏଟାକେ ପରିଚିତ ବଲେ ନା । ଏଟା ହଞ୍ଚେ ଚେନୋ । ଦେଖା
ହଲେ ଦୂର ଥେକେ ହାତ ତୁଇଲା ହାଇ କରେ ଦେବ । ବ୍ୟାସ
କେସ ଡିସମିସ | www.boighar.com

অপরবেলা

www.boighar.com

অপরবেলা

www.boighar.com

ইমদাদুল হক মিলন



অন্যপ্রকাশ

ততীয় মুদ্রণ
দ্বিতীয় মুদ্রণ
প্রথম প্রকাশ

একুশের বইমেলা ২০০৬
একুশের বইমেলা ২০০৬
একুশের বইমেলা ২০০৬

www.boighar.com © লেখক

প্রচন্ড মাসুম রহমান

প্রকাশক মাজহারুল ইসলাম

অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৬৮১

www.boighar.com মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পাস্পথ, ঢাকা

মূল্য ১২৫ টাকা

আমেরিকা পরিবেশক | মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক | সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

Oporbela | By Imdadul Haq Milan
Published by Mazharul Islam, Anyaproakash
Cover Design : Masum Rahman
Price : Tk. 125.00 only
ISBN : 984 868 387 9

BOIGHAR.COM

Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!

Don't Remove
This Page!

EXCLUSIVE

বই

চোট



SCARY

বাব

Visit Us at
boighar.com

If You Don't Give Us
Any Credits, Soon There'll
Nothing Left To Be Shared!

আজাদ প্রোডাক্টস ও ইলান্ড আজাদ হোটেলের স্বত্ত্বাধিকারী,
আমাদের সময়কার এক উজ্জ্বল মানুষ
www.boighar.com

আবুল কালাম আজাদ
প্রিয়বন্ধু

অ ন্য প্র কা শ
প্রকাশিত
লেখকের অন্যান্য বই
www.boighar.com

পলাশ ফুলের নোলক
জোসনা রাতে তিনটা মেয়ে
বঙ্গীয়া
ও আমার চাঁদের আলো
কুসুমের মতো মেয়েরা
স্বপ্নে দেখা মুখ
মেয়েটি এখন কোথায় যাবে
অদ্বীয়া
উপন্যাস সমগ্র-১
নির্বাচিত প্রেমের উপন্যাস
অন্তরে
প্রিয়
একান্ত
বহুদূর
ভুল
হে বঙ্গু হে প্রিয়
স্বপ্ন
পরাধীনতা
অনুভব
নায়ক
কথা ছিল
অদ্ভুত এক লোকের সঙ্গে
তুমিই
একা
আয়না, তোমার সঙ্গে

অপৰবেলা

ইমদাদুল হক মিলন

কৃতজ্ঞতা

TUHOON

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

WEBSITE:

WWW.BOIGHAR.COM

FACEBOOK:

<https://www.facebook.com/groups/Boighar-বইঘর>

IF YOU LIKE THIS BOOK

Please buy the original book and help writer &
publisher



অপরবেলা

www.boighar.com

www.boighar.com

‘একা’ উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব ‘অপরবেলা’



শামা নামের মেয়েরা কি কালো হয় ?

ড্রেসিংটেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাতে লাগাতে এই কথাটা মনে হলো শামার।

এখন সকাল নটা। শামা ইউনিভার্সিটিতে যাবে। ফিরোজা রঙের সালোয়ার কামিজ পরেছে। বইপত্র ব্যাগটা বিছানার ওপর। খানিক আগে নাশতা করেছে, চা খেয়েছে কিন্তু গোসল করেনি। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়। বেশ গরম। বাইরে থেকে ফেরার পর গরমে ঘামে বিতকিছিরি একটা ব্যাপার হয়। শরীরের আনাচ কানাচ কেমন খিতখিত খিতখিত করে। তখন গোসল একবার না করে উপায় নেই। মেয়েদের গোসল, সময় একটু লাগবেই। চবিশ ঘটায় দুবার গোসল করার মতো সময় শামার নেই। মাস চারেক পর অনার্স ফাইনাল। পড়াশুনার চাপ অনেক। এজন্য আজ থেকে সকালবেলা গোসল না করার সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে। গোসল করবে একবার, বাইরে থেকে ফেরার পর।

কিন্তু ড্রেসিংটেবিলের আয়নায় শামাকে যেন আজ একটু বেশি কালো লাগছে। দিনে দিনে শামা কি তাহলে কালো হয়ে যাচ্ছে! নাকি রুমে আলো কম বলে এমন দেখাচ্ছে!

শামার মেজাজ খারাপ হলো। মেয়েরা গায়ের রঙ নিয়ে খুবই ভাবনার মধ্যে থাকে। শামা ওই টাইপের না। তার গায়ের রঙ শ্যামলা। উজ্জ্বল শ্যামলা না, একটু যেন কালোর দিকেই। এই নিয়ে শামার কোনও হায়আপসোস নেই, দুঃখ বেদনা নেই। এই নিয়ে শামা আসলে ভাবেই না। আজ কেন ভাবছে কে জানে!

নাকি মনে হওয়া আর ভাবনা দুটো আলাদা ব্যাপার। নাকি শামা আর শ্যামা শব্দ দুটো কাছাকাছি বলে এমন মনে হচ্ছে।

তা কেন হবে। শামা হচ্ছে প্রদীপ, আলো ছড়ায় আর শ্যামল থেকে শ্যামা। হিন্দুদের দেবী মা কালীর আরেক নাম। কালোকে কালো না বলে আদর করে শ্যামল বা শ্যামলা বলে অনেকে। কবিরা মা কালীকে নিয়ে গান লিখেছেন ‘শ্যামা মা কি আমার কালো রে’।

তারপরই এতকিছু মনে হওয়ার কারণটা খুঁজে পেল শামা। তার অবচেতন
মনে ‘শ্যামা মা কি আমার কালো রে’ গানটা গুনগুন করছিল। সে যখন খুব ছেট
তখন ভূতমামা এই গানটা গাইতেন। শামা উদ্দেশ্যেই গাইতেন। কোন সূত্র
থেকে কোন ঘটনা যে মনে পড়ে মানুষের!

ব্যাগটা মাত্র কাঁধে নিয়েছে শামা, রানু এসে চুকলেন। তাঁর হাতে একটা
প্রেসক্রিপ্সান আর কিছু টাকা।

তুই কি বেরঞ্জিস ?

শামা হাসল। তোমার কি মনে হয় ? এরকম সাজগোজ করে, ব্যাগ কাঁধে
আমি কি তাহলে গোসল করতে চুকছি!

এত কথা বলিস না ! নে ।

প্রেসক্রিপ্সান আর টাকা শামার হাতে দিলেন। ফেরার সময় তোর বাবার
ওযুধগুলো নিয়াসিস।

প্রেসক্রিপ্সান আর টাকা ব্যাগের পকেটে ভরল শামা। আচ্ছা। মা একটা
সত্য কথা বলো তো ?

রানু বিরক্ত হলেন। আমি কি তোর সঙ্গে সব সময় মিথ্যা কথা বলি ?

আরে চটছো কেন ? কথাটা আমি সেই অর্থে বলিনি। এমনিতেই বলে
ফেলেছি। আমি সব সময় এভাবেই কথা বলি।

আচ্ছা বল ।

আমাকে কি আজ একটু বেশি কালো দেখাচ্ছে ?

তীক্ষ্ণচোখে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন রানু। হ্যাঁ কালোই দেখাচ্ছে।

আরে আমি তো কালোই। প্রতিদিনকার কালোর চে’ আজ একটু বেশি
লাগছে কিনা তাই বলো ।

একটু বেশিই লাগছে। লাগবে না, যেভাবে রোদে ঘুরাঘুরি করিস।

কোথায় তুমি আমাকে রোদে ঘুরাঘুরি করতে দেখলে ? আমি ইউনিভার্সিটিতে
যাই আর ফিরে আসি। বাসে করে যাই, বাসে করে ফিরি। রোদটা গায়ে লাগে
কখন ?

তা তুই-ই জানিস।

না তোমার সঙ্গে আর জমবে না। আমি যাই।

শামা পা বাড়িয়েছে, রানু বললেন, শামা, তোর ভূতমামা কোথায় থাকে
জানিস ?

শামা চমকালো, মায়ের মুখের দিকে তাকাল। এটাকেই বলে মনের টান।
মানে ?

নিজেকে কালো মনে হওয়া থেকে ভৃত্যামার কথা মনে পড়েছে আমার, আর
আমার মনে হওয়া থেকে তোমারও মনে পড়েছে তার কথা।

তাই নাকি ? তুইও আজ মামুনের কথা ভাবছিস ?

হ্যাঁ। এখনও প্রতিদিন সকালবেলা ভৃত্যামার কথা মনে পড়ে আমার। সেই
ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। মুখোশ পরে ভৃত্যামা আমাকে ডয় দেখাতো, স্কুলে
নিয়ে যেত। হাতের নখ দেখতো, পেট টিপে টিপে দেখতো আর কী যে মজা
করতো। আমার সব মনে আছে মা।

থাকে কোথায় জানিস না ?

না।। কোথায় থাকতে পারে বলো তো ?

রানু ম্লান হাসলেন। জানলে তোকে জিজেস করবো কেন ?

তোমাদের কোনও আভীয়ন্ত্রজনের বাড়িতে ওঠেনি তো ?

তেমন কোনও আভীয়ন্ত্রজন আমাদের নেই।

আর ভৃত্যামার বন্ধুবান্ধব ? মানে যার কাছে সে উঠতে পারে ?

ঠিক বুঝতে পারছি না। মামুনের বন্ধুবান্ধব আগে কেউ কেউ ছিল। তেমন
বেশি বন্ধুবান্ধব না, দুএকজন। একটি ছেলেকে আমি চিনতাম। বিশাল বড়লোক
বাড়ির ছেলে। নামটা যেন কী ? ও মনে পড়েছে। বাচ্চু, বাচ্চু। কিন্তু বাচ্চু এখন
দেশে আছে না বিদেশে তাই বা কে জানে। ও প্রায়ই আমেরিকায় যেত।
আমেরিকার ইমিগ্রেন্ট কি না কে জানে ?

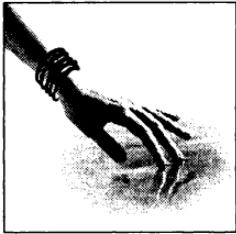
তাদের বাড়িটারি কোথায় জানো ?

না। তবে আমার মনে হয় মামুন কারও বাড়িতে উঠবে না, কারও বার্ডেন সে
হবে না। ওর যা স্বত্বাব।

তাহলে ?

আল্লায়ই জানে কোথায় আছে।

রানু বেরিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎই শামার মনে পড়ল সেদিন একটা দেশলাই
ফেলে গিয়েছিল ভৃত্যামা। শেরাটন হোটেলের মনোগ্রাম আঁকা দেশলাই। তাহলে
কি শেরাটন হোটেলে উঠেছে সে! সেখানেই থাকছে!



একসকিউজ যি ।

রিসেপ্সানের দুজন যুবকের একজন চোখ তুলে তাকাল, ইয়েস ।

শামা স্বিঞ্চ ভঙ্গিতে বলল, আপনি আমাকে একটা ইনফরমেশান দিতে পারেন ।

কালোস্যুট আর সবুজের কাছাকাছি রঙের টাই পরা রিসেপ্সনিন্ট যুবকটি
বেশ স্বার্ট । হাসিমুখে বলল, জি বলুন ।

আমি একজন মানুষকে খুঁজছি । আমার ধারণা তিনি এই হোটেলে আছেন ।

কী নাম বলুন তো ?

মামুনুর রহমান ।

কবে এখানে উঠেছেন জানেন ?

একজান্ট ডেটটা বলতে পারবো না । পাঁচ সাতদিন বা দশদিন হবে ।

এই বামেলায় ফেললেন । পাঁচদিন আগ থেকে দশদিন আগ পর্যন্ত গেটদের
লিস্ট দেখতে হবে । রেজিস্ট্রি বুক বের করতে হবে ।

একটু দেখুন না, পিজ ।

মুহূর্তের জন্য শামার চোখের দিকে তাকাল যুবক । তারপর হাসিমুখে বলল,
ওকে । আপনি লবিতে বসুন, আমি দেখছি ।

রিসেপ্সানের উল্টোদিকে একটি সোফায় বসল শামা । কাঁধ থেকে ব্যাগটা
এনে কোলের ওপর রাখল ।

এই ধরনের হোটেলগুলোর ভেতরটা বাংলাদেশের সঙ্গে মেলে না । চারদিকে
কী রকম একটা অচেনা পরিবেশ, অচেনা লোকজন । বিদেশী নারীপুরুষের সঙ্গে
কথা বলতে বলতে চলে যাওয়া দেশি লোকগুলোর গা থেকেও ভেসে আসছে
অচেনা গন্ধ । যেন বাংলাদেশের হয়েও তারা আসলে বাংলাদেশের না । বাইরে
এপ্রিল মাসের তীব্র গরম আর হোটেলের ভেতরটা পৌষ মাসের শীত সকালের
মতো । ইউনিভার্সিটি থেকে শাহবাগ পর্যন্ত রিকশায় এসেছে শামা । তারপরের
রাত্তাটুকুয় রিকশা চলাচল নিষেধ । ওইটুকু পথ হেঁটে এসেছে । রোদে গরমে
অস্থির হয়েছিল । ভেতরে ঢোকার পর বেশ আরাম লাগছে ।

রিসেপ্সান থেকে সেই যুবক হাত তুলল। একসকিউজ মি ম্যাম।

শামা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল। পেয়েছেন ?

যুবকটির কি হাসি রোগ আছে নাকি ? এবারও সে হাসল। একজন না, তিনজন মামুনুর রহমান পাওয়া গেছে।

জি ?

হ্যাঁ। তাঁদের পার্টিকুলারস বলছি, মিলিয়ে দেখুন আপনি কোনজনকে খুঁজছেন। নাস্তার ওয়ান মামুনুর রহমান, তিনি সিলেটের লোক। লভনে হোটেল বিজনেস করেন। ছদ্মন আগে...

না না ইনি না।

ওকে। নাস্তার টু, চিটাগাং থেকে এসেছেন। শিপিং বিজনেস করেন।

না না।

যুবক আবার হাসল।

শামা মনে মনে বলল, আরে লোকটি এমন কথায় কথায় হাসে কেন ? হাসিও কি তার চাকরির অংশ নাকি ?

যুবক বলল, আপনার লাক ফেবার করলে নাস্তার স্থি মামুনুর রহমানই হয়তো আপনার এক্সপ্রেকটেড পারসন। তিনি এসেছেন জার্মানি থেকে। জার্মানির সিনডেলফিনগেন নামের একটি সিটিতে থাকেন। www.boighar.com

রিসেপ্সানের অন্য যুবকটি অবিরাম টেলিফোন রিসিভ করছে, কোনও গেস্ট বেরিয়ে যাচ্ছে তার চাবি রেখে দিচ্ছে, কেউ এসে রিসেপ্সানে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াচ্ছে তাকে তার রুমের চাবি দিচ্ছে। শামার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

শামা তখনও ঠিক বুঝতে পারছে না এই জার্মান প্রবাসী বাঙালিটি তার ভূতমামা কী না। চিন্তিত গলায় বলল, এই তিন নম্বর ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি কি একটু কথা বলতে পারি ?

দেখতে হবে তিনি রুমে আছেন কিনা।

একটু দেখুন না, প্রিজ।

যুবক হাসিমুখে ইন্টারকম করল। শামার বুক ধুগধুগ ধুগধুগ করছে। ওপাশে ফোন ধরলেন ভদ্রলোক। যুবক বিনয়ে একেবারে গলে গিয়ে হাসিমুখে বলল, স্যার, আপনার সঙ্গে একজন ইয়াংলেডি কথা বলতে চান। আমি জিজ্ঞেস করছি।

শামার দিকে সেরকমই হাসিমুখে তাকাল যুবক। আপনার নাম কি শামা ?

উত্তেজনায় শামা তখন একেবারে ফেটে পড়ছে। হ্যাঁ শামা। শামা।

যুবক ইন্টারকমে বলল, ইয়েস স্যার, শামা। ওকে স্যার, ওকে।

ইন্টারকম রেখে যুবক আবার হাসল। আপনি চলে যান। পাঁচশো সাত নম্বর
কুম। ফিফথ ফ্লোর।

শামা হাসিমুখে বলল, থ্যাংকযু ভেরিমাচ। আমার জন্য অনেক কষ্ট
করেছেন।

ইটস মাই প্লেজার।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব? কিছু মনে করবেন না তো?

নো নো। প্লিজ।

এত সুন্দর হাসি আপনি কোথায় পেলেন?

আচমকা এরকম একটা প্রশ্ন, যুবক একটু হতভম্ব হলো, তারপর যথারীতি
হাসিমুখে বলল, হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়তে গিয়ে পেয়েছি। ওকে ম্যাম, বাই।

না আর একটা কথা আছে।

কী?

আমার নাম আপনি জেনেছেন আপনারটা আমি জানিনি।

আমি ইমরান। ইমরান আহমেদ।

মনে থাকবে।

শামা আর দাঁড়াল না, লিফটের দিকে চলে এলো।



মামুনের হাতে পিংপং বল সাইজের দুটো পাথর ।

কোনও বৈশিষ্ট্য নেই পাথর দুটোর । এইসব পাথর ভেঙে অথবা আন্ত রেখেই রাস্তাঘাট ঢালাই হয় । কোথেকে কেন সে পাথর দুটো জোগাড় করেছে, কেন হোটেলের এত দামি রুমে সে দুটো নিয়ে এসেছে, কেন সারাক্ষণই পাথর দুটো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে কে জানে ।

ডোরবেল বাজার পর পাথর দুটো হাতে নিয়েই দরজা খুলল মামুন । শামাকে দেখে একদমই অবাক হলো না । নির্বিকার গলায় বলল, আয় ।

শামা ভেতরে চুকল, হাপ ছাড়ল । এভাবে যে তোমাকে পেয়ে যাব ভাবতেই পারিনি ।

মামুন কথা বলল না, বিছানায় বসল ।

রাইটিং টেবিলের সঙ্গে সুন্দর একটা চেয়ার । সেই চেয়ারে বসল শামা । আমাকে দেখে অবাক হওনি তুমি ?

না ।

কেন ?

আমি তো জানতামই তুই আসবি ।

কী করে জানতে ?

ওই যে রিসেপ্সান থেকে ফোন করল ।

তাই বলো ।

কিন্তু আমি এখানে আছি তুই জানলি কী করে ?

শামা হাসল । বুদ্ধি দিয়ে ।

মানে ?

আমার অনুমানশক্তি খুব ভাল । সেই ছোটবেলার পর তুমি তো আমারে আর দেখ নাই...

কথা শেষ না করে অন্যদিকে ঘুরাল শামা । শোন ভূতমামা, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে শুন্দরভাষায় সব সময় কথা বলতে পারব না । আমি আমার ভাষায়

কথা বলব। তুমি কিছু মনে করবা না।

আচ্ছা বল।

ছোটবেলার পর আমারে দেখ নাই তো, এজন্য আমার সম্পর্কে কিছুই তুমি
জানো না। আমি কিন্তু খুব ইয়ে...

ইয়ে মানে কী?

মানে প্রতিটা বিষয় নিয়াই খুব ভাবি।

কেন একথা বলছিস?

এই হোটেলের একটা ম্যাচ তুমি আমার কামে ফালাইয়া আসছিলা।

মামুন আবার চোখ তুলে তাকাল। রোলগোল্ডের চশমার ভেতর থেকে তার
চোখ দৃঢ়ো বেশ বড় দেখাচ্ছে। তাই নাকি?

হ্যাঁ।

বুঝলাম সেই সূত্র ধরেই তুই এখানে এসে হাজির হয়েছিস। চা খাবি?
না।

কেন?

এ সময় চা খাব কেন? আমি ইউনিভার্সিটি থেকে এলাম। এখন আড়াইটা
বাজে। আমার খিদা লাগার কথা।

এই ধরনের কথায় মামা চাচা শ্রেণীর মানুষদের বিচলিত হওয়ার কথা। মামুন
বিচলিত হলো না। ভাত খাবি?

তার আগে বলো তুমি খাইছো?

হ্যাঁ। আমি দেড়টার দিকে লাঞ্চ করি।

তাহলে থাক, আমি বাড়িতে গিয়াই খামুনে।

কেন?

এখানকার খাওয়া দাওয়ার অনেক দাম হইবো।

তাতে তোর কী? তোর তো পে করতে হচ্ছে না।

তোমার তো করতে হইব।

সেটা আমার ব্যাপার। বল বাঙালি ডিস না চায়নিজ, নাকি থাই, ইন্ডিয়ান।

আমাকে চায়নিজ খাওয়াও। আইটেম মাত্র দুইটা। একটা চাওমিন আর
একটা চিকেন উইথ অনিয়ন। আর একটা কোক।

মামুন ইন্টারকম তুলে খাবারের অর্ডার দিল।

চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসে শামা বলল, ভূতমামা, এই কয়দিন তোমারে
নিয়া আমি খুব ভাবছি।

কী ভেবেছিস ?

অনেক কিছু।

বল শুনি।

বললে তুমি খুব অবাক হইবা। দেখবা তোমার ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনা
একদম মিলা গেছে।

তার আগে তুই আমাকে বল এরকম খিচুড়ি মার্কা ভাষায় তুই আমার সঙ্গে
কথা বলছিস কেন ?

শামা অবাক হলো। খিচুড়ি মার্কা মানে ?

শুন্দ আর প্রচলিত ভাষার মিস্কড। ডালচাল মিস্কড করে খিচুড়ি রান্নার মতো।

শামা হাসল। তুমি তো দেশে থাকো না, এইজন্য বুঝতে পারতাছ না।
এইটাই এখনকার স্টাইল। আমাদের জেনারেশানের ভাষা। আমরা তোমাদের
মতো অত কায়দাবাজি ভাষায় কথা বলি না। তোমাদের জেনারেশানের লোকরা
বাংলাদেশি ভাষায় কথা বলে না। বলে নদীয়া শান্তিপুরি ভাষায়। কইলকাতাইয়া
হালুম হলুম ভাষায়। আমরা বলি আমাদের ভাষায়।

বুঝেছি। এবার বল আমার ভাবনার সঙ্গে তোর ভাবনার কী রকম মিল।

মিল মানে আমি খুব ভয় পাইতাছি।

কিসের ভয় ?

আইনের ঘাপলাটা তুমি এড়াইবা কেমনে ?

মায়ুন নির্বিকার গলায় বলল, পথ একটাই। সাবধানতা। পুলিশের চোখ
এড়িয়ে চলতে হবে। পরিচিত মানুষজন এড়িয়ে চলতে হবে।

সমস্যাটা পুলিশের দিক থিকা যতটা না তারচে' বেশি পরিচিত মানুষজনের
দিক থিকা। পুলিশ এতদিন ওইসব কথা মনে রাইখা বইসা নাই। পুলিশের আরও
অনেক কাজ আছে। তোমার চেহারা দেইখা পুলিশ তোমারে চিনবোই না। চিনবো
পরিচিতজনরা। ঝামেলা করলে তারাই করব।

এসময় খাবার নিয়ে এলো বেয়ারা। শামার সামনের টেবিলে পরিপাটি করে
সাজিয়ে দিল। খাবারের সঙ্গে কফির পটও নিয়ে এসেছে। সেসব রাখল মায়ুনের
বেডসাইডে। মায়ুন গন্তীর গলায় বেয়ারাকে বলল, কফি বানিয়ে দাও। উইদাউট
মিক্ক এন্ড সুগার।

ওকে স্যার ।

শামুন শামার দিকে তাকাল । তুই খেতে থাক ।

খাইতেছি । কিন্তু কফিটা তুমি পুরা খাইয়ো না, লাঞ্চ খাইয়া আমি কফি খাবো ।

ঠিক আছে ।

বেয়ারা চলে যাওয়ার পর খেতে খেতে শামা বলল, ওই যে বললাম, তোমার ব্যাপারটা নিয়া আমি খুব ভাবছি । ভাইবা ভাইবা সবকিছুই প্রায় বুইবা গেছি । তুমি এতদিন পর কেন দেশে ফিরছো, কী করতে চাও তা পুরাপুরি বুঝি নাই । তবে আমি খুব সার্ফ মেয়ে বুঝলা ভূতমামা । আমাকে তোমার সঙ্গে রাখো । আমি তোমার অনেক কাজ করে দিতে পারবো ।

ফুড কেমন ?

মুখের খাবার গিলে ডানহাতের বুড়ো আর মধ্য আঙুল একত্র করে মজার একটা ভঙ্গি করল শামা । ফাস্ক্লাস । তোমার অনেক টাকা, না ?

মানে ?

এত দামি হোটেলে দিনের পর দিন থাকতেছ, এইসব ফাস্ক্লাস খাবার তিনবেলা খাইতেছ ।

শামুন কফিতে চুমুক দিল ।

শামা বলল, বললা না আমারে তোমার সঙ্গে রাখবা কিনা! সত্যি বলতাছি আমি তোমার অনেক কাজ কইରা দিতে পারুম ।

একটা কাজ করে প্রমাণ কর ।

কী কাজ বলো ?

দুজন লোককে খুঁজে বের করে দে ।

কে কে বলো ।

আবদুল কাদের আর ঝুনা মিয়া ।

ভুরু কুঁচকে মামুনের দিকে তাকাল শামা । তারা কারা ?

কাদের ছিল বাচ্চুদের বাড়ির কেয়ার টেকার । সে আমার খুব উপকার করেছিল । তার খণ আমি কিছুটা শোধ করতে চাই ।

আর ওই যে ঝুনবুনি না কী যেন নাম কইলা, ওইটা ?

ঝুনবুনি না, ঝুনা মিয়া । সে ছিল হায়াত সাহেবের পিয়ন । ঝুনা মিয়া জানে খুনটা কে কে করেছে ।

এক চুমুকে অনেকখানি কোক খেল শামা। লোক দুইটার পার্টিকুলারস দাও, ঠিকই বাইর কইরা ফালামু।

কাদের এবং ঝুনা মিয়া সম্পর্কে যতটা জানে বলল মায়ুন। শামা খুবই মনোযোগ দিয়ে শুনল। তারপর পৌনে চারটার দিকে মায়ুনের রূম থেকে বেরুবার সময় বলল, তুমি কোনও চিন্তা কইরো না ভৃত্যামা, তোমার কাজ আমি কইরা ফালামু। যদি বেঁচে থাকে তাহলে দুইজনরেই তুমি পাইবা।

শামাকে এগিয়ে দেয়ার জন্য উঠেছে মায়ুন। আচমকা বলল, সেদিন তোদের বাড়িতে এটা আমার চোখে পড়েনি, আজ পড়ল।

কী ?

তোর এমন পুরুষ পুরুষ ভাব কেন ?

শামা হাসল। সেদিন তুমি আমারে বেশিক্ষণ দেখ নাই, আজ বেশিক্ষণ দেখছ দেইখা চোখে পড়ছে। আমি এইরকমই। বেটা বেটা টাইপ।

কিন্তু ছোটবেলায় তো এমন ছিল না।

এইটা আমি ইচ্ছা কইরা হইছি। চালচলনে, ভাবে ভাষায় সব কিছুতেই।

কেন ?

বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারতাছিলাম এই পৃথিবীটা মেয়েমানুষের না, এই পৃথিবী হইল পুরুষমানুষের। আমি পুরুষমানুষের মতো হইতে চাই। তাদের মতো জীবন কাটাইতে চাই। বুঝছো ? চললাম ভৃত্যামা। বাই।

ব্যাগ কাঁধে স্মার্ট ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল শামা।



কাকে চান ?

মামুন চোখ তুলে যুবকটির দিকে তাকাল। প্রায় ছফুট লম্বা, অসম্ভব রূপবান এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। পরনে জিস আর হলুদ রঙের টিশার্ট। মাথার চুল এলোমেলো, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। বোধহয় কয়েকদিন সেভ করে না সে। তারপরও কী যে সুন্দর তাকে লাগছে। কেয়ারলেস বিউটি বোধহয় একেই বলে। জার্মানরা খুবই দৈহিক সৌন্দর্যের অধিকারী হয়। আর্য তো! তারপরও জার্মানিতেও এত সুন্দর যুবক কমই চোখে পড়েছে মামুনের। সে মুঞ্চের যুবকটির দিকে তাকিয়ে রইল। কথা বলতে ভুলে গেল।

যুবক ভুরু কুঁচকালো। বললেন না কাকে চান ?

মামুন একটু থতমত খেল। চোখে পলক পড়ল তার। সুমিকে।

জি ?

মানে সুমি কিংবা আনিস সাহেব যে কাউকে।

তারা কেউ বাড়ি নেই।

কোথায় গেছে ?

বেড়াতে।

কোথায় ?

বাবুকে, মানে তাদের বাচ্চাকে নিয়ে বেড়াতে গেছে। এরকম বিকালবেলা তারা প্রায়ই বেড়াতে যায়। আপনি কে ?

উত্তর দেয়ার আগে এই প্রশ্নটা আমি তোমাকে করতে চাই। তুমি কে ?

মুন্না।

মুন্না নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে চেহারা বদলে গেল মামুনের। মুখটা উজ্জ্বল হলো, চোখ দুটো চকচক করে উঠল। মুন্না! তুমি মুন্না! তুমি সত্যি মুন্না!

মামুনের আবেগ উচ্ছ্বাস দেখে হাসল মুন্না। আমি সত্যি মুন্না। আপনার কাছে মিথ্যা পরিচয় দেয়ার কোনও দরকার আমার নেই।

তা ঠিক, তা ঠিক।

কিন্তু আপনি কে বলুন তো ? আমার নাম শনে এত অবাক হচ্ছেন কেন ?

কেউ না । এখন আর আমি কেউ না ।

প্রত্যেক মানুষই কেউ না কেউ । প্রত্যেক মানুষেরই কোনও না কোনও পরিচয় থাকে । আপনার পরিচয়টা দিন । www.boighar.com

পরিচয় দেয়ার মতো কিছু নেই । তুমি আমাকে চিনবে না ।

ঠিক আছে । কিন্তু খালাখালু ফিরলে তাঁদেরকে তো কিছু একটা বলতে হবে আমাকে ।

কিছু বলবার দরকার নেই । আমি অচেনা, অচেনা লোক ।

অচেনা লোক এভাবে কারও বাড়িতে আসে না । কাউকে দেখে, কারও পরিচয় পেয়ে এভাবে চমকে ওঠে না ।

মামুন পরিষ্কার চোখে মূল্লার দিকে তাকাল । শোন মুন্না, আজ আমি সত্যি তোমার অচেনা । কিন্তু একদিন আমরা খুব কাছাকাছি ছিলাম । তুমি আমি তোমার খালা । দুলা, মানে দুলাভাই, মানে তোমার বাবা । আমরা সবাই মিলে এক মানুষ ছিলাম । সেসব অনেক আগের কথা । সতেরো আঠারো বছর হবে । তখন তুমি খুব ছোট । সেই সময়টার কথা তোমার মনে থাকবার কথা না ।

মুন্না একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মামুনের দিকে । আপনার নাম কী ?

মামুন মাথা নাড়ল । কথা বলতে আর ভাল লাগছে না । যাই । আরেকদিন এসে তোমার সঙ্গে কথা বলব ।

মুন্নার দিকে আর তাকাল না মামুন, মুখ ঘুরিয়ে চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল ।

মুন্না ততক্ষণে কেমন শক্ত হয়ে গেছে । কঠিন গলায় বলল, দাঁড়ান ।

মামুন থতমত খেয়ে দাঁড়াল ।

ভিতরে আসুন ।

না আজ থাক ।

কেন থাকবে ? আসুন, আসুন ।

থাবা দিয়ে মামুনের একটা হাত ধরল মুন্না । আপনাকে আমি চিনেছি । আপনি মামুন । আপনি অবশ্যই মামুন । আমার বাবার হত্যাকারী । আমার বাবাকে আপনি খুন করেছেন । এত তাড়াতাড়ি এভাবে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে এ আমি ভাবিনি । এ আমি স্বপ্নেও কল্পনা করিনি ।

মুন্নার মুখের দিকে তাকিয়ে মামুন বলল, তাহলে তো ভিতরে যেতেই হয়, কথা তোমার সঙ্গে বলতেই হয়। চলো।

মুন্নার সঙ্গে ড্রয়িংরুমে এসে ঢুকল মামুন।

মুন্না তখন একেবারেই দিশেহারা হয়ে গেছে। ফর্সা সুন্দর মুখটা রক্তের চাপে যেন ফেটে পড়েছে। কী করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। যেন নিজের কাছে নিজে বলছে এমন গলায় বলল, গড়! আমি এখন কী করব? কী করব?

মুন্নার উত্তেজনা এবং দিশেহারা ভাব খেয়াল করল মামুন। স্থির চোখে মুন্নার দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি খুবই একসাইটেড হয়েছ। কী করতে চাও বলো।

শীতল কঠিন চোখে মামুনের দিকে তাকাল মুন্না। খুন। খুন করতে চাই। আপনাকে আমি খুন করতে চাই। আমার বাবাকে আপনি যেমন করে খুন করেছিলেন ঠিক তেমনি করে আপনাকে আমি খুন করতে চাই। ইউ সান অফ এ বিচ। ইউ মার্ডারার।

সঙ্গে সঙ্গে মুন্নাকে একটা ধর্মক দিল মামুন। শাটআপ। ডোক্ট স্যে সান অফ এ বিচ। ডোক্ট স্যে মার্ডারার। তুমি এতটা নির্বোধ হবে এ আমি ভাবিনি। হায়াত ভাইর ছেলে হয়ে তুমি এতটা বোকা, না না এ আমি কল্পনাও করিনি। নিজের জীবন নষ্ট করে সুমি তোমাকে একটা বোকা ছেলে হিসেবে তৈরি করেছে এটা সত্যিই দৃঢ়জনক। তোমার মাথায় যদি বিন্দুমাত্র ঘিলু থাকতো তাহলে তুমি বুঝতে তোমার বাবার খুনী কখনও তোমার সামনে এভাবে এসে দাঁড়াবে না। ফাঁসির পলাতক আসামী কখনও এভাবে কারও সামনে এসে দাঁড়ায় না।

মুন্না ততক্ষণে কেমন যেন নিভে গেছে। তবু গলার জোর বজায় রাখবার জন্য বলল, দাঁড়ায়। নিজেকে সাধু প্রমাণ করার জন্য কেউ কেউ দাঁড়ায়। আপনি হচ্ছেন সেই ক্লাসের। আপনি যান, আপনি এখান থেকে চলে যান, নয়তো সত্য সত্যি আমি আপনাকে খুন করে ফেলব।

অনেকদিন এতটা উত্তেজিত হয়নি মামুন। কেমন ক্লাস্ট লাগছে তার। দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না। মামুন একটা সোফায় বসল। একজন মানুষকে কতবার খুন করা যায়? আমাকে তুমি কতবার খুন করবে?

কী বলছেন আপনি? খুন? আমি?

ঠিকই বলছি। একবার তো তুমি আমাকে খুন করেছই। তোমার জন্য আমি কী স্যাক্রিফাইস করেছি তুমি জানো? এই জীবন, এই জীবন তোমার জন্য আমি স্যাক্রিফাইস করেছি। তোমার জন্য আমি মার্ডারার প্রমাণিত হয়েছি। ফাঁসির

আসামী হয়েছি তোমার জন্য। তুমি জানো, তুমি জানো আমি যদি তখন নিজে
বাঁচতে চাইতাম তাহলে তুমি বাঁচতে না। আজকের এই তুমি আমার সামনে এসে
দাঁড়াতে পারতে না।

মুন্না হতভব গলায় বলল, কী, কী বলছেন আপনি ?

ঠিকই বলছি। সত্যকথা বলছি, সত্যকথা। যারা তোমার বাবাকে খুন
করেছিল তারা সুমিকে হ্রেট করেছিল যদি আমি কোর্টে যাই, যদি উকিল নিয়োগ
করি তাহলে তোমাকে ওরা তুলে নিয়ে যাবে। তোমাকে ওরা খুন করবে। সেদিন
তোমাকে বাঁচাবার জন্য খুনের দায় কাঁধে নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলাম আমি।
যদি আমার কথা তোমার বিশ্বাস না হয় তাহলে তোমার খালাকে জিজ্ঞেস করো,
তোমার খালুকে জিজ্ঞেস করো। তারা সব জানে। তোমার বাবার আসল খুনীদের
কিছু প্রমাণ তোমার খালার কাছে আছে।

মাঝুন উঠে দাঁড়াল।



সুমি গঞ্জীর গলায় বলল, সে ঠিকই বলেছে ।

ঝট করে সুমির দিকে মুখ ফেরালো মুন্না । কী বলছ খালা ?
হ্যাঁ । খুন সে করেনি ।

তাহলে কে করেছে ? কারা ?

আমি জানি কার কার প্ল্যানিংয়ে ভাই খুন হয়েছিলেন, কে কে খুন করেছে ।
উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াল মুন্না । তুমি জানো ?

সুমি মুন্নার দিকে তাকাল । জানি ।

কে ? কারা তারা ?

ওসব এখন বলে আর কী হবে ?

কী হবে না হবে ওসব পরের ব্যাপার । আমি জানব না, কে আমার বাবাকে
খুন করেছে ? আমি একজন ভুল লোককে আমার বাবার খুনী হিসেবে ভাববো ?
তাছাড়া এতদিন তুমি আমাকে এসব কথা বলোনি কেন ?

দরকার ছিল না বলে বলিনি ।

দরকার ছিল । আমার জানার একশো ভাগ অধিকার ছিল আমার বাবার
আসল খুনী কে ?

সুমি এবার কেমন রাগল । আমারও অনেক কিছুর অধিকার ছিল । কই আমি
তো কখনও সেই অধিকারের কথা তুলিনি ।

মুন্না ভুরু কুঁচকে সুমির দিকে তাকিয়ে রইল ।

এখন রাত প্রায় দশটা । আনিস এখনও বাড়ি ফেরেনি । বাবু শুয়ে পড়েছে ।
ঘুমিয়েছে কিনা কে জানে ! নাকি আয়ার কাছে গল্ল শুনছে । এ বাড়িতে রাতের
খাওয়া একটু বেশি রাতে হয় । আনিস ফেরার পর । প্রায়ই রাত করে ফেরে সে ।
যদিও সে সব সময়ই চায় সুমি যেন তার জন্য অপেক্ষা না করে, আটটা সাড়ে
আটটার দিকে ডিনার খেয়ে নেয় । ডিনার সন্ধ্যারাতে সারাই ভাল । বেশি রাতে
খাওয়াটা ভাল না ।

সুমি বলেছিল, আমার জন্য সন্ধ্যারাতে ডিনার সারা ভাল আর তোমার জন্য বেশি রাতে? ডিনারের ক্ষেত্রেও কি নারীপুরুষের বৈষম্য আছে?

আমি হেসেছিল। আমি উকিল কিন্তু আমার চে' কথার প্যাচ তুমি অনেক বেশি জানো। ঠিক আছে বাবা তুমি আমার সঙ্গেই ডিনার করো। আমি চেষ্টা করবো সাড়ে আটটা নটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে।

বেশিরভাগ দিন এই সময়ের মধ্যেই ফিরে আসে আমি। আজ যে একটু দেরি হবে সে কথা বলে গেছে। বিকেলে সুমি আর বাবুকে নিয়ে বেড়তে বেরিয়েই বলেছিল রাতে আমার একজন সিনিয়ারের সঙ্গে একটা কেসের ব্যাপারে বসবো। ইচ্ছে হলে আজকের রাতটা আমাকে ছাড়াই ডিনারটা তুমি করতে পারো।

সুমি তবু খায়নি। অপেক্ষা করছিল। তখনই তার কামে এসে মামুনের কথা তুলেছিল মুন্না।

সুমির দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে মুন্না বলল, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না খালা।

কোন কথা বুঝতে পারোনি?

ওই যে অধিকারের কথা বললে! কোন অধিকারের কথা তুমি কখনও তোলনি?

সুমি কঠিন গলায় বলল, তুই এখান থেকে যা।

কেন?

এসব নিয়ে তোর সঙ্গে আমি আর কথা বলব না।

সুমির এই ভঙ্গিটাকে খুব ভয় পায় মুন্না। রেগে গেলে খালা বেশ কঠিন হয়ে যায়। তাকে ম্যানেজ করতে সময় লাগে। কিন্তু আজ সেসব মনে রইল না মুন্নার। সেও বেশ দৃঢ় গলায় বলল, কথা তোমাকে আজ বলতেই হবে খালা। এতদিন যা লুকিয়ে রেখেছ সব আমাকে বলতে হবে। সবসত্য আমি আজ জানতে চাই।

সুমি আবার মুন্নার দিকে তাকাল। সত্য এটাই, তোর বাবাকে মামুন খুন করেনি। সত্য এটাই, তোকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যা খুনী সেজেছে মামুন, ফাঁসির আদেশ হয়ে গেছে তার। আরও শুনবি, শোন, সত্য এটাই, তোর কথা ভেবে জীবনের সব স্বপ্ন বিসর্জন দিয়েছিলাম আমি। যে জীবন আমি কাটিয়ে গেলাম, কাটিয়ে যাচ্ছি, এ জীবন আমি চাইনি। যে জীবন আমি চেয়েছিলাম, তোর কারণে সেই জীবন আমি পাইনি। তুই দুঃখ পাবি ভেবে এসব কথা তোকে কখনও বলতে চাইনি। আজ তুই আমাকে বলতে বাধ্য করলি। তোর জন্য সেদিন আমিসের

মতো অসম্ভব ভদ্রমানুষটিও মামুনের সঙ্গে অশোভন ব্যবহার করেছে, মানে অশোভন ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছে। কিছু না বুঝে না শুনে তুই মামুনকে খুন করার কথা বলেছিস। তোর কথা শুনে ভয় পেয়ে আনিস মামুনকে অভদ্রের মতো বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। মামুন যখন এই বাড়ির ড্রয়িংরুমে বসে আমার সঙ্গে কথা বলছে তখন আনিসকে তুই বলছিলি ওসব কথা।

মুন্না দিশেহারা হলো। তাই নাকি? ওসময় তিনি এই বাড়িতে?

হ্যাঁ। আমার ধারণা আজও নিশ্চয় তুই তার সঙ্গে কোনও অশোভন ব্যবহার করেছিস।

না মানে আমি তাঁর হাত ধরেছিলাম, সান অফ এ বীচ, মার্ডারার এসব বলে...।

সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে মুন্নার গালে একটা ঢড় মারল সুমি। সান অফ এ বিচ কাকে বলে তুই জানিস? আমার ধারণা মানুষ কাকে বলে তাই তুই জানিস না। মানুষ হচ্ছে সে যে নিজের কথা না ভেবে অন্যের কথা ভাবে, যে নিজে মৃত্যুর মুখে চলে যায়, অন্যকে বঁচায়। যে অন্যকে ভাল রাখতে গিয়ে নিজের জীবন বিলিয়ে দেয়। মামুন হচ্ছে মানুষ। আজ তুই যদি আমাকে অপমান করতি আমি হয়তো কিছুই মনে করতাম না। কিন্তু তুই মামুনকে অপমান করেছিস। তোর মুখ দেখতে আমার ঘৃণা হচ্ছে। ছি!

দ্রুত হেঁটে নিজের রুম থেকে বেরিয়ে গেল সুমি।



এই বাড়িটি পুরনো আমলের। পুরনো আমলের বাড়িগুলোর একতলা দোতলার বারান্দাগুলো বেশ চওড়া হয়। এই বাড়ির বারান্দাগুলোও চওড়া। আর এই বাড়িটার বারান্দা চারদিকেই। বেশ অনেকটা জায়গা বারান্দার জন্য অপচয় করা হয়েছে। সুমির প্রিয় বারান্দা হচ্ছে পুবদিককার বারান্দাটি। রাতেরবেলা কখনও মন খারাপ হলে একা একা সেই বারান্দায় এসে গুম হয়ে বসে থাকে সে। মুন্নাকে চড় মারার পর মন খুবই খারাপ হয়েছে তার। মুন্নার জন্য না, মনটা খারাপ হয়েছে মামুনের জন্য। এত স্যাক্রিফাইস করার পরও যদি কারও কপালে জোটে যার জন্য স্যাক্রিফাইস করা তার ঘৃণা এবং অপমান তাহলে জীবনে আর থাকল কী?

বারান্দায় দুটো বেতের চেয়ার পড়ে আছে। তার একটায় বসল সুমি। মামুনের কথা ভেবে বুকটা তোলপাড় করছে তার, চোখ ফেটে যেতে চাইছে গভীর কান্নায়। কী জীবন হতে পারতো তাদের দুজনের, আর আজ কী জীবন হয়েছে! সুমির জীবন অবশ্য অস্বাভাবিক হয়নি, আনিসের মতো স্বামী, বাবুর মতো কন্যা, বোনের এতবড় বাড়িতে নিজের মতো করে জীবনযাপন করা, যে কোনও মেয়ের জন্য এ এক স্বপ্নের জীবন। কিন্তু এই জীবন কি সে আসলে চেয়েছিল? সে তো চেয়েছিল মামুনকে। মামুনকে নিয়ে একেবারেই সাধারণ মানুষের জীবন হলেও তো তার কোনও দুঃখ থাকতো না। দিনের শেষে প্রতিদিন যদি মামুন তার কাছে ফিরে আসতো, প্রতিটি রাত যদি মামুনের বুকের কাছে শুয়ে কাটিয়ে দিতে পারতো সে তাহলে কি তার আর কিছু চাওয়ার থাকতো। বাইরে থেকে দেখা তার যে জীবন এ জীবন কি আসলে তার জীবন! তার জীবন তো তার অন্তরে লুকিয়ে থাকা জীবন। সেই জীবনে তার একজনই মানুষ, সেই মানুষের নাম মামুন। যার জন্য তাদের জীবন এমন হয়েছে আজ সেই মানুষই অপমান করছে মামুনকে?

মামুনের কথা ভেবে নিবুম হয়ে কাঁদতে লাগল সুমি। কতক্ষণ এভাবে কেঁদেছে কে জানে, হঠাতে কে তার কাঁধে হাত রাখল। নিজেকে সামলে মানুষটার দিকে মুখ ফেরাল সুমি।

মুন্না দাঁড়িয়ে আছে। আবছা অঙ্ককারে তার মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না, তবু মুখে যে অপরাধীভাব সেটা বুঝতে কষ্ট হলো না সুমির। কিন্তু এখন আর মুন্নার

ওপৰ আগেৰ সেই রাগটা হচ্ছে না তাৰ। ছেলেমানুষ, এতদিন যা জেনেছে, লোকমুখে যা শুনেছে তাই সত্য ধৰে মামুনকে খুন কৰাৰ কথা বলেছে, মামুনকে অশোভন ভাষায় গাল দিয়েছে। মুন্নার জায়গায় যে কেউ হলেই তাই কৰতো।

সুমি আঁচলে চোখ মুছল ।

মুন্না অপৱাধী গলায় বলল, আমি জানতাম না খালা, আমি কিছু জানতাম না। সবাই বলাবলি কৰতো মামুন আক্ষেলই বাবাকে খুন কৰেছে। ওসব শুনে শুনে মাথাটা খারাপ হয়েছিল আমাৰ। আজকেৰ মতো কৰে তুমি যদি আমাকে আগেই সব বুবিয়ে বলতে তাহলে এই ঘটনা ঘটতো না। আই য্যাম সৱি খালা, আই য্যাম সৱি ।

সুমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ।

মুন্না হাঁটু গেড়ে সুমিৰ পায়েৰ কাছে বসল। তুমি আমাৰ ওপৰ রাগ কৰো না খালা। আমি মামুন আক্ষেলকে খুঁজে বেৱ কৰিব। তাঁৰ কাছে গিয়ে মাফ চেয়ে আসবো। আৱ আমি আমাৰ বাবাৰ খুনীদেৱ কথা জানতে চাই। কেন তাৰা আমাৰ বাবাকে খুন কৰেছিল জানতে চাই।

শেষদিকে মুন্নার গলা কেমন ধৰে এলো। সুমিৰ কোলে মুখ রেখে মুন্না তাৱপৰ হৃ হৃ কৰে কাঁদতে লাগল।



শামা খুবই মজা করে আইসক্রিম খাচ্ছে ।

সে বসে আছে মামুনের রংমে । মামুন তার বিছানায় আর শামা রাইটিং টেবিলের সঙ্গে চেয়ারটায় ।

আজ শামার ইউনিভার্সিটি ছিল না । দুপুর পর্যন্ত বাড়িতেই ছিল । খেয়েদেয়ে তিনটার দিকে বেরিয়েছে । কোথায় যাচ্ছে মাকে বলেনি । মামুনের সঙ্গে যে তার দেখা সাক্ষাৎ যোগাযোগ আছে এসব কথা বাড়িতে বলেনি । তবে বেরুণ্বার আগে মামুনকে ফোন করেছিল । হোটেলের নাস্বারে না, মোবাইলে ।

মামুন তখন মাত্র ফিরেছে । আজ বেশ সকাল সকাল বেরিয়েছিল । একটা ইয়েলো ক্যাব ঠিক করা আছে । যার ক্যাব সে নিজেই চালায় । লোকটির নাম মোহাম্মদ আলী । বেশ হাসিখুশি প্রাণবন্ত ধরনের মানুষ । বদঅভ্যাস একটাই, পান খায় । জর্দা আর সুগন্ধি মশলা দেয়া পান । তার পান মশলার গন্ধে ক্যাবের ভেতরটা ভুর ভুর করে । সে নড়াইলের লোক । মোবাইল নাস্বার দিয়ে রেখেছে মামুনকে । যখনই দরকার হবে, ফোন করলেই হলো ।

ফোন মামুন হঠাতে করেই করে না, করে আগেভাগে । কে জানে তার যখন দরকার তখন মোহাম্মদ আলী কতদূরে, কোথায় যাচ্ছে, কখন আসতে পারবে । তারচে' আগেভাগে বলে রাখাটা ভাল না!

কালরাতে মোহাম্মদ আলীকে মামুন বলে রেখেছিল আজ নটার দিকে সে বেরুবে । মোহাম্মদ আলী সময়মতো এসে হাজির । কাজ সেরে হোটেলে ফিরছে মামুন, শামার ফোন । ভূতমামা, তুমি কোথায় ?

হোটেলে যাচ্ছি ।

তারপর কি আর কোনওখানে বারাইবা ?

না ।

ঠিক আছে আমি আসতেছি ।

তাড়াতাড়ি আয় ।

কেন ?

একসঙ্গে লাঞ্চ করি ।

আরে আমি তো ভাত খাইয়া ফালাইছি । এখন আড়াইটার মতো বাজে । তুমি
এখনও ভাত খাও নাই ক্যান ?

বাইরে কাজ ছিল । ফিরতে দেরি হয়ে গেছে ।

ঠিক আছে গিয়া খাইয়া নেও, আমি আসতেছি ।

হোটেলে আসার পর বলল, তোমার তো অনেক টাকা সেভ কইরা দিলাম,
আমারে আইসক্রিম খাওয়াও ।

মামুন কফি খাচ্ছিল । বলল, টাকা সেভ করলি কীভাবে ?

লাঞ্চ করলাম না । শেরাটনের লাঞ্চ মানে অনেক টাকা ।

আইসক্রিমও অনেক টাকা ।

তোমার তো টাকা আছে । অসুবিধা কী ?

আমি কিন্তু বলিনি আমার কোনও অসুবিধা আছে । সব তুইই বলছিস । কী
আইসক্রিম খাবি । স্ট্রবেরি, ভেনিলা, চকলেট না মিস্কড ?

মিস্কড ।

ইন্টারকমে আইসক্রিমের অর্ডার দেয়ার কয়েক মিনিট পরই চলে এলো
আইসক্রিম ।

আইসক্রিম খাওয়ার সময় বয়েস অনেক কমে যায় শামার । শিশুদের মতো
মুখের মজাদার ভঙ্গি করে আইসক্রিমটা খায় সে, আর পা দোলায় ।

ব্যাপারটা খেয়াল করল মামুন । কী রে, আইসক্রিমটা মজা ?

বাঁ হাতের দুআঙ্গুল ফুকনির মতো করে শামা বলল, জোস ।

জোস মানে ?

আরে এইটা আমাদের জেনারেশনের ওয়ার্ড । অর্থ হইল ফ্যান্টাস্টিক ।
দারুণ ।

আরেকটা খাবি ?

না । একদিনে বেশি খাওয়া ঠিক হইব না । শোনো ভূতমামা, তোমার খবর
আছে ।

কী খবর ?

যে দুইজন লোক তুমি চাইছো, দুইজনেরই আমি ট্রেস করছি ।

গুড । কী করে করলি ?

ধীরে বৎস্য, ধীরে ।

একচামচ আইসক্রিম মুখে দিল শামা । কিন্তু কাদের মিয়াকে তুমি পাবে না ।
এঞ্জপেয়ার করে গেছে ?

হঁ । চার বছর আগে । কাদের মিয়ার ছেলের এখন বিরাট অবস্থা । বিরাট
বড়লোক সে । গ্রামের বাজারে চায়ের দোকান দিছিল । সেই দোকান থিকা এখন
চেউটিনের ডিলারশিপ, ধান চাউলের আড়ত । বাড়িতে বিস্তিৎ তুলছে । দোতালা
বিস্তিৎ । জায়গা সম্পত্তি করছে অনেক ।

এত খবর তুই পেলি কী করে ?

ধীরে বৎস্য ! ছেলে তার বাপরে খুব ভালবাসতো ।

মামুন উদাস গলায় বলল, কাদের মিয়াকে ভাল না বাসার কোনও কারণ
নেই ।

বুঝলাম । তুমিও তারে ভালবাসতা । শোনো, ছেলে তার বাপরে বাড়িতেই
কবর দিছে । বাড়িতে মসজিদ করছে, মসজিদের পাশে কাদের মিয়ার কবর । সাদা
টাইলস লাগাইয়া বাপের কবররে প্রায় মাজার বানাইয়া ফালাইছে ।

কাদের মিয়ার কাছে আমি খুব ঝুঁটী রয়ে গেলাম ।

টাকা পয়সা নিছিলা নাকি ?

আরে না । আমাকে সে আশ্রয় দিয়েছিল, আমাকে সে বাঁচিয়ে রেখেছিল ।
অনেক করেছিল আমার জন্য ।

আর একটু আইসক্রিম মুখে দিল শামা ।

মামুন বলল, এবার বল এত খবর তুই পেলি কী করে ?

আমি কুমিল্লা গিয়েছিলাম ।

কেন ?

কাদের মিয়ারে খুঁজতে ।

হঁ কাদের মিয়ার বাড়ি কুমিল্লার ওদিকেই । সত্যি তুই গিয়েছিলি ।

শামা হাসল । আরে না, চাপা । আমি গেছিলাম তোমার বন্ধুর বাড়িতে । মানে
বাচ্চু আক্ষেলদের বাড়িতে । যে বাড়িতে তুমি পালাইয়া ছিলা ।

ওরা কি এখনও ওই বাড়িতে আছে ?

না । বাচ্চু আক্ষেল থাকে গুলশানে । ওই বাড়িতে ফ্যামিলি নিয়া থাকে
কেয়ারটেকার । বাচ্চু আক্ষেলরা নাকি মাঝে মাঝে বেড়াইতে আসে । ছাদের উপরে

বক্স বাক্স ব লইয়া পাঠি করে। আমার প্রতিভা সমন্বেতে তো তোমার কোনও ধারণা নাই ভূতমামা, ওই বাড়িতে গিয়া আমি বাচ্চু আক্ষেলদের সব কথা যেমুন জানছি, কাদের মিয়ার কথাও জানছি।

এত কথা কে বলল ?

ওই কেয়ারটেকার আর তার বউ। দেখলাম কাদের মিয়ারে তারাও খুব সম্মান করে। তারা যখন এই বাড়িতে কাজে আসে তখন কাদের মিয়া ছিল কেয়ারটেকার। বউটা বলল তখন নাকি তাদের মাত্র বিয়া হইছে। বাচ্চা কাচ্চা হয় নাই।

স্থির চোখে শামার দিকে তাকাল মামুন। লোকটির নাম কি হানিফ ? তার বউর নাম কি বুলবুলি ?

শামার মুখটা উজ্জল হয়ে গেল। আরে বা, তুমি তো দারুণ জিনিস! হানিফ আর বুলবুলির নামও তোমার মনে আছে ?

মামুন উদাস হলো! ওই সময়কার একটি ঘটনাও আমি ভুলিনি। একটি মানুষের কথাও ভুলিনি।

ভাল, সবার কথা মনে রাখা ভাল।

আইসক্রিম খাওয়া শেষ হয়েছে। কাপটা টেবিলে রাখল শামা। টিস্যু পেপার নিয়ে মুখ মুছল। জোস আইসক্রিম ভূতমামা।

বুঝলাম। এবার ঝুনা মিয়ার কথা বল। তাকে পেলি ?

তুমি বলছো ঝুনার মিয়ার বাড়ি হইল বহলবাড়িয়া নামক গ্রামে। রাইট ?

রাইট।

বাংলাদেশের প্রতিটি ডিস্ট্রিক্টের ম্যাপ ঘাইটা আমি দেখছি বাংলাদেশে বহলবাড়িয়া আছে দুইটা।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। একটা হইতেছে কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর উপজেলা কিংবা থানায়। আরেকটা...। যাই হোক আমার মনে হয় কুষ্টিয়ার বহলবাড়িয়াই হইব ঝুনা মিয়ার বাড়ি।

কফি অনেকক্ষণ আগে শেষ হয়েছে। তবু আনমনে কফির কাপে চুমুক দিতে গেল মামুন। তারপর ভুল বুঝে কাপটা আর ধরল না। বলল, কেন এরকম মনে হয় তোর ?

লোকটার ভাষার যেরকম বর্ণনা তুমি দিছ তাতে ওই রকমই মনে হলো। ওই
যে কুষ্টিয়াকে বলে কুষ্টিয়ে।

ঠিকই বলেছিস।

এনিওয়ে, তুমি চিন্তা কইরো না ভূতমামা। ঝুনা মিয়া যদি বাইচা থাকে
তাহলে তারে আমি তোমার সামনে আইনা হাজির করুম। আর যদি মইরা গিয়া
থাকে, তাইলে তারে তুমি মাপ কইরা দিও।

তা বোধহয় আমি করব না। কিন্তু তুই কীভাবে কী করবি কিছুই আমি বুঝতে
পারছি না।

শামা নির্মল মুখ করে হাসল। সত্য কথাটা তোমারে বলব ?

বল।

আমিও জানি না কীভাবে কী করুম।

এ সময় টেলিফোন বাজল। মামুন ফোন ধরল। হ্যালো।

রিসেপশান থেকে বলল, স্যার আপনার একজন গেস্ট আসছেন।

গেস্ট ? কী নাম ?

সাম মিস্টার মুন্না।

মুন্না ?

ইয়েস।

এক মুহূর্ত কী ভাবল মামুন তারপর বলল, পাঠিয়ে দিন।

ফোন নামিয়ে রাখার পর শামা বলল, আমি কিন্তু বুঝছি কোন মুন্না। কিন্তু সে
তোমার কাছে আসছে ক্যান ?

দাঁড়া না দেখি কী জন্য এলো।

খানিকপর ডোরবেল বাজল, মামুন না, দরজা খুলল শামা। মুন্না একটু
থতমত খেল। এটা কি মামুন আঙ্কলের রুম ?

পা থেকে মাথা পর্যন্ত মুন্নাকে দেখল শামা। যুবকটিকে তার বেশ ভাল
লাগল। চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতো সুন্দর সে। এই ধরনের যুবকদেরকে যে
কোনও মেয়েই পছন্দ করবে। আচমকা কাউকে দেখে ভাল লাগলে চোখে এক
ধরনের ঝিলিক খেলে যায় মানুষের, জোর করে সেই ঝিলিকটা চোখে খেলতে
দিল না শামা। আপাত গঞ্জীর একটা ভাব ধরে বলল, আসেন।

তবু মুন্না যেন একটু দিধা করল। দরজার দিকে তাকিয়ে মামুন বলল, প্রিজ
কাম ইন।

মুন্না তেতরে চুকল।

মামুন বিছানা থেকে নামল। বসো মুন্না।

মুন্না একটা সোফায় বসল। আজ যেন আরও ব্রাইট লাগছে ছেলেটিকে।
ফেডেড জিসের ওপর লুজ ধরনের সাদা শার্ট পরা। ফুলম্বিভ শার্ট কিন্তু হাতের
বোতাম লাগায়নি। পায়ে বুটের মতো জুতো। মুখে দুতিনদিনের খেঁচা খেঁচা
দাঢ়ি।

মামুন আচমকা বলল, আইসক্রিম খাবে?

মুন্না চোখ তুলে তাকাল। নো, থ্যাংকস।

অন্য কিছু? কোল্ড ড্রিংকস। চা, কফি?

কফি খেতে পারি।

শামা তুই?

না, আমি তো এইমাত্র একটা আইসক্রিম খাইলাম।

আবার খাবি?

আরে না।

ফোন তুলে কফির অর্ডার দিল মামুন। তারপর শামার দিকে তাকাল। শামা,
তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

দরকার নেই। আমি চিনছি। মৌসুমি আস্টির বোনের ছেলে।

ইয়েস।

মুন্নার দিকে তাকাল মামুন। মুন্না, আর ও হচ্ছে শামা। আমার বোনের মেয়ে।

মুন্না এক পলক শামার দিকে তাকাল, কথা বলল না।

মামুন বলল, তুমি জানলে কী করে আমি এখানে আছি?

মুন্না বলল, খালা বললেন।

তারপর একটু থেমে বলল, আঙ্কেল, আমি আপনার কাছে মাফ চাইতে
এসেছি। আই য়্যাম এক্স্ট্রিমলি সরি।

মামুন কথা বলল না।

আমার সেদিনকার ব্যবহারের জন্য আমি খুব দুঃখিত।

তুমি কি এজন্যই এসেছ ?

এটা একটা কারণ ।

তার মানে আরও কারণ আছে ?

জি আছে ।

সেগুলোও বলো, শুনি ।

মুন্না একবার শামার দিকে তাকাল ।

মামুন বলল, ওর সামনে তুমি সবই বলতে পারো । কোনও অসুবিধা নেই ।

আমি আমার বাবার খুনীদেরকে খুঁজে বের করতে চাই ।

দ্যাটস ভেরিগড । কিন্তু কাজটা খুব কঠিন ।

যত কঠিনই হোক, আই মাস্ট ডু ইট ।

বুকপকেট থেকে একটা ক্যাসেট বের করল মুন্না । খালার কাছ থেকে এটা
আমি জোগাড় করেছি । আপনি জানেন এখানে কার কার কথা টেপ করা আছে ।

ক্যাসেটটা তুমি শুনেছ ?

জি । কয়েকবার শুনেছি ।

শুনে কী মনে হলো ?

অনেক কিছু ।

তুমি কোনও সিদ্ধান্তে পৌছাতে পেরেছ ?

মোটামুটি ।

এই লোকগুলোই আসল লোক ।

এদেরকে আমি খুঁজে বের করব ।

একজনের খোঁজ শামা অলরেডি করছে ।

কার ?

বুনা মিয়া ।

মুন্না শামার দিকে তাকাল । পেয়েছেন ?

শামা তাছিল্যের গলায় বলল, পেয়ে যাব ।

জি ।

যদি বাইচা থাকে তাইলে পাইয়া যামু ।

শামার ভাষা শুনে মুন্না একটু থতমত খেল। যাববাবা, এ তো দেখি
খাতারনাক ভাষায় কথা বলে।

বেয়ারা এসময় কফি নিয়ে এলো।

মামুন বলল, মুন্না, কফি নাও।

মুন্না কফি নিল, আনমনা ভঙ্গিতে চুমুক দিল।

শামা মামুনকে বলল, কিন্তু তোমার প্ল্যানটা তো কিছু বলতেছ না।

বলব, বলব।

আর তুমি যে এইভাবে আছ, যদি এরেষ্ট ফেরেষ্ট হইয়া যাও তাইলে তো
সমস্যা হইব।

মুন্না বলল, এটা ঠিক। খালা বলল, আপনি নাকি কোনও কথাই শুনছেন না।

কী কথা শুনবো?

খালু চাইছেন আইনের ফাঁক বের করে...

না না ওই পদ্ধতিতে আমি যাবো না।

শামা বলল, কোন পদ্ধতি?

আমাকে কোটে গিয়ে সারেভার করতে হবে। আমি চলে যাব জেলে আর
এইদিকে হাইকোর্ট সুপ্রিমকোর্ট করে আমাকে ছাড়াবার চেষ্টা করবেন আনিস
সাহেব।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

মুন্না বলল, আইন অনুযায়ী চললে তো তাই করা উচিত।

মামুন কথা বলল না, সিঙ্গেট ধরাল। চূপচাপ কয়েক মুহূর্ত সিঙ্গেট টানল
তারপর বলল, আইন অনুযায়ী চলতে আমি আর চাই না। আমি চাই আমার
প্ল্যানটা কাজে লাগাতে।

শামা বলল, আসল খুনীদের বের করতে চাও?

অবশ্যই।

তারপর?

তারপর কী করব জানি না।

মুন্না বলল, আমি আপনার সঙ্গে থাকতে চাই।

শামা বলল, আমিও ।

দুজনেই থাকতে পারো কিন্তু আমার কথা আছে ।

বলো ।

চলতে হবে আমার কথা মতো, আমার প্ল্যান মতো ।

মুন্না কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, আমার কোনও অসুবিধা নেই ।

শামা বলল, আমারও নাই ।

মাঝুন আবার কিছুক্ষণ সিগ্রেট টানল । আচমকা বলল, ঠিক আছে তোরা
আজ তাহলে যা, দুএকদিন পর তোদের নিয়ে বসব আমি । শামা, আমার সেল
নম্বরটা মুন্নাকে দিয়ে দিস ।

শামা উঠল । আচ্ছা ।



লবিতে এসে মুন্না বলল, একা যেতে পারবেন তো ?

শামা ভুঁক কুঁচকে মুন্নার দিকে তাকাল । কী ?

না মানে যেতে অসুবিধা হলে আমি আপনাকে পৌছে দিই ।

তাই নাকি ? পৌছে দিবেন ?

হ্যাঁ ।

মেয়েদেরকে পটাবার কায়দা তো দেখি ভালই জানেন ।

কথাটা একটু নিচু গলায় বলেছে শামা, মুন্না ঠিক বুঝতে পারেনি । বলল, কী
বললেন ?

না কিছু না ।

নিশ্চয় কিছু বলেছেন । আমি শুনেছি ।

শুনলে তো শুনছেনই ।

কিন্তু বুঝতে পারিনি ।

তাহলে আমার এখন কী করতে হইব ?

আবার বলুন ।

এককথা দুইবার আমি বলি না ।

ঠিক আছে ।

কী ঠিক আছে ?

এককথা দুবার আপনি বলেন না ।

রাইট ।

রিসেপশানের কাছাকাছি এসে সেদিনকার সেই পুরুষটিকে খুঁজল শামা ।

আরে ওই তো সে আছে । শামা এক দূবার তাকাতেই সেই যুবকও তাকাল ।
কী যেন নাম ?

নামটা শামা কিছুতেই মনে করতে পারল না । কিন্তু যুবকটিকে দেখেই
অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে হাত তুলল । যুবকও হাত তুলল ।

ব্যাপারটা খেয়াল করল মুন্না । আপনার পরিচিত ?
না ।

তাহলে হাই করলেন যে ?

একদিন একটু পরিচয় হইছিল ।

বললেন যে পরিচিত না ?

একদিন একটু কথা হলেই কেউ পরিচিত হইয়া যায় না ।

তাহলে কদিন কথা হলে পরিচিত হয় ?

জানি না ।

কী আশ্চর্য । এই যে আজ আপনার সঙ্গে আমার দেখা হলো, কথা হলো, কিছুটা
সময় আমরা একসঙ্গে কাটালাম তার মানে কি আমি আপনার পরিচিত না ?

এটাকে পরিচিত বলে না । এটা হচ্ছে চেনা । দেখা হলে দূর থেকে হাত
তুইলা হাই করে দেব । ব্যাস কেস ডিসমিস ।

হাঁটতে হাঁটতে শামার মুখের দিকে তাকাল মুন্না । আপনাকে একটা কথা
জিজ্ঞেস করব ?

করেন ।

আপনার মাথায় কি একটু ছিট আছে ?

শামা নির্বিকার গলায় বলল, জি আছে ।

মুন্না থতমত খেল । বলেন কী ?

আরে ছিট থাকলে বলব না ।

কেউ তো এভাবে বলে না ।

আমি বলি । আমি কিছু লুকাই না । আমার মাথা ভর্তি ছিট । ঢাকাইয়ারা এই
ধরনের মানুষরে কয় ছিটখুপরি ।

মুন্না হাসল । আমি বুঝেছি ।

কী বুঝালেন ?

আপনি হচ্ছেন ছিটখুপরি । রাইট ?

রাইট ।

আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

একটা একটা করে জিজ্ঞেস করবার দরকার নাই । আমি নিজেই সব বইলা
দিতাছি । আমার বয়েস তেইশ । মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি হয়, আমি তিন বছর আগে

বুড়ি হইয়া গেছি । স্যোসাল সায়েন্সে মাস্টার্স করছি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি । তিন মাস
পর পরীক্ষা । সেগুলি বাগিচায় বাড়ি । আমার বাবা ট্রেক করার পর থেকে
প্যারালাইসড । কিন্তু আমরা ফকির মিসকিন না । অবস্থা বেশ ভাল । আমি মা
বাবার একমাত্র মেয়ে । এখনও বিয়া হয় নাই ।

মুন্না হাসিমুখে বলল, এসবে আমার কোনও ইন্টারেন্ট নেই ।

তাইলে আপনের ইন্টারেন্ট কিসে ?

কোনও কিছুতেই না । শুধু একটা কথা জানা দরকার ।

আরও কথা ? শোনেন, বাড়ির ফোন নাস্বার আপনেরে আমি দিতে পারছি না ।
ট্রেকের পর থেকে বাবার মেজাজ অলওয়েজ ফট্টিনাইন । আমি চাইনা আমার
বাপ অথবা আপনেরে ধোলাই দিক । আপনে আমার মোবাইল নাস্বারটা নিতে
পারেন ।

আমার দরকার নেই ।

বলেন কী ? আপনার তো ভবিষ্যৎ বইলা কিছু নাই । ঘোরতর অঙ্ককার ।
আমার সাইজের একটা মেয়ে সাইধা সাইধা আপনেরে মোবাইল নম্বর দিতাছে
আর আপনে কন আপনের দরকার নাই । আমি তো দেখতেও খারাপ না! হাইট
পাঁচ ফিট পাঁচ । ফিগার ভাল । স্লিম । ভাইটাল স্টেটেস্টিকস...

মুন্না হাত তুলল । প্লিজ ।

আচ্ছা ঠিক আছে । আমার গায়ের রঙ মা কালী টাইপের কিন্তু চেহারা সুন্দর ।
আমাকে যে দেখে সেই ধামাধাম প্রেমে পড়ে । আর আপনে তো দেখি... ।

মুন্না হাসল । আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা কি দয়া করে একটু শুনবেন ?

ঠিক আছে বলেন ।

আপনার ভাষাটা এমন কেন ?

কেমন ?

না শুন্দি না অশুন্দি ।

শামা মুন্নার দিকে তাকাল । এবার আপনেরে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ?

প্লিজ ।

আপনে কোন জগতে থাকেন ?

মানে ?

আরে মিয়া, আজকালকার ছেলেমেয়েরা তো এই ভাষায়ই কথা বলে ।

কইলকান্তাইয়গ মতন হালুম হলুম ভাষায় কথা বলে না । এলুম খেলুম গেলুম ।
দোবোক্ষণ ।

মুন্না হো হো করে হাসল । বুৰোছি, বুৰোছি ।

না কিছুই আপনে বোৰেন নাই ।

কী করে বলছেন ?

বুৰালে নিজের সিভি এতক্ষণে আমাকে জানিয়ে দিতেন ।

আপনি যেমন আপনারটা জানালেন ?

ইয়েস ।

অকারণে নিজের জীবন বৃত্তান্ত কাউকে জানাবার দরকার কী ?

অকারণে মানে ? এসব ক্ষেত্রে তো এভাবেই জানাতে হয় ।

আপনার কথা আমি আসলে বুৰাতেই পারছি না ।

আৱে আমি একটা তেইশ বছৱের এট্ৰাকচিভ মেয়ে, নিজের সবকিছু
আপনাকে জানালাম, আমার এতক্ষণে রাইট জন্মে গেছে আপনারটা জানার ।
জানব তাৱপৰ চিঞ্চাভাবনা কৱৰ ।

কী চিঞ্চা ভাবনা ?

শামা হাল ছেড়ে দিল । নারে ভাই, আপনেৰ লগে কথা বইলা লাভ নাই ।
আপনে হইতাছেন সারিন্দা ।

কী ?

সারিন্দা, সারিন্দা । একপদেৱ বাদ্যযন্ত্ৰ । যন্ত্ৰটা মাৰো যে বাজায় তাৱ
কথাই শোনে না । এজন্য প্ৰবাদ আছে আমি কই কী, আমাৰ সারিন্দায় কয় কী ?'

মুন্না মুচকি হাসল ।

শামা বলল, কিন্তু আপনে আমাৱে কেমনে পৌছাইয়া দিবেন বলেন তো ?
রিকশায় ? রিকশায় আপনেৰ সঙ্গে আমি চড়ব না ।

কেন ?

অসুবিধা আছে ।

তাহলে সিএনজিতে ।

না । সিএনজিতেও একই সমস্যা । যদিও স্পেস বেশি...

কথাটা বুৰিনি ।

মানে স্পেস বেশি হইলেও ঢাকাৰ রাস্তাঘাট যেহেতু ভাল না সেহেতু ঝাকুনি
টাকুনি খাইলে একজন আৱেকজনেৰ গায়েৰ উপৱে... ।

ও এই প্রবলেম। তাহলে আমিও আপনার সঙ্গে সিএনজিরে চড়ব না। আমারও আপনার মতোই সমস্য। সিএনজির ঝাকুনিতে আপনিও আমার গায়ে এসে পড়তে পারেন।

বাববা! চালু তো কম না।

জি।

না কিছু না। তবে সিএনজির চে' রিকশা এক্ষেত্রে বেশি ভাল। স্পেস কম। না চাইলেও ছোঁয়াচুঁয়ি হবেই।

রিকশা নেব?

সাহস আছে?

তা আছে।

না রিকশা সিএনজি ওসবে আমি নাই।

তারপর তাছিল্যের গলায় শামা বলল, গাড়ি থাকলে আপনের প্রপোজালটা আমি একসেন্ট করতাম।

মুন্না নির্বিকার গলায় বলল, গাড়ি একটা আছে।

বলেন কী? গাড়ি আছে?

জি।

আপনার নিজের?

নিজের। আমার খালাখালুর দুটো, আমার একটা। দুঃখজনকভাবে আমারটাই বেশি দামি। জিপ।

সুমি আটির মেয়েটার গাড়ি নেই?

আছে। খেলনা।

ঠাট্টা মশকরা করা মানুষজন খুবই পছন্দ করে শামা। এতক্ষণ কথা বলার ফাঁকে সে টের পেয়ে গেছে মুন্নার রসবোধ আছে ভালই। তার সঙ্গে ভালই চালিয়ে গেল এতক্ষণ। তারপরও শেষ ফাজলামোটা শামা করল। আপনের চেহারা সুরত দেইখা গাড়ির মালিক মনে হয় না।

তাহলে কী মনে হয়?

মনে হয় ড্রাইভার।

আমি আসলে তাই। নিজের গাড়িটা নিজেই ড্রাইভ করি।

চাপা।

জি।

মানে খালা খালুর গাড়ি আপনে চালান। আপনের নিজের গাড়ি না। বাই দা
বাই, বেতন কত আপনের? কয়বার অ্যাকসিডেন্ট করছেন?

বেতন হাজার চারেক।

আর অ্যাকসিডেন্ট?

একবারও না।

প্রপোজালটা তাহলে একসেপ্ট করলাম।

মুন্মা অবাক হলো। আমি আপনাকে প্রপোজ করলাম কখন?

এবার শামাও হাসল। মুন্মার চোখের দিকে তাকিয়ে নিষ্পত্তি গলায় বলল, অনেক
ফাজলামো হয়েছে। এবার আমি সিরিয়াস। গাড়ি থাকলে আপনি আমাকে একটু
পৌছে দিন। পৌছে দিলে ভালই হয়। কারণ এদিকটায় রিকশা টিকশা পাওয়া
যায় না। বারডেম পর্যন্ত হেঁটে যেতে হয়। www.boighar.com

শামার কথা বলার ভঙ্গিটা ভাল লাগল মুন্মার। হাসিমুখে বলল, চলুন।



বিকেলবেলা নিয়মিত মুরগির স্যুপ খান শওকত।

অসুস্থ হওয়ার পর থেকে তার খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে প্রতিটি ব্যাপারে তীক্ষ্ণ নজর রানুর। টাইমলি ব্যায়াম করানো, টাইমলি খাওয়া, ঘুম। একটু এদিক ওদিক হওয়ার জো নেই। নিজে বাজারে গিয়ে স্যুপের জন্য বাচ্চা মুরগি কিনে আনে। নিজহাতে স্যুপ বানিয়ে খাওয়ান স্বামীকে। গোসল করিয়ে দেন, জামাকাপড় বদলে দেন। যেন একটি অসুস্থ, অসহায় শিশুর পরিচর্যা করছেন তিনি।

আজ বিকেলে স্যুপ খাওয়া শেষ করে ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে শওকত বললেন, শামার ব্যাপারটা কী বল তো?

রানু অবাক হলেন। কী করেছে শামা?

খুবই ব্যস্ত মনে হচ্ছে তাকে।

কোথায় ব্যস্ত দেখছ?

দেখছি।

ন্যাপকিন রানুর হাতে ফেরত দিলেন শওকত। আগে যখন তখন আমার কামে আসত, আমাকে দেখে যেত, শরীরের খোজখবর নিতো। কয়েকদিন ধরে সেভাবে আসে না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

আমি এটা খেয়াল করিনি। সামনে পরীক্ষা, হয়তো ওসব নিয়েই ব্যস্ত।

আমার মনে হয় না।

তাহলে কী মনে হয় তোমার?

অসুস্থ বাপকে হয়তো মনে থাকে না।

ধূৎ কী যে বলো তুমি!

ঠিকই বলছি। অসুস্থ হওয়ার পর থেকে অনেক কিছু খেয়াল করি আমি। অথবা মানুষ আসলে মানুষের বোঝা। কে কদিন বোঝা বহন করতে চায় বলো।

রানু স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। তোমার আজ কী হয়েছে বলো তো? শওকত ম্লান হাসলেন। কী হবে? কিছু না।

তাহলে এসব ফালতু কথা বলছ কেন?

ফালতু না, ঠিক কথাই বলছি। বাদ দাও আমার কথা। মামুনের কথা বলো। মামুনের কথা কী বলব?

মানে ওর খবর টবর কী? কেমন আছে, কোথায় আছে।

হঠাতে মামুনকে নিয়ে ভাবছ?

আমি আজকাল সবাইকে নিয়েই ভাবি।

কেন?

কী করব! কোনও কাজ নেই।

ভাব, যার কথা যত ইচ্ছা ভাব। আমি যাই।

চলে যাওয়ার জন্য পা বাঢ়ালেন রানু।

শওকত ডাকলেন, শোন।

রানু দাঁড়ালেন। কী?

তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।

বলো। পারমিশান নেয়ার কী হলো।

শামার সঙ্গে কি মামুনের দেখা হয়?

রানু চমকালেন কিন্তু স্বামীকে তা বুঝতে দিলেন না। বললেন, জানি না। তুমি শামাকে জিজ্ঞেস করো।

আমি জিজ্ঞেস করলে সে বলবে না।

কেন?

কারণটা তুমি জানো।

রানু চুপ করে রইলেন।

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন শওকত। আমার হয়ে শামাকে একটা কথা বলবে?

কী?

মামুনের সঙ্গে যদি ওর দেখা হয়, মামুনকে যেন বলে এই বাড়িতে আসতে।

কেন?

আমার সঙ্গে দেখা করতে।

তোমার সঙ্গে?

হঁয়া ।

হঠাতে মামুনের সঙ্গে তুমি দেখা করতে চাইছো ?

কারণ আছে ।

কী কারণ ?

কদিন ধরে মামুনের কথা খুব মনে হয় । পরপর দুরাত ওকে স্বপ্নেও দেখলাম ।

রানু কথা বললেন না, উদাস হয়ে গেলেন ।

শওকত বললেন, এতকাল পর গত কয়েকদিন ধরে আমার শুধু মনে হয়, মামুনের ব্যাপারে বোধহয় কোথাও বড় রকমের কোনও একটা গওগোল হয়েছিল । আমরা সবাই মিলে বোধহয় ওকে ভুল বুঝেছি ।

রানুর চোখ দুটো ছলছল করছে । গলা বুজে আসছে কান্নায় । তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন ।

শওকত বললেন, এসব নিয়েই মামুনের সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই ।

এখন আর কথা বলে কী লাভ ? যখন বলার তখনই বলনি, যখন পাশে দাঁড়াবার দরকার ছিল তখনই দাঁড়াওনি । মামুন তোমার পা ধরে কত কেঁদেছিল ।

শওকত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ।

রানু বললেন, গওগোল যদি হয়েও থাকে, এখন কী আর কিছু করার আছে । কেন নেই ?

জীবন থেকে যা হারিয়ে গেছে মামুনের তা কি আর ফিরে পাবে সে ?

আস্তে ধীরে হেঁটে বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলেন রানু । দোতলার বারান্দা দিয়ে হেঁটে কিচেনের দিকে যাচ্ছেন হঠাতে বাড়ির সামনের রাস্তাটির দিকে চোখ গেল । একটু অবাক হলেন তিনি । আকাশি রঙের বেশ দামি, ঝকঝকে বিশাল একটা গাড়ি থেকে নামছে শামা । অন্যপাশের দরজা দিয়ে নামল এক যুবক । বেশ লম্বা, চোখে লেগে থাকার মতো সুন্দর যুবকটি । দুজনে হাসিমুখে কথা বলছে তারা । এক দু পলক দৃশ্যটি দেখেই সরে এলেন রানু । হঠাতে করে রেলিংয়ের দিকে তাকিয়ে শামা যদি তার মাকে দেখে তাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, নিশ্চয় খুব লজ্জা পাবে মেয়েটি । মেয়েকে লজ্জাটা তিনি দিতে চাইলেন না ।



মুন্নাকে নামতে দেখে শামা বলল, আপনি আবার নামলেন কেন ?

মুন্না হাসল । বাহ, এই তো শুন্দরভাষায় কথা বলছেন ।

আপনার কী ধারণা শুন্দ ভাষা আমি জানি না ?

প্রথমে তাই ধারণা ছিল ।

পরে ?

পরে দেখলাম, না আপনি শুন্দ ভাষাটা ভালই জানেন ।

এখন বলুন আপনি গাড়ি থেকে নামলেন কেন ?

আরে বাবা এটা ভদ্রতা ।

কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে ভদ্রতাটা করতে পারছি না ।

আপনি আমার সঙ্গে কিসের ভদ্রতা করবেন ?

একটা ভদ্রতা করা উচিত ।

কোনটা সেটা ?

বলা উচিত, এতদূর যখন এলেন, মানে বাড়ির কাছেই যখন এলেন, তেতরে চলুন, এককাপ চা খেয়ে যান ।

হ্যাঁ, তা তো বলা উচিতই ।

আমি বলতে পারছি না ।

কারণ ?

কারণ আপনার বয়েসি একটি লোক আমার সঙ্গে দেখলে আমার ফাদার মাদার কেউ তেমন খুশি হবেন না । আমি দেখতে মা কালীর মতোই হই আর যাই হই, ইয়াৎ মেয়ে তো, না ? পুরুষ মানুষদের ঘোবনে কুকুরীকেও প্রিসেস ডায়নার মতো লাগে ।

মুন্না হাসল । সরি, আপনাকে আমার তেমন লাগছে না । তাছাড়া নিজের সম্পর্কে আপনার অতি উচ্চ ধারণা দেখে আমার খুবই হাসি পাচ্ছে ।

কী রকম উচ্চ ধারণা ?

ভাবলেন কী করে যে আপনি ভাবলেই হাসি হাসি মুখ করে আমি আপনাদের
বাড়িতে চা খেতে চুকে যাব ?

মুখের মজাদার একটা ভঙ্গি করল শামা । আচ্ছা ।

তাছাড়া চা আমি খাই না ।

ভূতমারার ওখানে তাহলে কী খেলেন ?

কফি ।

ওই একই কথা ।

না এক কথা না । চা এবং কফির মধ্যে অনেক ব্যবধান । চা ঠাণ্ডা খাওয়া
যায় কিন্তু কফি ঠাণ্ডা খাওয়া যায় না । ঠাণ্ডা কফি আর বাবুদের হিসু একই
রকমের ।

তাই নাকি ! ওই জিনিসও খেয়ে দেখেছেন ?

মুন্না হাসল । আপনার সঙ্গে আমি পারব না । আমি হেরে গেলাম । তবে
আজকের মতো । পরে আরেকদিন শক্তি সঞ্চয় করে ফাইট দেব ।

সে গাড়িতে উঠল ।

শামা মনে মনে বলল, এমন কফি তোমাকে একদিন আমি খাওয়াবো, বাপ
ডেকে কুল পাবে না । আমাকে মাও ডাকতে পারো । ছাইড়া দে মা, কাইন্দা বাঁচি ।



ছেলেটা কে ?

www.boighar.com

এত দামি গাড়ি চালিয়ে এলো, শামাকে বাড়ির গেটে নামিয়ে দিয়ে গেল!

সব কথাই শওকতকে রানু বলেন, এই কথাটা বললেন না। চেপে গেলেন। তবে রাতে অনেকক্ষণ কথাটা ভাবলেন তিনি। মেয়ে বড় হয়েছে, মাস্টার্স দেবে। এই বয়সের অনেক আগেই প্রেমট্রেম হয়ে যায় অনেকের। শামার হয়নি। হয়নি মানে তখন হয়নি, ওই যে ইন্টারমিডিয়েট বা তারও আগে বা তারও পরে। অনেক মায়ের মতো রানুও ভেবেছিলেন যা ফারা বুঝি কেটে গেল। যে বয়সে ছটহাট প্রেমে পড়ে ছেলেমেয়েরা শামা সেই বয়েসটা পার হয়ে এসেছে।

কিন্তু কাল বিকেলের দৃশ্যটি দেখার পর থেকে মন ভাল নেই তাঁর। তাহলে কি ব্যাপারটা ঘটেই গেল শামার জীবনে? দূর থেকে যতটা দেখা গেল ছেলেটি দেখতে খুবই ভাল। ছেলের চেহারা আর গাড়ি দেখে বোঝা গেল অবস্থাপন্ন ঘর। তাঁর মেয়েটি শ্যামলা, তবু শামার পাশে ভালই লাগছিল ছেলেটিকে। দুজনে মানাবে মন্দ না

আবার ভাবলেন তিনি যা ভাবছেন সেটা ঠিক কিনা! নাকি ওই ধরনের কোনও সম্পর্ক না, শামার সঙ্গে শুধুই বন্ধুত্ব ছেলেটির।

এসব নিয়ে কি শামার সঙ্গে তিনি কথা বলবেন?

নাকি তিনি যে দৃশ্যটি দেখেছেন ওটা চেপে যাবেন। দেখবেন শামা নিজ থেকে কখনও কিছু বলে কিনা।

সকালবেলা সিন্ধান্তটা বদলালেন রানু। না তিনি আর চেপে রাখতে পারছেন না। শামাকে পরিক্ষার জিজ্ঞেস করাই ভাল। দেখা যাক সে কী বলে।

শামার ঘরে রানু এলেন সাড়ে দশটার দিকে। এসে অবাক হলেন। শামার পড়ার টেবিলে বেশ কয়েকটি খাম। ব্যস্ত ভঙ্গিতে খামে চিঠি ভরছে সে।

রানু বললেন, কাকে চিঠি লিখছিস?

রানু এসে তার রুমে চুকেছেন টের পায়নি শামা। সে চমকে মায়ের মুখের দিকে তাকাল। ও তুমি। কখন আইসা চুকলা?

এই মাত্র। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর দিলি না ?

প্রশ্ন জানি কী ?

কাকে এত চিঠি লিখছিস ?

কাউকে না ।

কাউকে না মানে ? দেখছি বেশ কয়েকটা চিঠি লিখেছিস, খামে ভরছিস,
আবার বলছিস কাউকে চিঠি লিখছিস না ।

শামা হাসল। আমি আমার একটা আইডিয়া কাজে লাগানোর চেষ্টা করতাছি
মা ।

রানু খেয়াল করলেন শামা একটু ঘেমেছে। তার নাকের তলায় চিনির রোয়ার
মতো ঘাম। তবু মেয়েটিকে খুব মিষ্টি লাগছে। প্রেমে পড়লে মেয়েরা হঠাতে করে
সুন্দর হয়ে যায়। তাহলে কি শামা সত্যি সত্যি প্রেমে পড়ে গেল ।

তখনই প্রসঙ্গটা তুললেন না রানু। বললেন, কী ধরনের আইডিয়া বল তো ?

খামের মুখে গাম লাগতে শামা বলল, এখন বলব না ।

কেন ?

সাকসেস নাও হতে পারি ।

মানে ?

এত মানে মানে কইরো না তো! সাকসেস হলে তোমাকে বলব, না হলে
বলব না। ব্যাস ।

শামার বিছানায় বসলেন রানু। কী যে করছিস তুই, আপ্পাই জানে ।

তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো মা। খারাপ কিছু করতেছি না ।

তার মানে কী, প্রেম শামার হয়নি ?

শামা কি সেই ইঙ্গিতই দিল ?

তাহলে ওই যুবকটি ?

কিন্তু তখনি কথাটা তুললেন না তিনি। বললেন, তোর বাপ তোর ব্যাপারে
অভিযোগ করেছেন ।

কথাটা তেমন পাতা দিল না শামা। নির্বিকার গলায় বলল, কী অভিযোগ ?

তুই নাকি আগের মতো তাঁর কাছে যাচ্ছিস না, তাঁর খোঁজ খবর নিচ্ছিস না ?

তাই বলল ?

হ্যাঁ ।

আর ?

জানতে চাইলেন তুই কী নিয়ে এত ব্যস্ত ?

বলতে, সামনে আমার পরীক্ষা । মাস্টার্স ফাইনাল । ওই নিয়ে ব্যস্ত ।

আসলে কি পড়াশুনা নিয়ে তুই ব্যস্ত ?

মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে নির্মল মুখ করে হাসল শামা । সত্য কথা বলব ?

তাই বলা উচিত ।

উত্তর হচ্ছে, না ।

মানে পড়াশুনা নিয়ে তুই ব্যস্ত না ?

রাইট ।

তাহলে কী নিয়ে ব্যস্ত ।

খামে চিঠি ভরা শেষ । মেট সাতটা খাম । শামার টেবিলের ওপর এখন সাজিয়ে রাখা সেগুলো । শামা একবার চিঠিগুলোর দিকে তাকাল । এত তাড়াতাড়ি তোমারে বলতে চাই নাই । আজ জানতে চাইতাছো, মনে হয় বইলা ফালা উচিত ।
কী কও ?

আমিও তাই মনে করি । বলে ফেল ।

মা, আমি ভূতমামার সঙ্গে কিছু কাজ করতেছি ।

রানুর চোখে পর পর দুটো পলক পড়ল । তার সঙ্গে তোর আবার কী কাজ ?

তুমি বুবতে পারতাছো না ?

না ঠিক...

আমার মা হিসাবে তুমি খুবই ভাল মহিলা । এত সোজা কথাটা বুবতে পারতাছো না । মা, ভূতমামার সঙ্গে থাইকা মুন্নার বাবার আসল খুনীদের খুইজা বাইর করার চেষ্টা করতাছি আমি ।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ । এইবার ক্লিয়ার ?

ক্লিয়ার । কিন্তু এখন আর ওসব করে কী হবে ?

কী হবে মানে ? সব হবে ? ভূতমামা নির্দোষ প্রমাণিত হবে ।

রানু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন । তাতেই বা কী লাভ ? জীবন থেকে যা হারিয়ে গেছে তা কি আর ফিরে আসবে !

রানু উদাস হয়ে গেলেন ।

মার উদাসিনতা খেয়াল করল না শামা । উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, আমরা কিন্তু অনেক দূর আগাইছি মা । ভূতমামা তো পুলিশের ভয়ে সব জাগায় মুভ করতে

পারতাছে না, করতেছি আমি। আজ থেকে মুন্দাও করবো। আবার ভূতমামা নিজে
রিসক নিয়াও কিছু কিছু জায়গায় মুভ করতেছে। শোন, এইসব কথা বাবারে তুমি
বইলো না। যাহ। আমারই ভুল। এইটা তো তোমারে কইয়া কোনও লাভ নাই।

কোনটা ?

ওই যে বাবারে বলতে না করলাম! কোনও কথা তো বাবারে না বইলা তুমি
থাকতে পারো না। তোমার পেট ফুইলা যায়, ভুটুর ভাটুর করে।

চুপ কর।

না চুপ করবো না। শোন, বাবারে তুমি বইলো, তবে আসল কাজটা আমরা
যখন শেষ করুম, তখন বইলো।

রানু উদাস গলায় আবার বললেন, কী হবে এসব করে ?

কী হবে মানে ?

হয়তো প্রমাণিত হবে মামুন খুন করেনি।

হয়তো বলতেছ কেন ? অবশ্যই প্রমাণিত হবে ভূতমামা খুন করে নাই। সে
খুনী না।

আছা ঠিক আছে, বুঝলাম প্রমাণিত হলো মামুন খুন করেনি। নিজেদের
স্বার্থে কিছু লোক হায়াত সাহেবকে খুন করে মামুনকে ফঁসিয়ে দিয়েছিল। এসব
জেনে আমার তো কোনও লাভ হবে না।

শামা ভুরু কুঁচকে মায়ের মুখের দিকে তাকাল। তুমি কী বলতাছ মা ? লাভ
হইব না অর্থ কী ?

অর্থ আছে। অনেক বড় অর্থ আছে।

কও সেইটা। শুনি।

যে ভাইটিকে আমি কোলেপিঠে করে মানুষ করেছিলাম, আমার সন্তানের
মতো করে মানুষ করেছিলাম, ওই খুনের ঘটনা সেই ভাইটিকে আমার বুক থেকে
সরিয়ে দিয়েছে। চিরকালের জন্য সে আমার কাছ থেকে সরে গেছে। সেই ভাইকে
কি আমি আর ফেরত পাব ?

শামা বুঝল মার কষ্টটা কোথায় ? কেন তিনি এভাবে কথা বলছেন। সত্যি
তো, যে সময় জীবন থেকে চলে গেছে সেই সময় তো আর ফিরে আসবে না।
সেদিনকার সেই ভূতমামা তো আর নেই। সব উলট পালট হয়ে গেছে।

শামা কোনও কথা বলল না।

ରାନୁର ତଥନ ଦୁଚୋଖ ବେଯେ ନେମେଛେ କାନ୍ଦା । ଆଁଚଲେ ଚୋଖ ମୁହଁଲେନ ତିନି,
ନିଜେକେ ସାମଲାଲେନ । ଧରା ଗଲାଯ ବଲଲେନ, ତୋର ବାବା ବଲେଛେନ ମାମୁନକେ ତାଁର
ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରତେ ।

ଏକଥା ଶୁଣେ ଭାରି ମନଟା ହାଲକା ହୟେ ଗେଲ ଶାମାର । ବଲୋ କୀ ? ଆମାଦେର
ବାଢ଼ିତେ ଭୂତମାରେ ଆସତେ ବଲଛେ ?

ହଁ ।

ଶାମା ଉଠେ ଦାଁଡ଼ାଳ । ତାହଲେ ତୋ ଫାଦାରେର ଲଗେ ଏକଟୁ ଦେଖା କରତେ ହୟ ।

ମା ବାବାର ବେଡ଼ରଙ୍ଗରେ ଦିକେ ଚଲେ ଯାଓଯାର ଜନ୍ୟ ପା ବାଢ଼ିଯେଛେ ଶାମା, ରାନୁ
ବଲଲେନ, ଶୋନ ।

ଶାମା ଦାଁଡ଼ାଳ ।

ଏକଟା କଥା ତୋକେ ଜିଜ୍ଞେସ କରବ ?

ବା ବା, ତୋମାର ତୋ ଦେଖି ଅନେକ ଉନ୍ନତି ହଇଛେ ମା । ଆପନ ମେଯେର କାହେ କଥା
ଜିଜ୍ଞେସ କରାର ପାରମିଶାନ ନିତାହେ ।

ନେଯାର କାରଣ ଆହେ ।

କୀ କାରଣ ?

ଆଗେ ତୋକେ ଏକଟା ପ୍ରମିଜ କରତେ ହବେ ।

ମାନେ ଆମି ଯେନ ତୋମାର କାହେ ମିଥ୍ୟା ନା ବଲି, ଏଇ ତୋ ?

ହଁ ।

ପ୍ରମିଜେର ଦରକାର ନାଇ । ମିଥ୍ୟା ତୋମାର କାହେ ଆମି ବଲବ ନା ।

ରାନୁ ଆଚମକା ବଲଲେନ, ଛେଲେଟା କେ ?

ଶାମା ଚମକାଲ । କୋନ ଛେଲେଟା ?

କାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାଯ ଗାଡ଼ି କରେ ତୋକେ ନାମିଯେ ଦିଯେ ଗେଲ ?

ତାର ମାନେ ତୁମି ଦେଖଛ ?

ହଁ ।

କାଳ ଜିଜ୍ଞେସ କରୋ ନାଇ କ୍ୟାନ ?

କେନ କରିନି ସେଟା ବଲବ ନା । ତୁଇଇ ବା ବଲିସନି କେନ ?

ଓହଟା ଆମାର କାହେ ବଲାର ମତନ କୋନ୍ତା ବ୍ୟାପାର ମନେ ହୟ ନାଇ ।

ତାହଲେ ଏବାର ବଲ, ଛେଲେଟା କେ ?

ଆମାରେ ନିଯା ତୋମାର କି କୋନ୍ତା ସନ୍ଦେହ ହଇଛେ ମା ?

ମାୟେର ମନ ତୋ ! ହତେଇ ପାରେ ।

হওয়ার কোনও কারণ নাই ।
বুঝলাম কিস্তি ছেলেটা কে ?
তুমি তারে চিনো ।
কীভাবে ?
নামে ।
নামটা তাহলে বল, এত রহস্য করছিস কেন ?
ও হইতেছে মুন্না ।
মুন্না মানে ?
মুন্না মানে মুন্না । সুমি আঠির বোনের ছেলে ।
তাই নাকি ? ওই ছেলেটাই মুন্না ?
জি মা জননী, ওই ছেলেটাই মুন্না ।
এত বড় হয়ে গেছে ?
আমি বড় হতে পারলে মুন্না বড় হবে না ।
রানু হাসলেন । তাও তো কথা । তবে ছেলেটা বড় সুন্দর হয়েছে রে ? কী
করে ?
নর্থ সাউথ থিকা এমবিএ করছে । এখন বেকার ।
শামা আর দাঁড়াল না । মা বাবার বেডরুমের দিকে চলে গেল ।
রানু তখন ভাবছেন, মুন্না হোক আর যেই হোক, শামার সঙ্গে তো এফেয়ার
ছেলেটার হতেই পারে ।



হইল চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন শওকত ।

পেছন থেকে এসে শামা তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল । আমি খুব খুশি হইছি
বাবা । আমি সত্যি খুব খুশি হইছি ।

খবরের কাগজ রেখে একটি হাত মেয়ের হাতে রাখলেন শওকত । স্লিপ গলায়
বললেন, কী কারণে খুশি ?

তুমি বুবতে পারোনি ?

শওকত রহস্যের হাসি হাসলেন । না ।

দুষ্টুমি কইরো না বাবা ।

আমি দুষ্টুমি করছি না । কেন খুশি হয়েছিস বল আমাকে ?

ওই যে তুমি ভূতমামারে এই বাড়িতে আসার পারমিশান দিছ ।

পারমিশান দিইনি, আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছি ।

কোথায় দেখা করবো ?

এই বাড়িতে ।

তাইলে যে কইলা পারমিশান দাও নাই ?

আচ্ছা ঠিক আছে যা, পারমিশান দিলাম ।

আমি ভূতমামারে বলবো ।

কী বলবি ?

তোমার সঙ্গে দেখা করতে বলব ।

তার মানে তোর সঙ্গে রেগুলার দেখা হয় ? যোগাযোগ আছে ?

বাবার হাত ছেড়ে তাঁর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল শামা । তোমার কী মনে হয় ?

যা মনে হলো তা তো বললামই । এখন তুই স্বীকার করলেই হয় ।

স্বীকার করলাম ।

দেখা হয় ?

হয় ।

লাস্ট কবে হয়েছে ?

কাল ।

আবার কবে হবে ?

কাল ।

তাহলে কালই কথ্যটা তুই বলবি ?

বলব ।

শওকত একটু উদাস হলেন । আমার মনে হয় যতই তুই বলিস, আমার সঙ্গে
দেখা সে করবে না ।

কেন ?

মামুনের সঙ্গে আমি যা করেছি, ওসবের পর আমার সামনে এসে দাঁড়াবার
কথা না ওর ।

আমি সব জানি ।

শওকত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ।

শামা বলল, কিন্তু ভূতমামা তোমারে খুব ভালবাসে বাবা, খুব শ্রদ্ধা সম্মান
করে ।

আমিও ওকে খুব ভালবাসতাম ।

আমার মনে হয় না ।

কেন ?

ভালবাসলে তুমি এমন করতে পারতা না ।

এটাই কথা । কেউ কাউকে সত্যিকার ভালবাসলে বিপদ আপদে তার পাশে
দাঁড়ায় । আবার হঠাত আসা কোনও কোনও আঘাত মানুষকে জেদি করে তোলে ।
ভালবাসা নষ্ট করে দেয় । আমার ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল । একটার পর একটা ঘটনা
তখন যা ঘটছিল তাতে মামুনের ওপর থেকে আমার বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ।
আমি আর ওকে বিশ্বাস করতে পারিনি । আমার শুধু মনে হয়েছিল দোষ
মামুনেরই । মামুন আমাকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, আমি কিছুই
বুঝতে চাইনি । অতি নির্দয় ব্যবহার করে ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম ।

তুমি যে ভুল করলে এটা তুমি বুঝলে কবে ?

গত কিছুদিন ধরে আমার এসব মনে হয় । অতীতের দিকে যখনই তাকাই,
মামুনের ওই সময়কার মুখ্যটা দেখতে পাই । বুকটা তোলপাড় করে । কেন যে
আমি তখন বিশ্বাস করলাম না মামুনকে ! নিজের ওপর খুব রাগ হয়, জানিস ।

ঝটাই হইতাছে ভুলের মাশুল ? মনে মনে এখন তুমি তোমার ভুলের মাশুল
দিতাছ ।

সত্যি তাই । ওকে আমি আমার সঙ্গে দেখা করতে বলছি ঠিকই, কিন্তু বুবাতে
পারছি না সামনে এসে দাঁড়াবার পর ওর মুখের দিকে আমি কেমন করে তাকাব ।

শামা দুষ্টমির গলায় বলল, তাইলে চোখ বুইজা থাইকো ।

মেয়ের দুষ্টমিটা গায়ে মাখলেন না শওকত । বললেন, আমার খুব লজ্জা
করবে ।

সত্যি ?

সত্যি মা । সত্যি খুব লজ্জা করবে ।

তাহলে কী করবা ?

ওকে তোর বলবার দরকার নেই ।

তুমি দেখা করতে বলছ এইটা তাইলে বলব না ?

না । দরকার নেই ।

দরকার আছে । আমি তারে বলব । ভূতমামারে আমি তোমার সামনে আইনা
দাঁড় করাব । কিন্তু একটা কথা আছে বাবা ।

শওকত মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন । কী ?

তার আগে বলো, ভূতমামারে তুমি কি কোনওদিন শাসন করছো ?
করেছি ।

বকাখকা দিতা, নাকি সরাসরি মাইর ?

আরে না, মারবো কেন ? বকাটকা দিতাম ।

সেই রকম কইরা বকা তোমার ভূতমামারে আবার দেওন লাগবো । অর্থাৎ
শাসন করন লাগবো তারে ।

কেন ? কী করেছে ?

খুব সিঁথেট খায় । একটার পর একটা, একটার পর একটা ।

চেইন শ্বেকার ?

হ্যাঁ । তুমি যদি টাইট দেও, ঠিক হইয়া যাইবো । নাইলে সিঁথেট খাইতে
খাইতে লাঁ ক্যান্সার হইয়া মরবো ।

শওকত চিন্তিত চোখে শামাৰ মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন ।



ମାମୁନ ଏକଟା ସିଂହେଟ ଧରାଳ ।

ଶାମା ଖେଯାଲ କରଲ ସିଂହେଟ ଧରାବାର ସମୟ ତାର ହାତ କାପଛେ । ତାକେ କୀ ରକମ
ଅସୁନ୍ଦର ମନେ ହଛେ । ଜିଜ୍ଞେସ କରଲ, ତୋମାର କୀ ଶରୀର ଖାରାପ ?

ମାମୁନ ଶାମାର ଦିକେ ତାକାଳ, ନା, ନା ତୋ !

ଆମାର ମନେ ହିତେହେ ।

ଆରେ ନା । ଆମି ଏକଦମ ଠିକ ଆଛି ।

ସିଂହେଟ ଧରାନୋର ସମୟ ତୋମାର ହାତ କାପଛେ କ୍ୟାନ ?

କଇ ?

ହଁଂ କାପଛେ । ଆମି ଦେଖାଇ । ତୋମାର ଚେହାରାଓ ଆଜ କୀ ରକମ ଯେନ ।

ମାମୁନେର ରମେ ଏଥିନ ମୁନ୍ନାଓ ଆଛେ । ଶାମାର କଥା ଶୁଣେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଚୋଖେ ସେ ମାମୁନେର
ମୁଖେର ଦିକେ ତାକାଳ । ଅନ୍ଦଲୋକ ସୁନ୍ଦର ନା ଅସୁନ୍ଦର ବୁଝାତେ ପାରଲ ନା । ଆପନମନେ
ସିଂହେଟ ଟାନଛେନ, ଦେଖତେ ତୋ ଭାଲାଇ ଲାଗଛେ ।

ଶାମା ବଲଲ, ରାତ୍ରେ ଭାଲ ଘୁମ ହିଛେ ତୋମାର ?

ମାମୁନ ହାସଲ । କେନ ହବେ ନା ?

ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଯା ଦିଓ ନା ।

ହଁଂ ରେ ବାବା ହେୟାଇଛେ । ତୁଇ ଅଯଥା ଆମାକେ ନିଯେ ଭାବଛିସ । ଆମି ଏକଦମ ଠିକ
ଆଛି । କିଛୁ ହୟନି ଆମାର ।

ଯେ ହାରେ ସିଂହେଟ ଖାଓ କିଛୁ ନା କିଛୁ ତୋମାର ହିବଇ ।

କୀ ହବେ ?

କ୍ୟାନ୍ତାର । ଲାଏ କ୍ୟାନ୍ତାର ହିବ ତୋମାର ।

ମାମୁନ ଅପଲକ ଚୋଖେ ଶାମାର ଦିକେ ତାକିଯେ ରଇଲ । କଥା ବଲଲ ନା ।

ଶାମା ବଲଲ, ତୋମାର ସିଂହେଟ ଖାଓୟା ନିଯା ଆମି ଏକଜନେର କାଛେ ବିଚାର ଦିଛି ।
କାର କାଛେ ?

ବଲୋ ତୋ ? ଗେସ କରୋ ।

বুবুর কাছে ?

না তোমার বুবুর জামাইর কাছে ।

মানে দুলাভাইর কাছে ?

হ্যাঁ ।

বলিস কী !

হ্যাঁ । তোমার কপালে শনি আছে । বাবা খুব মাইন্ড করছে । তোমাকে বলেছে তার সঙ্গে দেখা করতে । দেখা করলে তোমার খবর আছে । এই ভূতমামা, ছেটবেলায় বাবা নাকি তোমারে কান ধইরা উঠবস করাইতো ।

মামুন সিগ্রেটে টান দিল । ছেটবেলায় তোর বাপ আমাকে পাবে কোথায় ? তোর বাপের সঙ্গে আমারে দেখা হলো বুবুর বিয়ের পর ।

তখন কি তোমার বড়বেলা ?

হ্যাঁ, অনেকখানি ।

তখনও কান ধরে উঠবস করাইছে ?

আমিও তোর বাপের সঙ্গে অনেক মজা করেছি ।

শামা হঠাতে বলল, বাবা তোমারে দেখা করতে বলছে ।

মামুন চমকালো ! কী ?

হ্যাঁ ।

কবে ?

কবে মানে আমারে খুব কায়দা কইরা কইছে... । না না প্রথমে কইছে মারে ।

কী বলছে ?

তোমার লগে যদি আমার দেখা হয় আমি যেন তোমারে কই, শোন মামুন, তোর দুলাভাই শওকত সাহেব, শামার বাপ তোরে তার লগে দেখা করতে বলছে ।

শামার কথা শুনে মুন্না হাসতে লাগল আর মামুন গেল গভীর হয়ে ।

শামা হাসতে হাসতে বলল, বল তাইলে কবে যাবি তার লগে দেখা করতে ?

মামুনের তখন মনে পড়ছে সেইসব মধুর দিনের কথা । সেও শামার মতো হঠাতে হঠাতে দুলাভাইকে তুই তোকারি করতো, বুবুকে কাজের বুয়া বলতো । শামার মধ্যে প্রচলিতভাবে তার বেশ প্রভাব । এটা কীভাবে হলো কে জানে ।

শামা এবার সুর বদলালো । কী হইলো তোমার ? কথা বলতাছো না ক্যান ? কবে যাইবা বাবার লগে দেখা করতে ?

সিগ্রেট অ্যাসট্রেতে গুঁজে মামুন বলল, যাবো না ।

এই কথাটাই বাবা বলতেছিল ।

কী কথা ?

তুমি তার সঙ্গে দেখা করবা না ! সে চাইলেও তুমি চাইবা না ।

বলেছে ?

হ্যাঁ ।

ঠিক আছে ধারণাটা তাহলে ভেঙে দেব ।

তার মানে তুমি যাইবা ?

যাবো ।

কবে ?

সেটা তো তুই জানতেই পারবি । তোকে না জানিয়ে যাবো নাকি ।

তারচে' একটা কাজ করো, আজই চলো । আমি তোমাকে নিয়ে যাই ।
বাবাকে একটা সারপ্রাইজ দেই ।

না আজ না । আয় এখন কাজের কথা বলি । মুন্না বসে আছে ।

মামুন মুন্নার দিকে তাকাল । তোমার দেয়া ক্যাসেটটা আমি রিওয়াইভ করে
করে অনেকবার শুনলাম । কামাল এবং খবিরের কথায় তেমন কিছু বোঝা যায়
না ।

জি । আমিও তাই মনে করি । শুধু ঝুনা মিয়ার কথায় কিছু একটা আঁচ করা
যায় ।

হ্যাঁ । খবির এবং কামাল কথা বলেছে বেশ সাবধানে । বেশি চালাক তো ।
কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ঝুনা মিয়াকে না পাওয়া পর্যন্ত তো কোনও কাজই হচ্ছে
না ।

তার কোনও হাদিস করা গেল ?

শামা বলল, যাবে ।

কীভাবে ?

মুন্নার দিকে তাকাল না শামা । মামুনের দিকে তাকিয়ে বলল, কয়টা দিন
ওয়েট করো ভৃত্যামা ! দেখি আমার আইডিয়াটা কাজে লাগে কি না ।

মুন্না বলল, কী আইডিয়া ?

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল মামুন । বহলবাড়িয়া নামে কুষ্টিয়ার ওদিকে যে গ্রামটি
আছে সেই গ্রামের চেয়ারম্যান মেষ্বার স্কুলের হেডমাস্টার এরকম কয়েকজনকে
আন্দাজে কয়েকটা চিঠি লেখা হয়েছে ।

ইন্টারেষ্টিং । কিন্তু ওই সমস্ত লোকের নাম পাওয়া গেল কোথায় ?

খামের ওপর কোনও নাম লেখা হয়নি । শুধু লেখা হয়েছে চেয়ারম্যান
বহলবাড়িয়া ইউনিয়ন...

বহলবাড়িয়া কোনও ইউনিয়ন কিনা জানা আছে ?

না ।

তাহলে ?

আন্দাজে লেখা ।

বুবোছি বুবোছি । ঠিক একইভাবে মেষ্বার বহলবাড়িয়া, হেডমাস্টার
বহলবাড়িয়া হাইস্কুল, প্রাইমারি স্কুল...

রাইট !

শামা বলল, আর ঝুনা মিয়ার নামে লেখা হয়েছে তিনটা চিঠি । পর পর
তিনিদিনে তিনটা পোষ্ট করছি ।

মুন্না বলল, বুঝলাম ।

আইডিয়াটা ভাল না ?

মুন্না কথা বলল না ।

শামা বলল, এই আইডিয়াটা কাজে না লাগলে অন্য আইডিয়া বাইর করুন ।

মুন্না গভীর গলায় বলল, এইসব ফালতু আইডিয়া দিয়ে কিছু হবে না ।

শামা ঘাড় বাঁকিয়ে গভীর গলায়, হ্রবুহ মুন্নার অনুকরণে বলল, তাহলে কোন
আইডিয়া দিয়ে হবে শুনি ।

আমরা কুষ্টিয়া যাই । গিয়ে বহলবাড়িয়া গ্রামটা খুঁজে বের করি । দেখি
সেখানে কোনও ঝুনা মিয়া আছে কিনা ।

শামা রুক্ষ গলায় বলল, আপনার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারেন । কেউ
আপনাকে মানা করেনি । আপনাকে নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই । কিন্তু খবরদার
আমার কোনও আইডিয়াকে যদি ফালতু বলেন ।

বললে কী করবেন ?

www.boighar.com

ক্ষিণ শেয়ালের মতো মুখ ভেংচালো শামা । বললে একেবারে...

এই ভঙ্গিটার মানে কী ?

মানে হচ্ছে ভেংচি, ভেংচি ।

ভেংচির অর্থ কী ?

অর্থ হচ্ছে থোতামুখ একেবারে ভোতা করে দেব ।

পারবেন না ।

কেন ?

থোতামুখটা পাবেন কোথায় ?

আঙ্গুল দিয়ে মুন্নার মুখটা দেখাল শামা । এই যে । এরচে বেটার থোতামুখ
আমি জীবনে দেখিনি ।

আপনি একটা মিথ্যুক ।

কী ?

হ্যাঁ । আমার মুখ থোতা না । থোতা হচ্ছে অন্য একজনের মুখ ।

কার সেটা ?

বলব ?

বলেন না । সাহস থাকলে বলেন ।

আপনার । আপনার মুখ একেবারেই থোতা । এই ধরনের মুখ ভোতা করতে
সুবিধা বেশি । আপনার মুখ থোতা কিনা বিশ্বাস না হলে আয়নায় গিয়ে দেখে
আসুন ।

শামা ক্ষিণ্ঠ ভঙ্গিতে কিছু একটা বলতে যাবে, মামুন হাত তুলে থামাল । নো
মোর ঝগড়া । অনেক হয়েছে । আইসক্রিম খাবে ?

আইসক্রিমের কথা শুনে খানিক আগের ঝগড়াঝাটি ভুলে লাফিয়ে উঠল
শামা । হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ওদিনকার আইসক্রিমটা ।

মুন্না, তুমি ?

আমি আইসক্রিম খাবো না !

কী খাবে তাহলে ?

কফি ।

শামা মুখ ভেংচে বলল, কফি । ইস কী আমার কফি খানেঅলা ।

মুন্না মামুনের দিকে তাকাল । আংকেল, গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে মানা
করুন ।

মামুন শামাকে একটা ধরক দিল । কী হচ্ছে কী, শামা ।

তারপর ইন্টারকম তুলে কফি আর আইসক্রিমের অর্ডার দিল ।

মুন্না তখন শামার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে । শামা তার দিকে
তাকাচ্ছেই না ।

মামুন বলল, মুন্না, আপাতত কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। আর একটা সগুহ, মানে সাতটা দিন আমরা অপেক্ষা করব। এর মধ্যে যদি শামার আইডিয়াটা কাজে লেগে যায় তাহলে তো কথাই নেই। আর যদি না লাগে তাহলে তুমি আর আমি ঝুনা মিয়াকে খুঁজতে বেরুবো।

শামা বলল, সেইটা ঠিক হইব না।

কেন?

তোমার জন্য রিসকি হইব। যেখানে সেখানে মুভ করা তোমার জন্য ঠিক না।
পুলিশ...

কিছু হবে না।

তবু সাবধান থাকতে হবে। ঝুনা মিয়ারে খুঁজতে হইলে ও আর আমি খুঁজবো।

মামুন বলল, ওটা কে?

মুন্না।

মুন্না সঙ্গে সঙ্গে বলল, সরি।

মানে।

আমি আপনার সঙ্গে কোথাও যাব না।

কেন?

আমার ইচ্ছা। আপনাকে লাগবে না, আমি একাই ঝুনা মিয়াকে খুঁজে বের করব।

এই দুটি ছেলেমেয়ের খুনসুটি প্রায়ই আনন্দনা করছে মামুনকে। পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ছে। কত সুখের দিন সেসব, কত আনন্দের দিন। অবিরাম ফান করতো সে, বুবু দুলাভাইকে তো জ্বালাতোই সবচে বেশি জ্বালাতো সুমিকে। ফান করতে করতে ফেঁসে গেল এক ঘড়যন্ত্রের জালে, জীবন ওলট পালট হয়ে গেল। আজ কোথায় সে, কোথায় সুমি।

হায়রে নিয়তি।



এসবের পাঁচদিন পর দুপুরবেলা মামুনের রংমের ডোরবেল বাজল ।

খানিক আগে লাঞ্চ করেছে মামুন । এখন রংমের ভেতর পায়চারি করছে আর সিঁথেট খাচ্ছে । ডোরবেলের শব্দে বিরক্ত হলো ।

কে এলো এসময় ?

সিঁথেট অ্যাসট্রেতে গুঁজে দরজা খুলল মামুন । বৃন্দ, ভাঙাচোরা চেহারার একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে । চুল দাঢ়ি প্রায় সব পাকা, পরনে পাজামা আর ফুলহাতা শার্ট, পায়ে পামসু, কাঁধে মলিন ধরনের খয়েরি রংয়ের রেঙ্গিনের ব্যাগ । কিন্তু মামুনের মুখের দিকে সে তাকাল না । রংমের ভেতর উঁকিবুঁকি মারতে মারতে বলল, কই, আমার ভাগ্নি কই ?

ভাগ্নি ?

মামুন কথা বলল না । অপলক চোখে মানুষটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো ।

আরও দুয়েকবার উঁকিবুঁকি মেরে মামুনের মুখের দিকে তাকাল লোকটি । মামুনকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে অবাক হলো । এমনে তাকায়া আছেন ক্যান ?

মামুন তবু কথা বলল না ।

লোকটি বলল, আপনে পুরুষ না মাইয়া ?

এবার থতমত খেল মামুন । কী ?

গলার আওয়াজে তো পুরুষই মনে হয় । তয় বিদেশি পুরুষ মাইয়া বেবাকই আমার কাছে একরকম লাগে । বেবাকতেই লাল চুল্লা । আপনের চুলও তো বান্দরের লাহান লাল । তয় আমার ভাগ্নি কো ? আপনেই আমার ভাগ্নি না তো ?

পুরুষমানুষ কারও ভাগ্নি হয় না ।

হ হেইডা জানি । কিন্তু এই হইটালের ঠিকানাই তো দিছে ।

ব্যাপারটা কী আমাকে একটু বুঝিয়ে বলুন তো ?

হইছে কী ভাই, এই হইটালের ঠিকানা থিকা একটা মাইয়া আমারে চিঠি
লেখছে। সে বলে স্বাধীনতার সমায়, মুক্তিযুদ্ধের সমায় হারায়া গেছিল। পরে এক
বিদেশি তারে বিদেশে লইয়া যায়।

মামুন যা বোকার বুঝে গেল। তবু বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হলো না। বলল,
তারপর ?

আগে একটু বসতে দেন সাহেব। তারপর কই।

লোকটিকে ভেতরে আসার ইঙ্গিত দিল মামুন। সে ভেতরে এলো। ঝান্তির
একটা শ্বাস ফেলে কার্পেটে বসতে গেল। মামুন বলল, সোফায় বসেন।

না সাহেব, সোফায় বসুম না। আমরা মাটির মানুষ, মাটিতেই বসি।

ঠিক আছে।

মামুন একটা সোফায় বসল, বলুন, তারপর।

তয় চিঠিটা সে আমারে লেখে নাই। লেখছে আমাগ গেরামের চেরম্যান
সাহেবের কাছে। চেরম্যান সাব আমারে খুইজা বাইর কইরা সেই চিঠি দিছে।
কিন্তু এখানে আইসা তো দেখি ফক্ত। কই কিয়ের ভাগ্নি। বুড়া বয়সে এমুন
ছ্যাকাড়া খাওন আমার ঠিক হয় নাই।

সব বুঝেও মামুন বলল, এই হোটেলের, এই রুমের নাম্বারই চিঠিতে লেখা
আছে ?

জি। খাড়ান, তারপরও চিঠিটা আমি একবার দেখি।

বুক পকেটের ভেতর দিকে আরেকটা পকেট ঝুনা মিয়ার। শার্টের বোতাম
খুলে সেই পকেট থেকে কয়েকটা টাকার সঙ্গে হলুদ খামের একটা চিঠি বের করল
সে, মামুনের হাতে দিল। চিঠিটায় এক পলক চোখ বুলাল মামুন। তারপর
আচমকা বলল, তুমি কে ? নাম কী তোমার ?

লোকটি কেমন আনমনা হয়ে আছে। বলল, আপনে আমারে চিনেন না ?

তারপরই যেন নিজের মধ্যে ফিরল। লাজুক মুখে বলল, ওই দেখেন কী
কই ? আপনে আমারে চিনবেন কেমনে ? আপনে তো আমার চিনাশুনা না।
আমারে কোনওদিন দেখেনও নাই। আমি ঝুনা, ঝুনা মিয়া।

সঙ্গে সঙ্গে সেই পুরনো দিনে ফিরে গেল মামুন। কী মিয়া ?

ঝুনা মিয়া।

অসাধারণ নাম। শুনলেই নারকেল মনে হয়। কী মনে হয় ?

নারকেল ।

শুধু নারকেল না । কী নারকেল ?

ঝুনা নারকেল ।

মামুনের তালে তালে কথা বলতে বলতে হঠাতেই চমকাল ঝুনা মিয়া । অবাক
বিস্ময়ে মামুনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল । আপনেরে তো চিনা চিনা লাগে ?
তাই নাকি ?

হ । আপনে জানি কে ?

তুমিই বলো ।

বলতে পারতাছি না । তয় আগে কোথায় জানি, কবে জানি আপনের লগে
আমার দেখা হইছে ।

পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করল মামুন । সিগ্রেট খাবে ঝুনা মিয়া ?

ঝুনা মিয়া লাজুক ভঙ্গিতে বলল, এত দামি সিগারেট দিবেন আমারে ? দেন ।
খাই ।

লাইটার দিয়ে ঝুনা মিয়ার সিগ্রেট ধরিয়ে দিল মামুন । নিজেরটাও ধরাল ।

ঝুনা মিয়া সিগ্রেট টানতে টানতে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মামুনের মুখের
দিকে ।

মামুন বলল, কী দেখছ ঝুনা মিয়া ?

আপনেরে দেখাতাছি সাব ।

চিনতে পারছ না ?

না । তয় চিনা চিনা লাগে ।

ষেল সতেরো বছরে কি এতটাই বদলে গেছি আমি ?

হ অনেক বদলাইছেন । লাল চুল্লা হইয়া গেছেন । চুলে মেন্দি লাগাননি ?
আমার চুল দাঢ়ি পাকনের পর অনেকে মেন্দি লাগাইতে কইছে, আমি লাগাই
নাই । কে করে ওই হগল যন্ত্রণা ।

তারপরই উত্তেজিত হলো ঝুনা মিয়া । নিজের অজান্তে উঠে দাঁড়াল । চিনছি,
আপনেরে আমি চিনছি । আপনে মামুন সাহেব । মামুন সাহেব আপনে । তয়
আপনে বাইচা আছেন কেমনে ? আপনার না ফাসি হইছিল ? আমার সাহেবেরে
খুন করার দায়ে আপনের না ফাসি হইছিল ? আপনে বাইচা গেছেন কেমনে ? কে
আপনেরে বাচাইলো ?

মামুন সিথেটে টান দিয়ে বলল, আল্লাহ বাঁচিয়েছেন। আল্লাহ এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন। রাখে আল্লাহ মারে কে? বলো।

সিথেট হাতেই দুহাত তুলল ঝুনা মিয়া। আল্লাহ, আল্লাহ তোমার লাখ লাখ শুকুর। লাখ লাখ শুকুর। মামুন সাহেবের বাচাইয়া আমারে তুমি গুনার হাত থিকা বাচাইছো। অহন মইরাও আমি শান্তি পামু। অহন আর আমার কোনও দুঃখ নাই।

গভীর আবেগে মামুনকে জড়িয়ে ধরতে গেল ঝুনা মিয়া, তারপর কী ভেবে ধরল না। আড়ষ্ট হয়ে গেল।

ব্যাপারটা বুবল মামুন। এ হচ্ছে বহু বহু বছরের সংস্কার। শ্রেণীবিভাজন। চট করেই এই মানসিকতা কাটানো যায় না।

সিথেটে টান দিয়ে মামুন বলল, কী খাবে ঝুনা মিয়া?

ঝুনা মিয়া আবার মেঝেতে বসল। কিছু খামু না সাহেব। কিছু খামু না।

দুপুরে ভাত খেয়েছ?

জি খাইছি সাহেব।

কোথায়?

বাস থিকা নাইমাই হোইটালে খাইয়া লইছি।

এখন তাহলে এক কাপ চা খাও।

হ সেইটা খাইতে পারি।

মামুন ইন্টারকম তুলে চায়ের অর্ডার দিল।

ঝুনা মিয়া বলল, তয় চিঠিটা আপনেই এইভাবে বানাইয়া বানাইয়া লেখছেন? না আমি লিখিনি।

তয়।

লিখেছে আমার ভাগী।

যেই লেখুক, কামডা খুব ভাল হইছে। খুব ভাল হইছে কামডা। আপনের লগে দেখা হওনের বড় দরকার আছিল। আপনেরে দেইখা সাহেব বুকটা আমার হালকা হইয়া গেল। সেই যে কোটে যেদিন আপনের পক্ষে মিথ্যা কথা কইলাম, মিথ্যা স্বাক্ষী দিলাম, অর্থাৎ ওই দুইডা বদমাইস আমারে জানের ডর দেখাইয়া মিথ্যা স্বাক্ষী দিতে বাইধ্য করল, সেদিন থিকা আমার বুকের ওপরে হাজার মণ ওজনের একখান পাথর চাইপা বসল। এই এতদিন পাথরটা আমার বুকের উপরেই ছিল। আইজ নাইমা গেল। আইজ আমার বুকটা হালকা হইল সাহেব।

আইজ আমি বাইচা গেলাম। বিশ্বাস করেন, বিশ্বাস করেন আপনে, এতড়ি বছর
আমি একটা রাইতও ঘুমাইতে পারি নাই। দিনগুলি কোনও রকমে কাইটা
যাইতো, রাইতে খালি মনে হইত এইটা আমি কী করছি। নিরপরাধ একজন
মানুষের ফাসাইয়া দিছি। আমার তো কোনও উপায় নাই। আমার কপালে তো
হাবিয়া দোযখ। সতের বছরে একটা রাইতও আমি ঘুমাইতে পারি নাই। সাহেব,
এখন আমার খুব ঘুম পাইতাছে। এই জায়গাটায় শুইয়া আমি একটু ঘুমাই?

বুনা মিয়ার জন্য চায়ের অর্ডার দিয়েছে মামুন। সে কথা ভুলে সে বলল,
ঘুমাও।



শামা ছুটে এসে ফোন ধরল । হ্যালো !

ওপাশ থেকে মামুনের গলা ভেসে এলো । শোন, ভাল একটা খবর আছে ।
তোর ভাষায় জোস খবর ।

কর্ডলেস ফোনটা থাকে ডাইনিংস্পেসে । যে কোনও রুম থেকে এসে যেন
ধরা যায়, কথা বলতে বলতে যে কোনও রুমে যেন নিয়ে যাওয়া যায় ।

মামুনের ফোন হলে নিজের রুমে বসে কথা বলে শামা ।

এখনও তাই করল । এদিক ওদিক তাকিয়ে ফোন নিয়ে নিজের রুমে এসে
চুকল । পায়চারি করতে করতে বলল, তোমার তো অনেক উন্নতি হইছে
ভূতমামা ।

কী রকম ?

আমার ভাষায় কথা বলতেছো ।

না তোর ভাষায় বলছি না । তোর একটা শব্দ উচ্চারণ করেছি ।

বুজছি । এখন জোস খবরটা কী সেইটা বলো ।

তোর আইডিয়াটা কাজে লেগেছে ।

কোন আইডিয়া ?

ওই তো, চিঠি লেখা ।

শিশুর মতো একটা লাফ দিল শামা । সত্যি !

সত্যি ।

বুনা মিয়ার হাদিস পাইছো ?

পেয়েছি ।

কোথায় সে ?

আমার রুমে ।

কও কী ?

আমি তোর সঙ্গে কখনও মিথ্যা কথা বলি ?

না তা বলো না ।

বুনা মিয়া সত্যি এখন আমার রূমে ।

আনন্দে একেবারে ফেটে পড়ল শামা । ইস আমার যে কী আনন্দ হইতাছে
না ! বইলা তোমারে আমি বুঝাইতে পারুম না ।

আমি কিছুটা বুঝতে পারছি । আনন্দ আমারও হচ্ছে । কিন্তু আমি সেভাবে
প্রকাশ করতে পারছি না । তুই নিশ্চয় এতদিনে বুঝেছিস উচ্ছাস আনন্দ ঠিকভাবে
আমি আর প্রকাশ করি না... ।

প্রকাশ করো না কথাটা ঠিক না । কও, প্রকাশ করতে চাও না ।

একই কথা ।

না এক কথা না । তুমি আসলে নিজেরে বদলাইছো । তোমার মনের মইধ্যে
অন্যরকম কিছু একটা আছে ।

কী সেটা ?

পুরাপুরি আমি বলতে পারুম না । তবে আমার মনে হয় বড় রকমের কিছু
একটা ঘটনা তুমি ঘটাইতে চাও ।

মামুন গঞ্জীর গলায় বলল, শামা, এটা টেলিফোন ।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুলটা বুঝল শামা । সরি ভূতমামা । এক্সট্রিমলি সরি ।

এবার আমাকে বল, তোর এখন কী কাজ ?

কেন বলো তো ?

আসবি ?

আসতে পারি ।

এত ভগিতার দরকার নেই । যা বলার সরাসরি বল । এলে বলবি, আসছি ।
না এলে বলবি, না ।

শামা হাসল । বাবু তোমার তো দেখি আবার মান অভিমানও আছে ।

এটা মান অভিমানের ব্যাপার না ।

বুজছি বুজছি । ঠিক আছে, আমি আসতেছি । তবে একটু দেরি হবে ।

কতক্ষণ ?

ঘণ্টা দেড়েক ।

হোক । আয় ।

বুনা মিয়ারে কিন্তু যাইতে দিও না । সে যেন থাকে ?

আরে থাকবে, থাকবে । তুই আয় ।

শামা ফোন রাখতে যাবে, মামুন বলল, কিন্তু ঘণ্টা দেড়েক দেরি তোর কেন
হবে বল তো ?

অন্য একটা জায়গা হয়ে আসব ।

কোন জায়গা ?

এখন বলতে পারব না । আইসা বলব । বাই ।

টেলিফোন অফ করে নিজের রুম থেকে বেরতে গিয়েই রানুকে দেখতে পেল
শামা । কখন এসে তার রুমের সামনে দাঁড়িয়েছে কে জানে ।

রানু বললেন, খুব ফূর্তিতে আছিস মনে হচ্ছে ।

শামা হাসল । হ্যাঁ, ঠিকই ধরছো । আমি সত্য খুব ফূর্তিতে আছি ।

কারণটা কী ?

তোমারে বলা যায় । তুমি তো আমাদেরই লোক ।

মানে ?

মানে জাননের দরকার নাই । শোন, ভূতমামা ফোন করছিল ।

বুবলাম । তারপর ?

আমার আইডিয়াতে জোস একটা কাজ হইছে । ঝুনা মিয়ারে বাইর কইরা
ফালাইছি । সে এখন ভূত মামার রুমে ।

রানু ভুরু কুঁচকালেন । ঝুনা মিয়াটা আবার কে ?

শামা অবাক হলো । মা, তোমার কিছু মনে নাই ?

কী মনে থাকবে ?

মুন্নার বাবার খুন হয়ে যাওয়ার ঘটনা ।

তা থাকবে না কেন ?

থাকলে ঝুনা মিয়ারে তুমি চিনতে পারতাছো না ক্যান ? আরে মুন্নার বাবার
অফিসের পিয়ন ছিল ।

ও আচ্ছা ।

এই লোকটা জানে আসল খুনিটা কে ? লোকটাকে বাইর করলাম কীভাবে
শুনবা ?

রানু কথা বললেন না । কোন ফাঁকে অন্যমনক হয়ে গেছেন ।

ব্যাপারটা খেয়াল করল শামা । তুমি আমার কথা শুনতাছো না ?

রানু আনমনা গলায় বললেন, শুনছি । বল ।

না বলব না । আমি কথা বলতেছি আর তুমি আছ অন্যমনক হইয়া । শ্রোতা
যদি এরকম হয় তাইলে কথা বইলা মজা নাই । আমার মুড অফ হইয়া গেছে ।

ফোনটা রানুর হাতে ধরিয়ে দিল শামা । মা, ফোন নিয়া আউট হও । আমি
বাইরে যামু ।

রানু ফোনটা হাতে নিলেন । এসময় আবার কোথায় যাবি ?

কও তো কই যাইতে পারি ?

মামুনের ওখানে ।

রাইট । ভূতমামার ওইখানে যাই । ঝুনা মিয়ারে একটু দেইখা আসি ।

রানুকে ঠেলে সরিয়ে দিল শামা । তুমি যাও । আমি ড্রেস চেঞ্জ করুম ।

রানু অবাক হলেন । ড্রেস ফ্রেস চেঞ্জ করার ব্যাপারটা শামার তেমন নেই ।
চলনসই পোশাক আশাক সব সময়ই পরনে থাকে শামার, ওই পোশাকেই যখন
যেখানে দরকার রওনা দেয় । মামুনের ওখানে যাওয়ার জন্য পোশাক বদলাতে
চাচ্ছে মেয়েটা, ব্যাপার কী ?

সঙ্গে সঙ্গে মুন্নার কথা মনে পড়ল রানুর । তাহলে কী মামুনের ওখানে মুন্নাও
আসবে ! মুন্নার কারণেই কি ড্রেস সচেতন হয়ে উঠছে শামা ! কোনও একটা সময়ে
তো এরকমই হয় মেয়েদের ।

কিন্তু শামা কি সেইরকম মেয়ে ! ও তো একটু কাঠখোট্টা ধরনের । খুবই
প্রাকটিক্যাল স্বভাবের মেয়ে । রোমান্টিকতা বলতে গেলে নেইই ।

তারপর রানুর মনে হলো, এইরকম মেয়েরা কি প্রেমে পড়ে !

দরজা বন্ধ করতে গিয়ে আবার দরজা খুলেছে শামা । মা, আমি একটু গাড়িটা
নেই ? এখন তো কেউ আর বাইরে যাইবো না । ড্রাইভার বইসা আছে ।

তা থাক । এইটুকু রাস্তা গাড়ি নেয়ার দরকার কী ?

দরকার আছে । শেরাটনের ওদিকে রিকশা যায় না ।

তুই তাহলে এতদিন গেছিস কী করে ?

এত ফিরিস্তি তোমারে এখন দিতে পারুম না । সংক্ষেপে বলতাছি, রিকশা
প্লাস পায়ে হাঁটা, এইভাবে গেছি । তুমি পারমিশান না দিলেও আমি এখন গাড়ি
নিয়া যামু । যাও, যা পারো করো গিয়া । আমি হইতেছি তোমার আর আমার
বাপের একমাত্র মাইয়া । এই বাড়ি, গাড়ি সবকিছুর একমাত্র মালিক । মালিক এখন
গাড়ি নিয়া বাইর হইব এইটা ফাইনাল ।

শামা দরজা বন্ধ করে দিল ।



একবার হৰ্ন দিতেই বিশাল লোহার গেট খুলে দিল দারোয়ান। গাড়ি নিয়ে ভেতরে চুকে গেল ড্রাইভার। পেছনের সিটে স্লিপ্পমুখ করে বসে আছে শামা। আকাশি রংয়ের সুন্দর সালোয়ার কামিজ পরেছে। চুলে পেছন দিকে ঝুঁটি করে বড় একটা পাঞ্চক্লিপ লাগিয়েছে। চোখে হালকা কাজল, ঠোঁটে লিপস্টিক আর কপালে বড় একটা টিপ, শামাকে সত্যি অপূর্ব লাগছে।

সাবেকি আমলের বাড়িগুলোর লনেই গাড়ি রাখার নিয়ম। সেখানেই গাড়িটা রাখল ড্রাইভার। অদূরে কার্পেটের মতো বিছানো সবুজ ঘাসের ছোট এক টুকরো মাঠ। সেখানে একটা দোলনা। দোলনার সামনে পুতুলের মতো একটি শিশু তারচ' বড় সাইজের একটা খেলনা সাদা ভালুক দুহাতে জড়িয়ে ধরে ভেতর বাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছিল। শামাকে দেখে অবাক চোখে তাকালো।

গাড়ি থেকে নেমে শিশুটির কাছে এগিয়ে গেল শামা। গাল টিপে দিয়ে বলল,
তোমার নাম কী ?

বাবু।

বাহ। খুব সুন্দর নাম। তুমি ছেলে না মেয়ে ?

বাবু চোখ বড় করল। কী বোকা মেয়ে! তুমি বুবাতে পারছ না ?

না। না তো।

আমি মেয়ে।

ও তাই। নাম শুনে যে বোবা যায় না।

কেন ?

www.boighar.com

বাবু তো ছেলে এবং মেয়ে দুজনের নামই হয়।

বাবু মুখ গোমড়া করল। হোক গিয়ে। আমি মেয়ে।

শামা হাসল। হ্যাঁ, তুমি মেয়ে বাবু।

কিন্তু তুমি কে ?

আমি একটা আপু।

তোমাকে তো আমি আগে কথনও দেখিনি। কাকে চাও ?

মুন্নাকে । সে কি বাড়িতে আছে ?

আছে ।

একটু ডেকে দেবে ?

হ্যাঁ ।

তাহলে একটু দাও না সোনা ।

তুমি কি এখানে দাঢ়াবে না ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসবে ?

তুমি কি আমাকে বসতে দেবে ?

বাবু হাসল । দেবো না কেন ? যারা আমাদের বাড়িতে আসে তারা সবাই তো
ড্রয়িংরুমে বসে ।

কিন্তু আমি যে তোমাদের ড্রয়িংরুমটা চিনি না ।

আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি । এসো ।

বাবুর পিছু পিছু ড্রয়িংরুমে এসে ঢুকল শামা ।

বাবু বলল, তুমি এখানে বসো, আমি ভাইয়াকে ডেকে দিচ্ছি ।

শামা একটা সোফায় বসল । মুন্না বুঝি তোমার ভাইয়া ?

হ্যাঁ । তুমি জানো না ?

না, কী করে জানবো । তুমি বলোনি তো ?

এই যে এখন বললাম ।

আচ্ছা বাবু, তোমার মা বাবা কি বাড়িতে আছেন ?

বাবা নেই, মা আছে ।

তুমি তোমার মায়ের নাম জানো ?

হ্যাঁ । সুমি ।

সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল শামার । কী আশ্চর্য ! বাবু যে
সুমি অ্যান্টির মেয়ে এই কথাটা এতক্ষণ কেন মনে হয়নি তার ! এই বাড়িতে
এইটুকু মেয়ে সুমি অ্যান্টি ছাড়া আর কার হতে পারে !

কিন্তু শামার বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল অন্য কারণে । তার মনে
পড়ল ভূতমামার কথা । বাবুর তো আসলে হওয়ার কথা ছিল ভূতমামার মেয়ে ।
একটি হত্যাকাণ্ড কেমন ওলটপালট করে দিয়েছে সবকিছু ।

কোলের ভালুকটা শামার সোফার পাশে রাখল বাবু । আধো আধো গলায়
ভালুকটাকে বলল, তুমি এখানটায় বছো । আমি এক্ষুনি আসছি ।

সঙ্গে সঙ্গে ভালুকটা গড়িয়ে পড়ল। বাবুর হাত লেগেই পড়ল। কিন্তু বাবু
ব্যাপারটা নিল অন্যভাবে। ওরে আমার ছোনারে, তুমি এখানে থাকবে না? তুমি
আমার সঙ্গে যাবে? আচ্ছা আচ্ছা, চলো।

ভালুকটা আবার কোলে নিল বাবু। শামার দিকে আর তাকালোই না,
দ্রয়িৎকৰ্ম থেকে বেরিয়ে সোজা এসে চুকল মুন্নার রংমে।

মুন্না তার বিছানায় শুয়ে উদাস চোখে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।
এরকম বিকেলে এই বয়সী ছেলেরা সাধারণত বাড়িতে থাকে না। মুন্না থাকে। সে
একটু ঘরকুনো স্বভাবের।

দরজার সামনে দাঁড়িয়েই বাবু বলল, তোমাকে ডাকে।

মুন্না বাবুর দিকে তাকালো। কে?

একটা আপু।

একটা আপু মানে?

আপু মানে মেয়ে। তুমি বোৰ না? বোকা ছেলে।

মুন্না ধরফর করে উঠল। আমার কাছে কোন মেয়ে আসবে?

তা তো আমি জানি না। কিন্তু তোমাকে চাইল। বলল, মুন্নাকে ডেকে দাও।
আমি দ্রয়িৎকৰ্মে বসিয়েছি।

কী নাম?

জানি না।

বাবু তার রংমের দিকে চলে গেল। মুন্না দ্রুত হেঁটে দ্রয়িৎকৰ্মে এলো।
শামাকে দেখে বেশ একটা ধাকা খেল। তুমি?

সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কুঁচকালো শামা। তুমি মানে? আপনি আমাকে তুমি করে
বলতেছেন নাকি? নিজেদের বাড়িতে পেয়ে খুব চাঙ্গ নিতেছেন, না? সাহস
বাইড়া গেছে?

মুন্না একটু থতমত খেল। তুমি তো আমার চেয়ে ছোট।

কে বলছে আমি আপনার চে' ছোট?

শামা উঠে দাঁড়াল। আসেন, আমার পাশে দাঁড়ান। দেখি কে বড়?

মুন্না হাসল। মাপতে হবে না, দেখলেই বোৰা যায় তুমি খুব বেঁটে। বাটকুল।

কী, আমি বেঁটে? আমি বাটকুল? দ্যাখ, আমি কিন্তু তোরে তুই কইরা বলুম।

মুন্না ধপ করে একটা সোফায় বসল। পাগলে কী না বলে!

আর ছাগলে কী না...। থাক। বলুম না।

বললেও কোনও অসুবিধা নেই। শোন, মাসখানেকের মধ্যে আমার রেজাল্ট
বেরুবে। একমাস পর আমি একজন আর্কিটেক্ট।

আমিও একজন জার্নালিস্ট।

কবে ?

দুই বছর পর।

মুন্না হেসে ফেলল। এইসব চাপাবাজি রাখো। চা খাবে ?

শামা আঙুল তুলে বলল, আমি সিরিয়াস। আমাকে তুমি তুমি কইরা বললে
আমিও কিন্তু বলব।

কী বলবে ? তুই ?

না তুমি। আমাকে যে যা বলে আমিও তারে তাই বলি।

ওই যে বললাম, পাগলে কী না বলে!

মুন্না উঠল। বস, চায়ের কথা বলে আসি।

এত ভদ্রতার দরকার নাই। আমি এখন চা খাব না।

তাহলে কী করবে ?

কথা বলব।

কী কথা ?

এত মুঞ্চ হওয়ার কিছু নেই। প্রেমালাপ না।

তুমি ভাবলে কী করে যে ওধরনের কথা আমি তোমার কাছ থেকে শুনতে
চাই।

চুপ, একদম চুপ। যা বলতে আসছি, শোনা হোক।

বলা হোক।

আমার আইডিয়াটা কাজে লাইগা গেছে।

লাইগা গেছে অর্থ কী ?

শামা চোখ পাকালো। চুপ।

আচ্ছা চুপ। কিন্তু কোন আইডিয়া কাজে লেগেছে ?

ওই যে চিঠি।

সত্যি ?

সত্যি। ঝুনা মিয়া এখন ভৃত্যামার রংমে।

মুন্নার মুখটা উজ্জ্বল হলো। দারূণ খবর।

এই খবরটা দেয়ার জন্যই সোজা এই বাড়িতে চইলা আসছি। আর নয়তো
যার তার বাড়িতে আসার অভ্যাস আমার নাই।

শামার চোখের দিকে তাকালো মুন্না। বুঝলাম।

শামাও তাকালো। তবে এক মুহূর্তের জন্য। তারপরই চোখ নামাল। আমার
সঙ্গে যাওয়া হোক।

www.boighar.com

কোথায় ?

ভূতমামার ওখানে।

গিয়ে কী করব ?

বুনা মিয়াকে দেখে আসা হোক। তারপর আমার আইডিয়াটারে যে ফালতু
বলছে তারে আমি একটু দেইখা নিব।

সবই বুঝলাম, কিন্তু এই যাওয়া হোক, দেখা হোকটা বুঝলাম না।

মূর্খদের এইটা বোঝার কথা না। এটারে বলে ভাববাচ।

ভাববাচ্য। বাপরে! না আপনি না তুমির অর্থ যে ভাববাচ্য এটা জীবনে প্রথম
শুনলাম।

অনেকেই অনেক কিছু জীবনে প্রথম শোনে। দেখেন, এখনও সময় আছে
আমারে আপনে কইরা বলেন। নইলে খবর আছে।

কী খবর ?

আমি আপনারে বাটকুল বইলা ডাকবো।

ওই যে বললাম, পাগলে কী না বলে। চলুন।

ড্রিংকম থেকে বেরিয়ে লনে এলো ওরা।

সেই সবুজ মাঠটায় এখন সুমি আর বাবু। বাবু তার ভালুকটা নিয়ে খেলা
করছে, সুমি উদাস হয়ে পায়চারি করছে। শামাকে নিয়ে মুন্না এসে সুমির সামনে
দাঁড়াল। খালা।

সুমি মুন্নার দিকে তাকালো। মুন্নার সঙ্গে শামাকে দেখে একটু অবাক হলো।

মুন্না বলল, খালা, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এই বেঁটে মেয়েটির
নাম হচ্ছে শামা।

সুমি ভুক্ত কুঁচকালো। বেঁটে মানে ? ও তো তোর চেয়ে লঘা।

শুনে শামার মুখটা উজ্জ্বল হলো।

সুমি বলল, মুন্না, এই ধরনের ফাজলামো আমি খুব অপছন্দ করি।

জানি।

[boighar.com](http://www.boighar.com)

তাহলে করলি কেন ?

ভুল হয়ে গেছে ।

এই ধরনের ভুল যেন আর কখনও না হয় ।

আচ্ছা ।

সুমি শামার দিকে তাকালো । সরি, তোমার সঙ্গে কথা বলা হয়নি । তোমার নাম জানলাম কিন্তু পরিচয়টা...

শামা মুঞ্ছ হয়ে সুমিকে দেখছিল । এখনও কী অসাধারণ সুন্দরী ! ব্যক্তিত্বময়ী । তাকালে চোখ ফেরানো যায় না ।

শামা কথা বলবার আগেই মুন্না বলল, শামা হচ্ছে মামুন সাহেবের ভাগী ।

শুনে সুমি একটু চপ্পল হলো । তাই নাকি ? মামুনের ভাগী । তার মানে তুমি সেই শামা ? কত বড় হয়ে গেছে তুমি । তোমাকে আমি খুব ছোট দেখেছি । কখন এসেছ ? কই আমাকে কেউ তোমার কথা বলেনি ?

শামা নিঞ্চ গলায় বলল, ভুল অবশ্য আমারও হয়েছে । আমারই উচিত ছিল আপনার সঙ্গে দেখা করা । কিন্তু আজ এমন একটা খুশির দিন... ।

মুন্না বলল, হ্যাঁ খালা ! শুনলে তুমিও খুব খুশি হবে ।

কী হয়েছে ?

বুনা মিয়াকে পাওয়া গেছে ।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ ।

এত সহজে কী করে পেলি তাকে ?

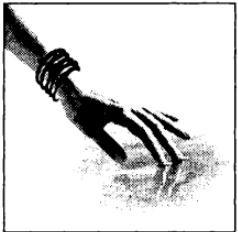
শামা বলল, আমার আইডিয়ায় পাওয়া গেছে ।

কী রকম আইডিয়া ?

মুন্না বলল, পরে তোমাকে আমি সব বলব খালা । এখন গিয়ে বুনা মিয়ার সঙ্গে একটু কথা বলে আসি ।

সুমি বলল, ঠিক আছে যা । শামা, আবার এসো তুমি । আজ তোমার সঙ্গে কথাই হলো না । আরেকদিন হবে ।

জি আচ্ছা ।



সোফায় দুপা তুলে বসে আছে মামুন। তার হাতে যথারীতি সিঁথেট। তীক্ষ্ণচোখে তাকালে বোৰা যায় তার চেহারায় এক ধরনের ঝান্তি, এক ধরনের অসুস্থতা। অনেকক্ষণ পর পর উদাস ভঙ্গিতে সিঁথেটে টান দিছিল সে।

খানিক আগে ঘূম ভেঙ্গেছে ঝুনা মিয়ার। সে এখন মেঝেতে বসে আছে। মাথা নিচু করে কী ভাবছিল, হঠাতে মুখ তুলে মামুনের দিকে তাকালো।

সাহেব।

মামুন ঝুনা মিয়ার দিকে মুখ ফেরাল। বলো।

ওরা আমাকে কিছু টাকা পয়সা দিতে চাইছিল সাহেব।

তা তো দেয়ার কথাই।

আমি কিন্তু নেই নাই।

বলো কী?

জি সাহেব। নেই নাই। আল্লার কসম, একটা পয়সাও আমি নেই নাই।

কসম কাটবার দরকার নেই। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি।

তারপরও সাহেব ওরা আমাকে ফাঁসাইয়া দিছিল।

কীভাবে?

বলছিল আপনার বিরংদে কোটে গিয়া সাক্ষী না দিলে ওরা বলবে সাহেবরে খুন করার জন্য আমিও আপনার সঙ্গে কাজ করছি। আমারও যোজসাজশ আছিল।

মামুন সিঁথেটে টান দিল।

ঝুনা মিয়া বলল, আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সাহেব বাধ্য হইলাম। এমনিতেই পাপের শেষ নাই, তার ওপরে আরেক পাপ।

সিঁথেট অর্ধেকও শেষ হয়নি, এসট্রেতে গুঁজে দিল মামুন।

ঝুনা মিয়া বলল, তবে ওদের ওইসব টাকা পয়সা নিলে আমি সাহেব এতদিন বাঁচতামই না। আমি সাহেব মারা যেতাম। মনের কঢ়েই মারা যেতাম। এজন্যই

সাহেব আপনার ফঁসির রায় হয়ে যাবার পরপরই গ্রামে চলে গিয়েছিলাম। ঢাকায়
আর কোনওদিন আসি নাই সাহেব।

মামুন আচমকা বলল, চা খাবে ঝুনা মিয়া?

আপনে খাইবেন?

হ্যাঁ।

তয় সাহেব খাইতে পারি।

চায়ের সঙ্গে আর কিছু?

না সাহেব না। দুপুরে তো বেদম খাওয়া খাওয়ালেন? এখনও পেট ভরা।
আর কিছুই খাব না। এক কাপ চা হলেই চলবে।

মামুন ইন্টারকম তুললো। রুম সার্ভিস। আমার রুমে দুকাপ চা।

মিনিটা পাঁচকের মধ্যে চা এলো। ওয়েটার চা নামিয়ে রাখতেই মামুন বলল,
দুকাপ চা বানিয়ে দাও। সরি, দুকাপ না। এককাপ বানিয়ে দাও। আমার তো শুধু
লিকার।

ওকে স্যার।

এককাপ লিকার মামুনকে ঢেলে দিল ওয়েটার। আরেক কাপ দুধ চিনি দিয়ে
তৈরি করে ঝুনা মিয়াকে দিল। তারপর বিনীত ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়ে মামুন বলল, ঝুনা মিয়া।

চায়ে চুমুক দিতে গিয়েও দিল না ঝুনা মিয়া। বলল, জি সাহেব।

তুমি তো নিশ্চয় বুঝেছ কেন তোমাকে এভাবে আমরা খুঁজে বের করেছি।

ঝুনা মিয়া চায়ে চুমুক দিল। তা কিছুটা বুঝছি সাহেব।

তবুও আমার উদ্দেশ্যটা তোমাকে আমি বলি।

বলতে হবে না। আমি বুঝছি।

কী বলো তো?

আসল পাপীড়ারে আপনে খুইজা বাইর করতে চান।

তুমি চাও না?

চাই সাহেব, আমিও চাই। আপনে তাগোরে ধরেন। আমি সাহেব আপনার
সঙ্গে আছি।

এসময় ডোরবেল বাজল। মামুন উঠে গিয়ে দরজা খুলল। শামা এবং মুন্না
দাঁড়িয়ে আছে। এক পলকে দুজনেরই মুখ দেখে নিল মামুন। নির্বিকার গলায়
বলল, আয়।

ওরা দুজন ভেতরে চুকল ।
মামুন বলল, বসো মুন্না ।
শামাকে বলল, তুইও বস ।
মামুনের বিছানার কোণে বসল শামা । আমার দেরি হইল ক্যান বুজছ
ভূতমামা ?
বুঝেছি । মুন্নাদের বাড়ি গিয়েছিলি ।
রাইট । এত বড় একটা ঘটনা যখন ঘটাই গেছে, এইটা মুন্নারে জানানো
উচিত ।

তা ঠিক ।

মামুন মুন্নার দিকে তাকালো । মুন্না, ওই হচ্ছে ঝুনা মিয়া ।
ঝুনা মিয়া হাত তুলে সালাম দিল ।
মামুন শামাকে দেখল । ঝুনা মিয়া, এই মেয়েটা হচ্ছে আমার ভাগনি । শামা ।
চায়ে চুমুক দিয়ে বিগলিত মুখভঙ্গি করল ঝুনা মিয়া । বুঝতে পারছি ।
আমারও তো ভাগনি । আমারে চিঠি লেখছে ।

শামা হাসল । কিন্তু এভাবে যে আপনারে পেয়ে যাব তা ভাবি নাই । আমাদের
ভাগ্য খুব ভাল ।

মামুন চায়ে চুমুক দিল । ঝুনা মিয়া, মুন্নাকে তো বোধহয় তুমি চেননি ?
না সাহেব, চিনি নাই ।

মুন্না হচ্ছে তোমার মালিকের ছেলে ।
জি ?

হ্যাঁ । হায়াত সাহেবের ছেলে । হায়াত সাহেবের সেদিনকার সেই ছেট্ট
ছেলেটা আমাদের এই মুন্না ।

www.boighar.com

ঝুনা মিয়া একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল । বলেন কী ? আমার মালিকের
ছেলে ? আমার স্যারের ছেলে ? হায় হায়রে । কত ছেট্ট দেখছি তারে, আর আইজ
কত বড় ।

মুন্নার দিকে তাকিয়ে কেঁদে ফেলল ঝুনা মিয়া । চোখ মুছতে মুছতে বলল,
বাবা, বড় অন্যায় আমি আপনাগ সঙ্গে করছি । বড় অন্যায় করছি । আসল খুনীগ
কথা আপনাগ আমি বলি নাই । ওগোর ডরে মিছাকথা বলছি । মিথ্যা সাক্ষী দিছি ।
নিরীহ, নিরপরাধ একজন মানুষেরে ফাঁসাইয়া দিছি । আসল অন্যায় যারা করল,
যারা আমার ফেরেশতার মতন সাহেবেরে খুন করল তাগোরে কিছু করতে পারলাম
না । আ হা হা হা ।

boighar.com

কথা বলতে বলতে কখন উঠে দাঁড়িয়েছে ঝুনা মিয়া সে নিজে তা টের পায়নি। আবেগ উত্তেজনায় কী রকম দিশেহারা সে।

ঝুনা নরম গলায় বলল, বসুন আপনি। বসুন।

শামা বলল, ভূতমামা, আমার খিদা লাগছে। কফি আর স্যান্ডউইচ দিতে বলো।

ফোন তুলতে গিয়ে ঝুনাৰ দিকে তাকালো মামুন। তুমি?

আমি স্যান্ডউইচ খাব না। শুধু কফি।

স্যান্ডউইচ আৱ কফিৰ অৰ্ডাৰ দিয়ে ঝুনা মিয়াৰ দিকে তাকালো মামুন। আচমকা বলল, ঝুনা মিয়া, ওসময় তোমাকে ছুটি নিতে কে বলেছিল?

ঝুনা মিয়া অপলক চোখে মামুনেৰ দিকে তাকালো। খবিৰ সাহেব।

আমি তাকে বলতাম খবিস সাহেব।

জি জি। আমার মনে আছে। আমারে বলতেন ঝুনা নারিকেল।

একথা শুনে হেসে ফেলাৰ কথা শামাৰ। কিন্তু সে হাসল না। রঞ্জমেৰ পৱিষ্ঠেষটা এখন বেশ গঞ্জিৰ।

ঝুনা বলল, ছুটি নিয়ে আপনি কি সত্যি সত্যি দেশে চলে গিয়েছিলেন? না। দেশে যাই নাই।

তাহলে কোথায় গিয়েছিলেন?

নারায়ণগঞ্জ চলে গেছিলাম।

কার কাছে?

আমার এক আঘীয়েৰ বাসায়। আমার দূৰ সম্পর্কেৰ চাচাতো ভাই মোবারকেৰ বাসায় গেছিলাম।

কেন?

খবিৰ সাহেব বলছিলেন কোথাও গিয়া কয়েকটা দিন যেন আমি কাটাইয়া আসি।

শামা হঠাৎ কৱে বলল, নারায়ণগঞ্জেৰ যে বাড়িতে আপনি ছিলেন, সেই বাড়িটা কি খবিৰ সাহেব চিনতেন?

শামাৰ কথা বলাৰ ভঙ্গি, শুন্দি ভাষা এবং উচ্চারণ শুনে মুঝ হলো ঝুনা। সে মুখ ঘুৱিয়ে শামাৰ দিকে তাকালো। কিন্তু শামা তার দিকে তাকালো না। সে তাকিয়ে আছে ঝুনা মিয়াৰ দিকে।

ঝুনা মিয়া বলল, আমি যখন যাই তখন সে চিনতো না। আমি ঠিকানা দিয়া গেছিলাম। সেই ঠিকানা ধইরা, সাহেব যেদিন খুন হয় তার আগের দিন খবির সাহেব আমার সঙ্গে দেখা করতে গেছিল।

কী জন্য গেল? মানে কী বলতে গিয়েছিল?

বলতে গেছিল আমি যেন কাইল বিকাল ঠিক সাড়ে পাঁচটায় অফিসে গিয়া চুকি। ঠিক সাড়ে পাঁচটায়।

এবং আপনি সেভাবেই গেলেন?

জি।

মামুন বলল, এসব তুমি কেন করেছিলে?

ঝুনা মিয়া মামুনের দিকে তাকালো। তখন পর্যন্ত টাকা পয়সার লোভটা আমার ছিল সাহেব। লোভের জন্যই করছিলাম।

মুন্না বলল, বাবার অফিসে গিয়ে কী দেখলেন আপনি?

সেইটা তো আপনেরা জানেনই।

শামা বলল, বুঝলাম। কিন্তু আসল ঘটনা আপনি কবে জানলেন?

সেইটা আমার মনে আছে। সেইটা আমি বলতে পারবো।

বলেন।

সুমি ম্যাডাম বাড়িতে ডাইকা নিয়া যেদিন আমারে ডর দেখাইলেন, সেদিন। সেইদিনই খবিরের কাছে গিয়া ফাইসা গেলাম আমি।

কী ধরনের ফাঁসা?

সে আমারে কইলো, মিথ্যা সাক্ষী না দিলে আমিও ফাঁসির দড়িতে ঝুলুম।

মামুন একটু নড়েচড়ে বসল, সিগ্রেট ধরালো। এবার আসল ঘটনা বল। কীভাবে হয়েছিলো খুলে বলো।

সাহেবে আপনের জন্য অপেক্ষা করতাছিলেন। আপনে ফোনে বলছিলেন না আপনে তার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন?

হ্যাঁ বলেছিলাম।

তিনি সেইভাবেই অপেক্ষা করতেছিলেন। এই সময় কামাল সাহেব আর খবির সাহেব স্যারের রোমে ঢোকেন।

ঝুনা মিয়া একটা হাঁপ ছাড়ল। তারপর ভাঙাচোরা গলায় বলল, কামাল সাহেব আমার স্যারের মুখ চাইপা ধরছিল, আর ছুরিটা চালায় খবির।

হ্যাঁ, এটাই আসল ঘটনা। কিন্তু আমাকে দেখে কেন তুমি চিৎকার শুরু
করেছিলে, মানে আমি খুন করেছি বলে কেন অমন চিৎকার করেছিলে ?

তখনও তো আমি আসল ঘটনা জানি না সাহেব।

যুন্না বলল, কিন্তু বাবাকে ওরা খুন করেছিল কী কারণে ?

টাকার জন্য বাবাজি, টাকার জন্য।

কিসের টাকা ?

ওই যে বিরাশি লাখ টাকর কাজটা আছিল ! ওই কাজের বেবাক টাকা তো
আছিল আপনের আবার। আমার স্যারের। স্যারের মাইরা পুরা টাকাটা পাইলো
কামাল সাহেব। অর্ধেক পাইলো খবির।

শামা মামুনের দিকে তাকালো। এই দুজন লোককে আমাদের দরকার। এই
দুজন লোককে আমরা চাই।

যুন্না মিয়া বলল, তারা দুজনই যে এখন কোথায় আছে তা তো আমি বলতে
পারব না।

আপনার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই ?

না গো মা। কোনও যোগাযোগ নাই। তবে সাহেব খুন হওয়ার কিছুদিন বাদে
শুনছিলাম তারা দুজন একসঙ্গে বিজিনিস করে।

তাই নাকি ?

জি। তাগো দুজনের বড় একটা হোটেল আছে। বড় বড় বিলডিংও বলে
বানায়। হোটেলের দেখাশুনা করে খবির।

মামুন বলল, হোটেলের নামটা জানতে পারলে কাজ হয়ে যেত।

যুন্না বলল, আপনি ভাববেন না আংকেল। খবিরকে বের করার দায়িত্ব এখন
আমার।



মামুনের ওখান থেকে ফিরেই চিংকার করে মাকে ডাকতে লাগল শামা। মা ওমা
মা, কোথায় তুমি ? মা।

ডাইনিংটেবিলে রাতের খাবার সাজাচ্ছিলেন রানু। মেয়ের চিংকার শুনে চোখ
তুলে তাকালেন। এতো চিংকার করছিস কেন ? এই তো আমি এখানে ? কী
হয়েছে ?

দারণ একটা কাজ হইছে মা। তোমার জন্য দারণ খবর আছে। জোস
খবর। ফাট্টাফাটি খবর।

খবরটা কী ?

আসল তথ্য আমরা বাইর কইরা ফালাইছি।

কিসের আসল তথ্য ?

মুন্নার বাবার খুনের ব্যাপারে আসল তথ্য।

রানু চোখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালেন।

শামা বলল, মুন্নার বাবার আসল হত্যাকারী কারা আমরা সেইটা বাইর কইরা
ফালাইছি। তাঁর অফিসের যে পিয়ন আছিল, ঝুনা মিয়া, ভৃতমামা যেইটারে ঝুনা
নারকেল বলতো, সেই ঝুনা মিয়ার কাছ থেকে সবকথা আমরা আজ বাইর কইরা
ফেলছি।

রানু নির্বিকার গলায় বললেন, কী বলল সে ?

সবই বলল। কীভাবে খুন হইছে, কে কে করছে।

কে কে করেছে ?

এইটা হইল ডিটেকটিভ সিনেমা। আসল খুনীর কথা এখনই তোমারে আমি
বলবো না। তবে একটা কথা বলতে পারি, ভৃতমামা যে নির্দোষ সেইটা প্রমাণিত।

রানু একটা চেয়ারে বসলেন। তাতে আর লাভ কী ?

লাভী কী মানে ?

ফাঁসির রায় তো আর বদলাবে না।

না তা বদলাইবো না । তবে এখনও সময় আছে । কেস রিওপেন করতে হইবো, আপিল করতে হইবো । আপিল করলে কাজ হইবো ।

সত্যি ?

হ্যাঁ । কিন্তু তোমার ভাই আপিল করবো না ।

মানে ?

মানে কী আবার । আপিল সে করবে না ।

কেন ?

আপিল করার আগে কোটে গিয়ে সারেভার করতে হইবো । সারেভার করলে পয়লা জেলে যাইতে হইবো । সে জেল খাটবে এদিকে কেস চলবে । তারপর রায় তার পক্ষে গেলে সে চিরতরে মৃত্যু ।

হ্যাঁ, এরকমই তো হওয়ার কথা ।

কিন্তু ভূতমামা সারেভার করবে না । আমি অনেক বুঝাইছি, রাজি হয় না ।
একটা কাজ করবা মা ?

কী কাজ ?

তুমি আর বাবা দুজনে মিলা ভূতমামারে একটু বুঝাইবা ।

বোঝাব যে পাবো কোথায় ?

পাওয়ার ব্যবস্থা আমি করি ।

তোর বাবা যে ওকে দেখা করতে বলেছিলেন কথাটা তুই বলেছিস ?

বলছি তো ।

শুনে কী বললো ?

বললো আসবো ।

কবে ?

সেইটা তো বলে নাই । আমার মনে হয় সব কাজ গুচ্ছগাছ কইବା তারপর আসবো ।

সব কাজ মানে কী কাজ ?

শামা একটু থতমত খেল তারপর নিজেকে ম্যানেজ করল । তা আমি জানি না । তুমি একটা কাজ করো মা, কাল পরশু আমার সঙ্গে ভূতমামার ওখানে চলো ।
ওখানে গিয়া তারে বুঝাও । আপিল করতে বলো ।

আমি বললেও সে রাজি হবে না । যতই বোঝাই সে কিছুই বুঝতে চাইবে না ।

কেন এমন মনে হয় তোমার ?
রানু কথা বললেন না ।
মায়ের মুখোমুখি বসল শামা । তোমার আচরণে আমি খুবই অবাক হইতেছি
মা ।

কী আচরণ করলাম আমি ?

ভূতমার ব্যাপারে তুমি এত নির্বিকার হয়ে গেছ কেন ?

নিজের কুম থেকে মা মেয়ের কথাবার্তা কানে আসছিল শওকতের । একটা
সময় প্রায় অথর্ব শরীর নিয়ে বিছানা থেকে নামলেন তিনি, অতি কষ্টে শরীর টেনে
দরজার সামনে দাঁড়ালেন । রানু www.boighar.com এবং শামার কথা শুনতে লাগলেন ।

রানু তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন । নির্বিকার হওয়ার অনেক কারণ আছে ।

শামা বলল, কী কারণ কও ।

ঘটনাটা যখন ঘটে তখন মামুন তোর বাবাকে অনেক অনুরোধ করেছিল,
বলেছিল সে নির্দোষ । তোর বাবা যেন ওর পক্ষে দাঁড়ায় । উকিল ধরেন । কিন্তু
মামুনের কথা তোর বাবা শোনেন নি । যদি তখন মামুনের কথা তিনি শুনতেন,
যদি ওর পাশে তখন দাঁড়াতেন তাহলে আজকের মতো তখনই প্রমাণিত হতো খুন
মামুন করেনি । মামুনের জীবন তাহলে এরকম হয় না ।

শামা কথা বলল না, রানুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল ।

রানু উদাস গলায় বললেন, মামুন উধাও হয়ে যাওয়ার পর ওর কথা আমি
ভুলে গিয়েছিলাম । ফিরে আসার পরও আমি আসলে ওর কথা ভুলেই থাকি । ওর
ফাঁসি হলেও যেন কিছুই যায় আসে না আমার, বেঁচে থাকলেও যেন কিছুই যায়
আসে না ।

কথা বলতে বলতে যে চোখের জলে ভাসতে শুরু করেছেন রানু, তিনি তা
টের পাছিলেন না ।



কোনও কোনও রাতে হঠাৎ করেই চা খেতে ইচ্ছে করে সুমির। রাতের খাবার শেষ হবার পর মনে হয় এককাপ চা খাই।

আজও তাই হয়েছে।

খানিক আগে রাতের খাবার শেষ হয়েছে এই বাড়িতে। খাওয়া দাওয়া শেষ করে মুন্না চলে গেছে মুন্নার রংমে। বাবু বাবুর রংমে। সুমি আর আনিস বসেছে তাদের বেড রংমের সঙ্গের বারান্দায়। কোনও কোনও রাতে ঘুমাবার আগে এভাবে বারান্দায় বসে তারা।

আজ বসার পর সুমির হঠাৎ চা খেতে ইচ্ছে করল। আনিসের দিকে তাকিয়ে আচমকা বলল, চা খাবে ?

আনিস একটু থতমত খেল। চা ?

হ্যাঁ।

এখন চা খাবো কেন ?

আমার খেতে ইচ্ছে করছে। আমি এখন এককাপ চা খাবো। তুমি খেলে তোমার জন্যও বানাতে বলি।

আনিস জানে তার স্ত্রী রত্নটির নানা ধরনের ব্যাপার স্যাপার আছে। কখন যে কী মনে হবে তার বোৰা মুশকিল। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্ৰেই স্ত্রীর সঙ্গে তাল দিয়ে যায় সে।

এখনও দিল। ঠিক আছে, চলো যাই। তবে এতরাতে চা খেলে আমার একটু অসুবিধা হয়।

কী অসুবিধা ?

ঘুমের। ঘুমটা সহজে আসতে চায় না। চা তো আসলে ঘুমনাশনী। অর্থাৎ চা খেলে ঘুম পালায়। স্কুল কলেজে যাওয়ার সময়, পরীক্ষার আগে যখন রাত জেগে পড়তে হতো, তখন মাঝেরাতে যখন পড়তে পড়তে ঘুমে ঢলে পড়তাম তখন চা খেতাম। তাতে ঘুম পালাতো।

আমার ওইসব অসুবিধা নেই।

তা জানি ।

তাহলে তোমার এখন চা খাওয়ার দরকার নেই । আমি থাই ।

না না আমিও থাই ।

কেন ? ঘুমের অসুবিধা হলে তুমি থাবে কেন ?

তোমাকে একটু সঙ্গ দেয়া আর কী ? যাও দুকাপ চায়ের কথা বলে আসো ।

কিন্তু সুমি উঠল না । গলা সামান্য তুলে কাজের মেয়েটিকে ডাকল । আসিয়া, দুকাপ চা দে ।

তারপর আনিসের দিকে তাকালো । আমার জন্য অনেক স্যাক্রিফাইস করতে হয় তোমাকে, না ?

কী রকম ?

এই যে আমার মতলব মতো চলো ।

এটাই তো বুদ্ধিমান লোকের লক্ষণ । বুদ্ধিমান লোকরা বউর মতলব মতোই চলে । তাতে অনেক লাভ । সংসারের অশান্তি মনোমালিন্য এসব এড়ানো যায় ।

তোমার সঙ্গে আমার কি কোনও অশান্তি কখনও হয়েছে ? বা মনোমালিন্য ?

না হয়নি । হয়নি তো এই কারণেই । আমি তোমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছি । তাছাড়া ওসব অশান্তি আমাদের হবেই বা কেন ? আমরা দুজন তো দুজনার কাছে জলের মতো পরিষ্কার । আমরা তো কেউ কারও কাছে কিছু লুকাইনি । আমাদের কোনও লুকোছাপা, ঘোরপঁয়াচ, ছলচাতুরী এসব নেই ।

সুমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল । তুমি আসলে খুব ভাল মানুষ ।

তুমিও ভাল মানুষ । খুবই ভাল মানুষ তুমি । তোমাকে নিয়ে ভাবলে তোমার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যায় । কেন কথাগুলো আমি বলছি তুমি তা ভালো করেই জানো । বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমি করব না ।

আসিয়া এসময় চা নিয়ে এলো । দুজন দুকাপ চা নিল ।

চায়ে চুমুক দিয়ে সুমি বলল, আজ আমাদের বাড়িতে একজন মানুষ এসেছিল ।

আনিসও চায়ে চুমুক দিল । কে ?

মায়নের ভাগী । শামা ।

তাই নাকি ? হঠাৎ ?

এসেছিল একটা খবর দিতে ।

কী ধরনের খবর ?

ভাইয়ের অফিসে যে পিয়ন ছিল...

মানে মুন্দার বাবার অফিসের কথা বলছ ?
হ্যাঁ।

লোকটির কথা আমি জানি তো! নামটাও মনে আছে। ঝুনা মিয়া।

তুমি দারুণ শার্প লোক। লোকটির নাম ঝুনা মিয়া। তাকে খুঁজে বের করা হয়েছে।

বলো কী! তাহলে তো দারুণ একটা কাজ হয়েছে। ওই ক্যাসেট শুনে আমি বুঝেছিলাম, এই লোকটা অনেক কিছু জানে।

আমারও তাই ধারণা।

ঝুনা মিয়াকে যদি প্রধান সাক্ষী করা যায় তাহলে কেসটা মামুন সাহেবের ফেবারে চলে আসবে। মামুন সাহেবের উচিত আপিল করা।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যে আসলে কী করতে চাইছে।

আমি বুঝতে পারছি।

কী বুঝতে পারছ বলো তো ?

আইনটা সে নিজের হাতে তুলে নিতে চাচ্ছে।

মানে ?

মানে প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছে। আসল অপরাধীদের খুঁজে বের করে, সিনেমাতে যেমন হয় না, ওরকম কিছু একটা করতে চাইছে।

কিন্তু সেটা তো ঠিক হবে না।

হ্যাঁ, মোটেই ঠিক হবে না। তার মন থেকে এই প্রতিশোধ স্পৃহাটা মুছে ফেলতে হবে। তোমাকে বললাম তুমি তার সঙ্গে এইসব বিষয়ে কথা বলো, তুমি বললে না। একটু দেখ না বলে। আমরা যখন সব বুঝতে পারছি, আমাদের তো চেষ্টা করা উচিত।

চায়ের কাপ হাতে উদাস হয়ে রইল সুমি। কথা বলল না।



এই হোটেলের নাম ‘স্বপনপুরী’।

গুলশান দুনশ্বর এলাকার একটু ভেতর দিকে, বেশ নিরিবিলি ছিমছাম পরিবেশে হোটেল। হোটেলে বিদেশী বোর্ডারের সংখ্যা বেশি। বিশেষ করে গার্মেন্টস ব্যবসায়ের বিদেশী বায়াররা এসে স্বপনপুরীতে থাকতে পছন্দ করে। তাদের মনোরঞ্জনের প্রায় সব ব্যবস্থাই এখানে আছে। খুবই সিকিউরড হোটেল। পুলিশ ঝামেলা একদমই নেই। আর অসাধারণ একটি রেস্টুরেন্ট আছে। খুবই জনপ্রিয় রেস্টুরেন্ট। বাইরের কাষ্টমাররা দল বেঁধে আসে রেস্টুরেন্টে। রেস্টুরেন্টের বিজনেসটা এই হোটেলের প্রধান বিজনেস।

হোটেলের দুজন মালিকের একজন চেয়ারম্যান আরেকজন এমডি। চেয়ারম্যানের নাম কামাল চৌধুরী, এমডির নাম খবিরউদ্দিন। তাদের কনস্ট্রাকশনের বিজনেসও আছে। সেই কোম্পানির নাম ‘ফ্রেন্স ইন্টারন্যাশনাল’। ফ্রেন্স ইন্টারন্যাশনালের অফিস ধানমণ্ডিতে। www.boighar.com

আজ সকাল এগারোটার দিকে খবিরউদ্দিন সাহেব এসেছেন স্বপনপুরীতে। গ্রাউন্ড ফ্লোরে চমৎকার অফিস রুম তাঁর। সেই রুমে এসে ঢুকেছেন। তাঁর পরনে কালো স্যুট, পায়ে কালো জুতো। হালকা গোলাপি রংয়ের শার্টের সঙ্গে প্রায় একই রংয়ের টাই। তার কপাল বেশ চওড়া। অর্থাৎ টাকটা পড়তে শুরু করেছে মাথার সামনের দিক থেকে। চুল যা আছে তার বেশির ভাগই পাকা। কী যেন কী কারণে কলপটা তিনি ব্যবহার করেন না।

খবিরউদ্দিনের ব্ল্যাক কফি খাওয়ার অভ্যেস। রুমে ঢুকেই কফির অর্ডার দিয়েছেন তিনি। বেয়ারা কফি নিয়ে আসতেই তিনি বললেন, রেস্টুরেন্ট ম্যানেজারকে ডাকো।

রেস্টুরেন্ট ম্যানেজারের নাম আলমগীর। মুহূর্তেই সে চলো এলো। তার পরনে কালো স্যুট সাদা শার্ট আর লাল টাই। লম্বা চওড়া, একটু কালোপানা আলমগীর চোখে পড়ার মতো মানুষ। চেহারায় তেজি একটা ভাব আছে। তাকে দেখেই গভীর গলায় খবিরউদ্দিন বললেন, রেস্টুরেন্টের ব্যাপারে আমি খুবই হতাশ আলমগীর সাহেব।

আলমগীর একটা ধাক্কা মতন খেল । কেন স্যার ?

বিক্রি খুব খারাপ ।

কথাটা যেন বুঝতে পারল না আলমগীর । বলল, জি ?

তারপরই নিজেকে সামলালো । না, না তো স্যার । আমাদের বিক্রি তো খারাপ না ।

অবশ্যই খারাপ ।

না স্যার । আমি যতদূর জানি তাতে আমাদের রেস্টুরেন্টের বিক্রি খুবই ভাল ।

আপনি ভুল জানেন । যে-কোনও বিজনেসের ম্যানেজাররাই আপনার ভাষায় কথা বলে । বিজনেসের ভাল মন্দটা, লাভ লোকসান্টা তারা বুঝতে চায় না । তারা শুধু মালিককে তোয়াজ করে কীভাবে চাকরিটা বজায় রাখবে ।

আলমগীর মুখ কালো করে বলে, আমাকে তাহলে আপনি ভুল বুঝেছেন স্যার ।

খবিরউদ্দিন কফিতে চুমুক দিলেন । কী ভুল বুঝলাম ?

আমি ওরকম না ।

আপনি তাহলে কী রকম ?

এই চাকরিটা না করলে আমার তেমন কোনও ক্ষতি হবে না ।

তাই নাকি ?

জি । আমাকে না খেয়ে থাকতে হবে না । আমি তেমন দরিদ্র ধরনের মানুষ না ।

তাহলে চাকরিটা আপনি করছেন কেন ? ছেড়ে দিন ।

ওকে স্যার, ছেড়ে দিলাম । এখুনি রেজিগনেশান লেটার দিয়ে দিচ্ছি ।

তেজি মুখে দরজার দিকে পা বাড়াল আলমগীর । খবিরউদ্দিন তাকে ডাকলেন । দাঁড়ান ।

আলমগীর ঘুড়ে দাঁড়াল ।

চেয়ার ছেড়ে উঠলেন খবিরউদ্দিন । আলমগীরের সামনে এসে তার কাঁধে হাত দিলেন । আমি আপনাকে একটু পরীক্ষা করলাম ।

জি ?

হ্যাঁ । আপনার কাজে আমি ড্যাম স্যাটিসফায়েড । এই এলাকায় আমাদের রেস্টুরেন্টের বিক্রিই সবচাইতে ভাল । বিজনেস ইজ ভেরি গুড ।

সঙ্গে সঙ্গে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে গেল আলমগীরের। বিগলিত গলায় সে বলল,
থ্যাক্ষ উই স্যার। থ্যাক্ষ ইউ ভেরি মাচ।

ইউ ওয়েলকাম। শুনুন, আমি হেড অফিসে থাকবো। দরকার হলে ফোন
করবেন। ল্যান্ডফোনে না পেলে মোবাইলে করবেন।

ওকে স্যার।



কামাল চৌধুরী টেলিফোনে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। বিজনেস এখন আর ভাল লাগছে না, বুঝলে।

ওপাশ থেকে স্ত্রী বললেন, বুঝলাম। কিন্তু কেন?

অনেক তো করলাম।

তা করেছ। বিজনেস করে একজন মানুষ জীবনে যা যা করে বা করতে চায় তার সবই তুমি করে ফেলেছ।

হ্যাঁ, গুলশানে এক বিঘার ওপর বাড়ি, দামি দামি গাড়ি। একটা পাজেরো, একটা নিশান পেট্রোল, দুটো তুলনামূলকভাবে কমদামি টয়োটা। দুটো ছেলেই বিদেশে পড়ছে। একজন আমেরিকায়, একজন অস্ট্রেলিয়ায়।

আমাকে গয়নাও কিনে দিয়েছ অনেক।

হঠাৎ গয়নার কথা তুলছ কেন?

তুললাম আর কী!

তবে তোমার একসময় গয়নার খুব শখ ছিল। আমি ব্যাংকে কাজ করতাম, বিয়ের পর একটিও ভাল গয়না তোমাকে কিনে দিতে পারিনি।

বরং বাবার বাড়ি থেকে বিয়েতে আমাকে যে একসেট গয়না দিয়েছিল সেটাও বিক্রি করে ফেলেছিলে।

কেন বিক্রি করেছিলাম তোমার মনে নেই?

থাকবে না কেন? আছে। কী কী সব বিজনেস করতে গিয়েছিলে। তখন তোমার এমন অবস্থা যেটাই করতে যাও, সেটাই ফেইল করো।

এমন অবস্থা মানুষের জীবনে কখনও কখনও যায়, যা ধরতে চায় তাই হাত থেকে ফসকে যায়। এটাকে বলে শনিরদশা, গ্রহের ফের। আমার তখন শনিরদশা কিংবা ওই গ্রহের ফের চলছিল। শনিরদশা কাটলো...

থাক ওসব কথা।

ঠিকই বলেছ। ওসব কথা থাক। কিন্তু গয়নার ব্যাপারটা তোমাকে আমি সুন্দে আসলে মিটিয়ে দিয়েছি।

তা দিয়েছ ।

লক্ষ লক্ষ টাকার গয়না তোমাকে আমি কিনে দিয়েছি । তোমার একাউন্টে দশ বিশ লাখ টাকা থাকেই, ক্রেডিট কার্ড আছে চার পাঁচ লাখ টাকার, যখন ইচ্ছা তখনই গয়না কিনছো তুমি ।

আরে এসব তো তোমার ছেলেদের কাজেই লাগবে । ছেলের বউদেরকে সব গয়না দিয়ে যাব আমি । www.boighar.com

কোথায় যাবে ?

স্ত্রী হাসলেন । মরে যেতে হবে না একদিন । আমি মৃত্যুর কথা বলছি ।

কামাল সাহেব একটু গভীর হলেন । মৃত্যুর কথা বলো না । আমার বুকটা কাঁপে । এই বয়সে মৃত্যুর কথা ভুলে থাকতে হয়, নয়তো কোনও কাজ করার শক্তি থাকে না ।

কিন্তু এই বয়সেই মৃত্যুর কথা বেশি মনে হয় ।

তা ঠিক ।

অবশ্য এখন আমাদের মরে যেতেই বা অসুবিধা কী ! দুই ছেলের ভবিষ্যৎ তো তৈরি । রাজার হালে জীবন যাবে তাদের ।

কামাল সাহেব চুপ করে রইলেন ।

স্ত্রী বললেন, অফিসে তোমার কোনও কাজ নেই ?

থাকবে না কেন ? www.boighar.com

তাহলে আমার সঙ্গে যে ফোনে গ্যাজাছে ?

কামাল সাহেব হাসলেন । কখনও কখনও আপন স্ত্রীর সঙ্গে ফোনে গল্প করতে খুব ভাল লাগে । মনে হয় আপন স্ত্রীর সঙ্গে নয়, অন্য কারও স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করছি ।

এই কী বলছ ?

একটু মজা করলাম । আসলে তোমার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে কেন যেন খুব ইচ্ছে করছিল । এজন্য অফিসে এসেই তোমাকে ফোন করলাম ।

এসময় অন্য একটা টেলিফোন বাজল । কামাল সাহেব স্ত্রীকে বললেন, অনেকক্ষণ গ্যাজালাম, এবার একটু কাজ করি ।

ঠিক আছে ।

স্ত্রীর ফোন রেখে অন্য ফোনটা ধরলেন তিনি । হ্যালো ।

অপারেটর মেয়েটি বলল, স্যার, ফ্ল্যাটের ব্যাপারে এক ভদ্রলোক কথা বলতে চান ।

দাও ।

অপারেটর কানেকশান দিল । কামাল সাহেব বললেন, হ্যালো ।

ওপাশ থেকে ভদ্রলোক সালাম দিলেন । স্লামালেকুম ।

ওয়ালাইকুম সালাম ।

কামাল সাহেব বলছেন ?

জি বলছি ।

আমি আপনার কোম্পানির এ্যাড দেখে ফোন করলাম । ফ্ল্যাটের ব্যাপারে ।

কিন্তু ফ্ল্যাট তো আছে মাত্র একটা ।

তাই নাকি ? সব বিক্রি হয়ে গেছে ?

জি । আমাদের কোম্পানির গুড উইল এমন, ফ্ল্যাট তৈরি হওয়ার আগেই সব বিক্রি হয়ে যায় । যে ফ্ল্যাটটা এখন আছে সেটাও বিক্রি হয়ে গিয়েছিল । যে ভদ্রলোক কিনেছিলেন তিনি হঠাত করেই কানাডার ইমিগ্রান্ট হয়ে গেছেন । এজন্য ওটা ছেড়ে দিয়েছেন । আপনি ইন্টারেষ্টেড ?

জি ভাই ।

তাহলে আমাদের অফিসে আসুন । সেলস ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলুন । বাইশশো টাকা স্কয়ার ফিট । ছেষটি লাখ । ওকে । থ্যাক্স ।

কামাল সাহেবের কথা শেষ হওয়ার আগেই এই ঝর্মে এসে চুকেছেন খবরিউদ্দিন । কামাল সাহেবের শেষ দিককার কথাগুলো শুনেছেন । এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবার বসতে বসতে বললেন, এতোগুলো ফ্ল্যাট খালি আর আপনি বলছেন মাত্র একটি ?

কামাল সাহেব হাসলেন । নাহ, এত এত বছরেও তোমাকে আমি বিজনেসম্যান বানাতে পারলাম না ।

কেন ?

তোমার হয়নি কিছুই । আরে এটা একটা বিজনেস স্ট্র্যাটেজি । হাউজিংয়ের বিজনেসে এটা একটা ট্রিকস । পলিসি । বারোটা ফ্ল্যাটের মধ্যে মাত্র একটা বাকি আছে শুনলে লোকে ভাববে এই কোম্পানির ফ্ল্যাটের খুব ডিমান্ড । ফ্ল্যাট বিক্রি করতে সুবিধা হয় ।

বুঝলাম । কিন্তু আমার বাড়িটা তো হচ্ছে না ।

হচ্ছে না হবে ।

কবে হবে ? একসঙ্গে পুট কিনলাম, আপনি ঠিকই বাড়ি করে ফেললেন,
আটকে গেলাম আমি ।

আটকে গেছ, ছুটে যাবে ।

না না ফান না । এসব নিয়ে বাড়িতে একটু অশান্তি হচ্ছে । আমার মিসেস
কথা শোনাচ্ছে, ছেলেমেয়েরা কথা শোনাচ্ছে ।

কী ধরনের কথা শোনায় ?

থাক ওসব কথা ।

থাকবে কেন ? শুনি ।

এই তো, এক পার্টনারের সবকিছু হয়ে গেল, আরেকজনের কিছুই হচ্ছে না ।

কামাল সাহেব তাঁর রিভলবিং চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন । তাঁর পরনে বিস্কিট
রংয়ের খুবই দামি স্যুট, সাদা শার্টের সঙ্গে খয়েরি রংয়ের টাই । তাঁর মাথায় চুল
এখন বলতে গেলে নেইই । বহুদিন ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছেন । এখন নিয়মিত
ইনসুলিন নিতে হয় । শরীরে হোতকাভাব এখনও আছে । বিমকালো মুখের দিকে
তীক্ষ্ণচোখে তাকালে বোঝা যায় যতই স্যুটটাই পরে থাকুক না কেন ভেতরে
ভেতরে শরীরটা তার ভাল নেই । হাতের প্রবলেমও আছে । গত বছর সিঙ্গাপুরে
গিয়ে বাইপাস করিয়ে এসেছেন । আগের মতো দরদর করে এখন আর ঘামেন না,
তবে গরমটা সহ্যও করতে পারেন না । রুমে সবসময় স্প্লিট চলে ।

এখন চলছিল । তারপরও যেন গরম লাগছে তাঁর । উঠে কোট খুললেন তিনি,
স্ট্যান্ডে কোট রেখে খবিরউদ্দিনকে ম্যানেজ করার গলায় বললেন, মিসেসকে
বোঝাও, এত অধৈর্য হওয়ার কিছু নেই । সবুরে মেওয়া ফলে । ফ্ল্যাটগুলো বিক্রি
হলেই বাড়ি করার টাকা তোমাকে আমি দিয়ে দেব । মানে ব্যাংকের লোনটা একটু
সামাল দিয়ে আবার একটা বড়লোন নিয়ে দরকার হলে পুরোটা তোমাকে দিয়ে
দেব ।

খবিরউদ্দিন মুখ কালো করে বললেন, আমি এসব বুঝি । কিন্তু মহিলারা তো
আর বুঝতে চায় না । নিজে তো বোঝেই না আবার বাচ্চা-কাচ্চাদেরকে উসকায় ।
আর ভাই বাচ্চা কাচ্চারা তো দেখি সবই মায়ের পক্ষে । বাপের পক্ষে দেখি কেউ
থাকে না ।

এটাই জগতের নিয়ম । বাপ যত টাকা পয়সা রোজগার করেই
ছেলেমেয়েদের সুখে রাখুক না কেন, ছেলেমেয়েরা সবসময় কথা বলে মায়ের
পক্ষে । মায়ের অন্যায় বেশিরভাগ সন্তানের কাছেই কোনও অন্যায় না । বাপের
ছেট অন্যায়ও বিরাট অন্যায় ।

আবার চেয়ারে বসলেন কামাল সাহেব। শোন খবির, বউ ম্যানেজ করা খুবই
সহজ কাজ।

বলেন কী? আমার তো মনে হয় বউ ম্যানেজ করাই পৃথিবীর সবচাইতে
কঠিন কাজ।

আরে না বোকা। বউদের পালসটা তোমাকে বুঝতে হবে। বউরা হচ্ছে শাড়ি
এবং গয়নার পাগল। তোমার ভাষীর সঙ্গে আমার কখনও মনোমালিন্য হয় না
কেন জানো?

কেন বলেন তো?

যখনই দেখি সে একটু বিগড়াচ্ছে তখনই একটা গয়না কিনে দেই। ব্যাস,
মামলা ডিসমিস।

খবির হাসল। তার মানে আমাকেও তাই করতে বলছেন।

অফকোর্স। যখনই দেখবে বউ একটু বিগড়াচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে যাবে।
তারপর বাড়ি থেকে বেরিয়ে কাজকাম সেরে ফেরার সময় একটা শাড়ি আর
নয়তো একটা দুটো গয়না কিনে ফিরবে। দেখবে মুহূর্তে সব ঠিক হয়ে গেছে।
বউদের ক্ষেত্রে শাড়ি গয়না হচ্ছে সাপের মন্ত্রের মতো। যতই ফণা তুলে থাক,
চোখের সামনে শাড়ি গয়না দেখলে ফণা নামাতে বাধ্য।

কামাল সাহেবের কথা শুনে হাসতে লাগল খবির।



শওকতের গলার সামনে ন্যাপকিন গঁজে দিয়েছেন রানু ।

খাটে হেলান দিয়ে বসে আছেন শওকত । তাঁর বুকের কাছে বসে চামচে করে রাতের খাবার খাইয়ে দিচ্ছেন রানু । নরম ভাত, সবজি আর কচি মুরগির ঝোল ।

শওকত আজ একটু উদাস হয়ে আছেন । আনমনা ভঙ্গিতে খাচ্ছেন । সাধারণত খাওয়ার সময় টুকটাক কথা বলেন তিনি । আজ একদমই কিছু বলছেন না ।

ব্যাপারটা খেয়াল করলেন রানু । বললেন, কী হয়েছে ?

শওকত রানুর দিকে তাকালেন । কিছু হয়নি ।

এত চুপচাপ হয়ে আছ কেন ?

এমনি ।

না এমনি না । নিশ্চয় কোনও কারণ আছে ।

হ্যাঁ একটা কারণ আছে ।

কী বলো তো ।

আমি একটু বাড়ি থেকে বেরুতে চাই ।

মানে ? কোথায় যেতে চাও ? ডাক্তারের কাছে ? তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে ?

না না ওসব কিছু না ।

তাহলে ?

শওকতের মুখে আবার খাবার তুলে দিলেন রানু । অলস ভঙ্গিতে খাবারটা খেলেন শওকত । আমি একটু মামুনের ওখানে যেতে চাই ।

রানু চমকালেন । কী ? কোথায় যেতে চাও ?

মামুনের ওখানে ।

কেন ?

ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই ।

শওকতের মুখে আবার খাবার তুলে দিলেন রানু। কোনও মানে আছে এসবের ?

আছে। অবশ্যই মানে আছে।

আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো তো মানেটা কী ?

আমি বুঝে গেছি এই বাড়িতে সে আর কখনও আসবে না।

কী করে বুবলে ?

শওকত একটু বিরক্ত হলেন। কী ছেলেমানুষি প্রশ্ন ? বুঝবো না ? একবার না, দুদ্বার তাকে আমি এই বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি। বের করা কী, প্রায় দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি। একবার সতেরো আঠারো বছর আগে, একবার সতেরো আঠারো বছর পরে, এই সেদিন। একবার তাড়িয়েছি সরাসরি, আরেকবার তোমার মাধ্যমে। আমি আমার এই অপরাধটা কাটাতে চাই।

শওকতের কথা শুনে তাঁকে খাওয়াতে ভুলে গেলেন রানু। খাবারের প্লেট চামচ হাতে অপলক চোখে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এটা কোনও অপরাধ না। তুমি যা ভাল বুঝেছ তাই করেছ।

শওকত গঞ্জির গলায় বললেন, কেন অথবা আমাকে খুশি করার চেষ্টা করছ। কোথায় অথবা খুশি করছি ?

হ্যাঁ করছ। রানু, শামাকে তুমি যা যা বলেছ, আমি সব শুনেছি।

রানু চমকালেন। কখন শুনলে ? কীভাবে ?

যেভাবেই হোক শুনেছি।

একটু থামলেন শওকত। তারপর বললেন, আসলে মানুষ হিসেবে আমি খুব খারাপ।

কী আবোল তাবোল কথা বলছ ?

আবোল তাবোল না, সত্যকথা বলছি।

এখন এত কথার দরকার নেই। যাও।

শওকতের মুখে খাবার তুলে দিতে গেলেন রানু, হাত তুলে চামচটা সরিয়ে দিলেন শওকত। আর খাব না।

আরে তোমার খাওয়াই তো হয়নি।

যেটুকু হয়েছে, চলবে। খেতে ইচ্ছা করছে না। পানি দাও।

রানু পানি দিলেন। পানি খেয়ে ন্যাপকিনে মুখ মুছলেন শওকত। খাবারের প্লেট চামচ বেডসাইডে রেখে দিলেন রানু, ন্যাপকিনটা খুলে রাখলেন প্লেটের পাশে।

শওকত বললেন, সত্যি মানুষ হিসেবে আমি খুব খারাপ। আমার জন্য অনেক করেছ তুমি। অনেক। নিজের একমাত্র ভাইটিকে জীবন থেকে সরিয়ে দিয়েছ আমার জন্য। কিন্তু আমি তো তোমার জন্য কিছু করিনি।

রানু মাথা নিচু করে বললেন, করনি কথাটা ঠিক না। করেছ, তুমিও করেছ।
কী করেছি?

স্বামী হিসেবে সংসারের জন্য যা যা করার সবই করেছ।
ওসব সবাই করে।

তবু তোমার ব্যাপারে আমার কোনও অভিযোগ নেই।

অভিযোগ নেই, অভিমান আছে।

রানু কথা বললেন না। অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন।

শওকত বললেন, তোমার অভিমানটা আমি বুঝি।

রানু ম্লান, দুঃখী মুখে হাসলেন। বোঝ?

হ্যাঁ বুঝি। কিন্তু আমার বড় দেরি হয়ে গেছে রানু। ইচ্ছা করলেও তোমার হারিয়ে যাওয়া সময় এবং সম্পদ, তোমার একমাত্র ভাইটি, যেই ভাইটিকে আমি আর তোমাকে ফিরিয়ে দিতে পারব না।

শওকতের কথা শুনে জলে চোখ ভরে এলো রানুর। মাথা নিচু করে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন তিনি।

হাত বাড়িয়ে রানুর একটা হাত ধরলেন শওকত। আমি একটা শেষ চেষ্টা করতে চাই। তোমার জন্য আমি একটা শেষ চেষ্টা করতে চাই। তুমি আমাকে একটু মামুনের কাছে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো।

কথা বলতে বলতে শেষ দিকে গলা ধরে এলো শওকতের। রানু কানাভেজা মুখ তুলে তার দিকে তাকালেন, দুহাতে আঁকড়ে ধরলেন শওকতের হাত। এমন করে বলো না, এমন করে বলো না তুমি। আমার খুব কষ্ট হয়, খুব কষ্ট হয়। মামুনের ব্যাপারে সবসময় আমি তোমার কাছে খুব কৃতজ্ঞ ছিলাম। তারপরও আমার বলতে কোনও দ্বিধা নেই, একদিন যেভাবে তাকে তুমি বুকে তুলে নিয়েছিলে, আরেকদিন চরম বিপদের সময় তাকে তুমি বুক থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছ।

হ্যাঁ, আমি তাই করেছি। সত্যি আমি তাই করেছি। এটা আমার জীবনের সবচাইতে বড় অন্যায়। যে মুহূর্তে আমাকে সবচাইতে বেশি দরকার ছিল মামুনের সেই মুহূর্তেই আমি তাকে ছুড়ে ফেলেছি।

আঁচলে চোখ মুছলেন রানু। এটা তোমার দোষ না।

কী বলছ তুমি! দোষ না মানে?

আমি ঠিকই বলছি। দোষ আসলে কারওই না, দোষ মামুনের নিয়তির।
নিয়তি যেভাবে ওর জীবন চালিয়েছে, নিয়তি যা চেয়েছে তাই হয়েছে।

একটা পর্যায়ে মানুষ অবশ্য এইভাবেই বলে। যখন সব ঘটনা ঘটে যায়,
যখন সব শেষ হয়ে যায়, মানুষ তখন সব ঘটনার দায়ভার চাপিয়ে দেয় নিয়তির
ওপর।

www.boighar.com

এছাড়া আর কী করার থাকে বলো?

তাও ঠিক। কিছুই করার থাকে না। আবার করার থাকেও।

কী করার থাকে বলো তো? ধরো এখন তুমি মামুনের সঙ্গে দেখা করতে
চাইছো, কথা বলতে চাইছো তাতে কি আসলে মামুনের কোনও উপকার হবে?

ওর না হলেও আমার হবে।

কী রকম?

আমি আমার অন্যায় মামুনের কাছে স্বীকার করলে এক ধরনের মানসিক
শান্তি পাবো। এটাই আমার লাভ। আমার বুক থেকে একটা পাথর নেমে যাবে।
খুব সূক্ষ্মভাবে ভাবলে মামুনেরও একটা লাভ আছে।

তোমার কথাটা আমি বুঝতে পারলাম না।

আমি যখন ওর কাছে আমার অন্যায় স্বীকার করবো তখন ও এক ধরনের
মানসিক শান্তি পাবে। এই ভেবে পাবে যে, যাক দুলভাই তাঁর অন্যায়টা শেষ
পর্যন্ত স্বীকার করলেন। এই আর কী!

আঁচলে ভাল করে মুখটা মুছলেন রানু। ঠিক আছে, তুমি যা চাইবে তাই
হবে। তবে তোমাকে মামুনের কাছে যেতে হবে না। আমি শামাকে বলব যেমন
করে পারে মামুনকে যেন এই বাড়িতে নিয়ে আসে। ও না পারলে আমি যাব
মামুনের ওখানে। ওকে এনে তোমার সামনে দাঁড় করাবো। তবু মনের দিক দিয়ে
তুমি ভাল থাকো। তোমার মনে স্বত্ত্ব ফিরে আসুক। তোমার বুকের পাথর নেমে
যাক।



ମୁର୍ମୂର୍ମୁ ଭଙ୍ଗିତେ ବିଛନାୟ ଶୁଯେ ଆହେ ମାମୁନ ।

ଶାମା ଏସେ ଢୋକାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠେ ବସତେ ଗେଲ ସେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଠେ ବସତେଓ ଯେନ ଏକଟୁ କଷ୍ଟ ହଲୋ ତାର । ବ୍ୟାପାରଟା ଖେଳାଳ କରଲ ନା ଶାମା ।

ମାମୁନ ବଲଲ, ଆମି ଆଗେଇ ବୁଝେଛିଲାମ ଖୁଣ୍ଡଟା ଏଇଭାବେ ହେଁଯେଛେ । ଆମି ଯେଭାବେ ଭେବେଛି ଦେଖିଲାମ ଝୁନା ମିଯାଓ ସେଭାବେଇ ବଲଲ । ନିଜେର ଚିନ୍ତାଟା ଆମାର ଏକଦମ ମିଲେ ଗେଛେ । ହବହୁ ମିଲେ ଗେଛେ ।

ଶାମା ଏକଟା ସୋଫାଯ ବସେ ବଲଲ, କିନ୍ତୁ ଆମି ଆଜ ଆସଛି ତୋମାକେ ଅନ୍ୟ ଏକଟା କଥା ବଲତେ ।

କୀ କଥା ?

ଏମନ କିଛୁ ନା । ପରେ ବଲଲେଓ ହଇବୋ । ଏଥନ ତୋମାର କଥା ବଲୋ, ଶୁଣି ।

ବିଛନା ଥେକେ ନେମେ ସୋଫାଯ ବସଲ ମାମୁନ । ସିଥ୍ରେଟ ଧରାଳ । ଦୁଲାର ଖୁନ ହେଁଯାର ପେଛନେ ଯେ ଟାକା ସେଟାଓ ଆମି ବୁଝେ ଗିଯେଛିଲାମ । କାମାଲ, ଖବିର ଆର ଝୁନା ମିଯାର କାହୁ ଥେକେ ସୁମି ଓସମୟ ଯେଭାବେ କଥା ବେର କରାର ଚେଷ୍ଟା କରେଛିଲ, ମାନେ ଯେସବ କଥା ଅନୁମାନ କରେ ସେ ବଲେଛିଲ, ଝୁନା ମିଯାର କଥା ଶୁନେ ବୋବା ଗେଲ ହବହୁ ତାଇ ଘଟେଛେ ।

ମାମୁନ ସିଥ୍ରେଟେ ଟାନ ଦିଲ । ଅତି ସରଲ ଏକଟି ହତ୍ୟକାଣ ଜୀବନଟା ଧ୍ୱଂସ କରେ ଦିଲ ଆମାର ।

ଏକଥାର ପରଇ ମାମୁନକେ ଖୁଟିଯେ ଖୁଟିଯେ ଦେଖତେ ଲାଗଲ ଶାମା । ଦେଖତେ ଦେଖତେ ଚମକେ ଉଠଲ । ଆରେ, ଆମି ତୋ ଖେଲାଳ କରି ନାହିଁ । କୀ ହଇଛେ ଭୂତମାମା ?

ମାମୁନ ଶାମାର ଦିକେ ତାକାଲୋ । କହି ? କିଛୁ ହୟନି ତୋ !

ତୋମାରେ ଏମୁନ ଦେଖାଇତାଛେ କ୍ୟାନ ?

କେମନ ?

ସିକ ଦେଖାଇତାଛେ, ଖୁବଇ ସିକ ଦେଖାଇତାଛେ । ଚୋଖ ବହିସା ଗେଛେ, ଗାଲ ମୁଖ ଭାଙ୍ଗ । ସିଥ୍ରେଟ ଟାନାର ସମୟ ହାତ କାଂପତାଛେ, ଏକଟୁ ଏକଟୁ ହାଁପାଇତେଛ ।

ଶରୀରଟା ଏକଟୁ ଖାରାପଇ ।

କବେ ଥେକେ ?

বেশ অনেকদিন ধরেই ভেতরে ভেতরে শরীরটা আমার ভাল না। ঝুনা মিয়াকে পাওয়ার আগ পর্যন্ত একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম, শরীরের দিকে তাকাইনি। ঝুনা মিয়াকে পাওয়ার পর, পরিষ্কারভাবে সব জানার পর কী রকম যেন অবসাদ লাগছে।

চলো তোমারে ডাঙ্কারের কাছে নিয়া যাই। আমার বক্স মুনার বাবা খুব বড় ডাঙ্কার। ধানমণ্ডিতে বসে। মেডিনোভায়। না না, এখন ল্যাবএইডে আইসা পড়ছে। আক্ষেলরে আমি মোবাইলে ফোন কইরা দিতাছি। চলো এখনই দেখাইয়া আনি।

আরে না, ডাঙ্কারের কাছে যেতে হবে না। একটু রেস্ট নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। কাল রাতে ঘুমটাও ভাল হয়নি। আজ একটা স্লিপিং পিল খেয়ে ঘুমাবো। তাহলে কাল একদম ফ্রেশ হয়ে যাব।

সত্যি হইবা তো ?

সত্যি। আমি আমার নিজেকে চিনি তো! কোনও অসুবিধা নেই।

মামুন সিগ্রেটে টান দিল।

শামা বলল, ঝুনা মিয়া কই ?

ঢাকায়ই আছে। আমি খরচ টরচ দিচ্ছি, মগবাজারের ওদিকটায় সন্তা একটা হোটেলে আছে। মুন্নাকে নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

মানে তোমার ওই খবিশটারে খুঁজতাছে ?

হ্যাঁ। ওটার হন্দিস পেলেই দেখবি আমি কী রকম তাজা হয়ে গেছি। বয়স আমার একদম কমে যাবে। আমি তোর সেই আগের ভূতমামা হয়ে যাব।

বুবলাম। এখন এক্সপ্রেসো কফি দিতে কও।

হঠাৎ এক্সপ্রেসো কেন ?

খাইতে ইচ্ছা করতাছে।

তুই তো কফি লাইক করিস না। আজ হঠাৎ ?

কফি না খাইলে বলে মডার্ন হওয়া যায় না, এইজন্য খাইতে চাই।

কে বলেছে তোকে এসব ?

কেউ বলে নাই। আমি নিজেই বললাম।

শামা নির্মল মুখ করে হাসল। এই মুখ দেখে মন ভাল হয়ে গেল মামুনের। ইন্টারকমে কফির অর্ডার দিয়ে হঠাৎ করে বলল, তোর সঙ্গে প্রায় রোজই দেখা হয় কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করা হয় না।

কী কথা ?

বুবু কেমন আছে রে ? দুলাভাই ?

শামা খুশি হয়ে গেল। এই ব্যাপারটাকে কী বলে জানো ? টেলিপ্যাথি ।
মানে ?

এসব কথা বলার জন্যই আমি আজ তোমার কাছে আসছি। তোমার বোন
দুলাভাই দুইজনেই তোমার কথা খুব ভাবতেছে। যখন তারা তোমার কথা
ভাবতেছে তখন তুমি তাদের কথা ভাবতেছ। এইটাই হইল টেলিপ্যাথি।

হাতের সিঙ্গেট শেষ করে কখন এসে দ্রুতে গুঁজে দিয়েছে মামুন সেকথা তার
মনে নেই। আবার সিঙ্গেট ধরাতে ইচ্ছে করল তার, কী ভেবে ধরাল না। বলল,
তুই মাঝে মাঝে এত ঘুরিয়ে পঁচাচিয়ে কথা বলিস, আমি কিছু বুঝতেই পারি না।

বুঝতে না পারার কোনও কারণ নাই। আমি তোমার রূমে ঢুইকাই বললাম
না আমি আসছি তোমারে একটা কথা বলতে। এই কথাটাই বলতে আসছি।

কোন কথাটা ?

বাবা তোমাকে যেতে বলেছেন।

কী ?

হ্যাঁ।

কোথায় যেতে বলেছেন ?

আমাদের বাড়িতে।

আশ্চর্য ব্যাপার!

হ্যাঁ, আশ্চর্য ব্যাপারই।

মামুন ভুঝ কুঁচকে শামার দিকে তাকালো। তুই আমার সঙ্গে কোনও চালাকি
করছিস না তো শামা ?

কিসের চালাকি ? বাবাকে নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে চালাকি করব ? ধূৎ!
আসলেই বাবা তোমাকে যেতে বলেছে। মা এজন্যই আজ তোমার কাছে আমারে
পাঠাইছে। মা নিজেই আসতে চাইছিল। আমি আনি নাই।

তোর বাবা আমাকে যেতে বললেন ?

বাবা বোধহয় একটু চেঞ্জ হইছে।

কী রকম ?

তোমার ব্যাপারে তার এটিচুটটা মনে হয় বদলাইছে। তুমি একটা কাজ করো
ভৃতমামা, আমার লগে চলো। বাবার সঙ্গে কথা বইলা আসো।

মামুন ক্লান্ত গলায় বলল, আমি যাবো না। শরীরটা ভাল লাগছে না।
দুচারদিন পর যাই।

মাকে গিয়ে আমি তাহলে কী বলুম ?

এটাই বলবি।

তোমার শরীর খারাপ এইটা বলুম ?

আরে না। বুরু তাহলে চিন্তিত হয়ে যাবে। বলবি খবিরের খোঁজ খবর নেয়ার
কাজে আমি খুব ব্যস্ত। একটু ফি হলেই আসবো। দুলাভাইকে সরাসরিই বলিস।

কথা শেষ করে সিষ্টেট ধরাতে গেল মামুন, থাবা দিয়ে প্যাকেটটা নিল শামা।
তোমারে না বলছি এত সিষ্টেট খাইবা না! এই তো একটা খাইলা, আবার
ধরাইতাছো ক্যান ?

মামুন কথা বলবার আগেই টেলিফোন বাজল। মামুন ফোন ধরল।
অপারেটর বলল, স্যার, বাইরের কল। দেব ?

কার কল।

সুমি ম্যাডাম।

হ্যাং হ্যাং দিন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে ভেসে এলো সুমির সেই স্বপ্নমাখা কঢ়। হ্যালো!

সুমির গলা শুনে মামুনেরও গলা কেমন বদলে গেল। হ্যালো। কেমন আছ
তুমি ? www.boighar.com

ভাল আছি। তুমি ?

এই আছি আর কি! আনিস সাহেব ভাল আছেন ? আর তোমার বাবু ?

দুজনেই ভাল আছে। মামুন, আমি একটু তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।
বলো।

না না, টেলিফোনে না।

তাহলে ?

তুমি একটু আসবে ?

অবশ্যই আসবো! কখন বলো!

যদি ফি থাকো তাহলে এখনই আসতে পারো।

ফি আছি। কোনও কাজ নেই।

তাহলে আসো।

আসছি । এক্ষুনি আসছি ।

এসো, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব ।

ফোন রেখেই কেমন ব্যস্ত হয়ে গেল মামুন । শামা, আমার যে একটু বেরতে
হবে মা !

শামা উঠে দাঁড়াল । বুঝতে পারছি । যাও । সুমি আন্টির ওখানে গেলে তুমি
একটু ফ্রেশ হবে । ভাল লাগবে তোমার ।

তুই বুঝলি কী করে সুমি ফোন করল ? আমি ওর ওখানে যাচ্ছি ?

তোমার কথা বলার ভঙ্গিতে বুজছি । তুমি আনিস আক্ষেলের কথা জিজ্ঞেস
করলা, বাবুর কথা জিজ্ঞেস করলা । এত কিছুর পরও আমি বুঝবো না ?

মামুন নির্মল মুখ করে হাসল ।



ট্যাক্সি ক্যাবটা গেটের সামনেই ছেড়ে দিল মামুন।

ভাড়া মিটিয়ে ভেতরে চুকতেই দারোয়ান তাকে বেশ লম্বা একটা সালাম দিল। সালামের জবাব দিয়ে মামুন বলল, আমি সুমি ম্যাডামের কাছে এসছি।

দারোয়ান বিগলিত ভঙ্গিতে বলল, জানি স্যার, জানি। আপনে মামুন সাহেব। ম্যাডাম আপনের কথা বইলা রাখছে। যান স্যার, যান।

মামুন আর কোনও দিকে তাকালো না। দ্রুত হেঁটে সিঁড়ির দিকে চলে এলো। এখন বিকেল শেষ হয়ে যাচ্ছে। সিঁড়ির কাছটায় কোথেকে যেন একটুকরো আলো এসে পড়েছে। সেই আলোয় বাবুকে দেখা গেল সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসছে। তার পরনে সাদা ফ্রক। শেষ বিকেলের ওটুকু আলোয় পরীর মতো মিঞ্চ দেখাচ্ছে বাবুকে।

মামুনকে দেখেই দাঁড়াল বাবু। এই, তুমি সেই বিদেশী আক্ষেলটা না?

মামুন অমায়িক মুখ করে হাসল। হঁ্যা মা।

তোমাকে এতদিন দেখিনি কেন?

আমি তো আসিনি মা।

কেন আসনি? তুমি কি আবার বিদেশে চলে গিয়েছিলে?

না মা। যাইনি। আমি দেশেই ছিলাম।

তাহলে আমাদের বাড়িতে আসনি কেন?

এই যে এলাম!

এতদিন পরে এলে কেন?

ব্যস্ত ছিলাম মা।

বাবুর সামনে হাঁটু গেড়ে বসল মামুন। দুহাতে বাবুকে জড়িয়ে ধরে বলল, বাবু মা, বলো তো তুমি আমার কে?

বাবু মাথা নেড়ে বলল, জানি না।

আমি জানি।

তাহলে বলো।

তুমি হচ্ছে আমার মা ।

সত্যি ?

সত্যি ।

বাবুর পেটের কাছটায় মুখ রাখল মামুন । তোমার এই পেটে আমি জন্মেছি মা ।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ ।

কবে ?

অনেক বছর আগে । জন্মে তোমার কাছ থেকে বহু বহু দূরে চলে গিয়েছিলাম । কত চেষ্টা যে করেছি তোমার কাছে ফিরে আসতে, কত চেষ্টা যে এখনও করি তোমার কাছে ফিরে আসতে, মাগো, ফিরে আসা আর হয় না । একবার কেউ কাউকে ছেড়ে বহুদূর চলে গেলে, তারপর যদি অনেক অনেক বছর চলে যায়, মাগো সেই মানুষ আর ফিরে আসতে পারে না । শরীর নিয়ে ফিরে এলেও মনটা আর ফেরে না ।

এইটুকু একটি শিশুকে কেন যে কথাগুলো বলল মামুন কে জানে । বলতে বলতে বুকটা ভেঙে এলো তার, চোখ দুটো ছলছল করতে লাগল ।

এ সময় সুমি এসে দাঁড়াল দোতলার সিঁড়ির মুখে । হয়তো বাবুর খোঁজে এসেছিল । বাবুর কাছে সিঁড়িতে ওভাবে মামুনকে বসে থাকতে দেখে অবাক হলো । তারপর মামুনকে ডাকল । এসো, ওপরে এসো ।

মামুন উঠে দাঁড়াল ।

সুমিকে দেখে বাবু বলল, আমি একটু নিচে যাই মা ।

যাও । কিন্তু বেশি দেরি করো না । সন্ধ্যা হলেই পড়তে বসতে হবে ।

আচ্ছা ।

বাবু নিচে নেমে গেল । সুমির পিছু পিছু মামুন এসে ঢুকল দোতলার ড্রয়িংরুমে । সোফাতে বসে ক্লান্তির একটা শ্বাস ফেলল ।

অপলক চোখে মামুনকে খানিক দেখল সুমি, তারপর সেও বসল একটি সোফায় । মামুনের মুখোমুখি ।

মামুন বলল, আনিস সাহেব ফেরেননি ?

না ।

কখন ফিরবেন ?

ফোন করেছিল। বলল দেরি হবে।

মামুন পকেট থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট বের করল। আমি একটা সিগ্রেট খাই?

তার আগে আমাকে বলো দিনে এখন তুমি কতগুলো সিগ্রেট খাও?

গুনে খাই না তো! তবে দু আড়াই প্যাকেট সিগ্রেট লাগে।

এটা সীমাহীন।

তা আমি বুঝি।

তাহলে খাও কেন?

না খেয়ে কী করব বলো।

এটা কোনও কথা না।

মামুন একটু কাশলো। সেই ফাঁকে তীক্ষ্ণচোখে মামুনকে খেয়াল করল সুমি।
তোমার সেই কাশিটা এখনও আছে?

হ্যাঁ। কাশি আর ফাঁসি কোনওটাই আমাকে ছাড়েনি। সিগ্রেট ধরাই?

ধরাও।

কিন্তু এখানে কোনও এস্ট্রে নেই।

আছে। সাইড টেবিলে দেখো।

সোফার পাশে ছোট্ট টেবিলে এস্ট্রে রাখা আছে। দেখে খুশি হলো মামুন,
সিগ্রেট ধরালো।

সুমি বলল, এই বাড়িতে কেউ সিগ্রেট খায় না। এস্ট্রেও নেই বাড়িতে। তুমি
আসার পর এস্ট্রে জোগাড় করা হয়েছে।

মামুন কথা বলল না। উদাস ভঙ্গিতে সিগ্রেট টানতে লাগল।

সুমি বলল, তোমার চেহারাটা এত খারাপ হয়ে গেছে কেন?

খারাপ হয়ে গেছে নাকি? কই আমার তো মনে হয় না।

আমার মনে হচ্ছে। শুধু মনেই হচ্ছে না, আমি দেখতেও পাচ্ছি।

এই বয়সে চেহারা আর কত ভাল থাকবে বলো।

তোমার কী হয়েছে?

মানে?

তোমার যে খুব শরীর খারাপ তা আমি বুঝতে পারছি। কী হয়েছে আমাকে
বলো।

না না, তেমন কিছুই না। ঘূর্মটুম কম হয়, এক ধরনের অ্যাংজাইটি, এইসব
আর কি! এসবের জন্যই শরীরটা একটু ভেঙেছে। চিকিৎসা হওয়ার কিছু নেই।

চিন্তিত হওয়ার অবশ্যই কিছু আছে। তুমি কি ডাঙ্গার দেখিয়েছ ?

কেন ডাঙ্গার দেখাবো ?

ডাঙ্গার লোকে কেন দেখায় ?

না মানে এমন কিছু তো আমার হয়নি। তারপরও ডাঙ্গার আমি দেখিয়েছি।
দু একটা ওষুধও দিয়েছে। দুয়েক দিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মামুন আবার কাশলো। তারপর সিপ্পেটে টান দিয়ে বলল, কী বলবে বলো।
সুমি মামুনের দিকে তাকালো। তোমার কি খুব তাড়া ?

না, তা না।

তাহলে ?

তাহলে কী ?

এমন ছটফট করছো কেন ?

মামুন হাসল। এটা তো আমার পুরনো স্বভাব।

পুরনো স্বভাব কি এখনও তোমার আছে ?

মানে ?

তুমি কিন্তু তোমার স্বভাব অনেকটাই বদলে ফেলেছ।

তা হয়তো ফেলেছি। সময় আমার অনেক কিছুই বদলে দিয়েছে।

সিপ্পেট অর্ধেকও শেষ হয়নি, এসট্রেতে গুঁজে দিল মামুন। এবার বলো। এখন
আর আমার কোনও অস্থিরতা নেই। আমি একদম স্থির।

সুমি আবার তাকালো মামুনের দিকে। মুন্না আমাকে সব বলেছে।

মানে বুনা মিয়ার কাছ থেকে শোনা সব কথা ?

হ্যাঁ। অবশ্য না বললেও হতো। তুমি আমি, আমরা দুজনেই জানতাম খুনটা
কারা করেছে। কিন্তু আমাদের কিছু করার ছিল না।

এখন আছে।

কী করার আছে এখন ?

অনেক কিছু করার আছে।

তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না। আমাকে একটু বুঝিয়ে বলো।

সুমি, কামাল এবং খবির এই দুজনকে আমি খুঁজে বের করতে চাই। ওদের
মুখোমুখি আমি একটু দাঁড়াতে চাই। ওদেরকে আমি একটু দেখতে চাই।

মামুনের কথা শুনে শিউরে উঠল সুমি। ভয়ার্ট চেতে মামুনের মুখের দিকে
তাকালো। কেন দেখতে চাও ? মামুন, তুমি কি ওদেরকে..., মানে প্রতিশোধ... !

আমি ঠিক জানি না আমি কী করব ।

কিন্তু কী লাভ ওদের মুখোমুখি হয়ে! ওদের সঙ্গে তুমি পারবে না । ওরা ভয়ংকর । এখন হয়তো টাকা পয়সার জোরে আরও ভয়ংকর হয়েছে ।

যা ইচ্ছে হোক, আমি ওদেরকে একটু দেখতে চাই ।

না না, ওসব করো না । তারচে' তুমি আনিসের সঙ্গে কথা বলো । কেস রিওপেন করো, আপিল করো । ওরা ধরা পড়ুক, আসল খুনীরা ধরা পড়ুক ।

মামুন ঢোখ তুলে সুমির মুখের দিকে তাকালো । তাতে আমার কী লাভ ?

সুমি থতমত খেল । কথা বলতে পারল না ।

মামুন বলল, কেস রিওপেন করলে, আপিল করলে, আমি নির্দোষ প্রমাণিত হবো । আসল খুনীরা ধরাও হয়তো পড়বে, তাতে আমার আসলে কী লাভ ? আমি কি আমার হারিয়ে যাওয়া জীবনটা ফিরে পাব ? কেউ কি আমাকে ফিরিয়ে দেবে আমার সেই জীবন ? তোমাকে কি আমি আর ফিরে পাব ? যে কষ্ট বেদনা, যে অপমান আর মিথ্যে খুনের দায় এতগুলো বছর ধরে কুরে কুরে খেয়েছে আমাকে, সেসব কে আমায় ফিরিয়ে দেবে ? আমি আমার বোন দুলাভাইকে ছাড়তে বাধ্য হয়েছি, তোমাকে ছাড়তে বাধ্য হয়েছি, দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছি । জার্মানিতে আমার জীবন কোনও মানুষের জীবন ছিল না । প্রতিদির বারো চৌদ ঘণ্টা, কোনও কোনওদিন ঘোলো ঘণ্টা কাজ করেছি আমি । আর সে যে কী কাজ, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না । জার্মানরা তো দূরের কথা, দরিদ্র দেশের শ্রমিকরাও সেসব কাজ করতে রাজি হয় না । ভয়ানক পরিশ্রমের কাজ । তবে টাকা বেশি । বেশি টাকা রোজগারের আশায় ওসব কাজ বছরের পর বছর আমি করেছি । কেন ? ওই জীবন কি আমার প্রাপ্য ছিল ? আমার তো বড় কোনও স্বপ্ন ছিল না । তোমাকে নিয়ে আমি খুব সাধারণ সুধী একটা জীবন চেয়েছিলাম । কেউ আমাকে সেই জীবনটা আজ ফিরিয়ে দিক, আমি তাহলে কিছু করব না । আমি সব মেনে নেব ।

সুমি করুণ দুঃখী মুখ করে মামুনের দিকে তাকিয়ে আছে ।

মামুন বলল, সুমি, এই জীবনে তোমার কোনও কথা আমি কখনও ফেলিনি । তোমার সব কথা জীবন দিয়ে হলেও রাখার চেষ্টা করেছি আমি । আমার শেষ দুর্ভাগ্য এটাই, তোমার এই একটি কথা আমি রাখতে পারলাম না । কেস রিওপেন আমি করব না, আপিল আমি করব না ।

সুমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল । আমার আর কিছু বলার নেই । এই নিয়ে আমি আর তোমাকে কিছু বলব না ।

নিজের আজান্তেই যেন মামুন আবার সিপ্রেট ধরাতে গেল। সুমি অনুরোধের গলায় বলল, এখন আর সিপ্রেট খেয়ো না।

আচ্ছা, খাব না।

সুবোধ বালকের মতো সিপ্রেটের প্যাকেট রেখে দিল মামুন। তারপর আচমকা বলল, তোমাকে আজ খুব সুন্দর লাগছে। আকাশি রঙের শাড়িটা দারুণ মনিয়েছে।

সুমি উদাস গলায় বলল, সেইসব দিনের পর আমি আর আকাশি রঙের শাড়ি পরি না।

আজ তাহলে পরেছ কেন ? www.boighar.com

তোমার জন্য। তোমার সঙ্গে দেখা হবে একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার সেই দিনগুলিতে ফিরে যাই। আমার ইচ্ছে করে আমি একটু সুন্দর করে সাজি, আমি একটা আকাশি রঙের শাড়ি পরি। আমাকে দেখে তুমি মুঞ্চ হও। কিন্তু সেই দিন যে আমাদের আর নেই, একথা আমার মনেই থাকে না। আজও আমি তোমার জন্য সেজেছি, আকাশি রঙের শাড়ি পরেছি, কিন্তু তুমি তা খেয়াল করলে অনেক পরে।

আমি প্রথমেই খেয়াল করেছি। তোমাকে বলা হয়নি।

এটা আসলে তোমার দোষ না। সময় আমাদের দুজনকেই বদলে দিয়েছে। ইচ্ছে করলেও সেই দিনে, সেই সময়ে আমরা আর ফিরে যেতে পারি না।

কথা বলতে বলতে চোখ ছলছল করে উঠল সুমির। সেই ছলছলে চোখেই মামুনের দিকে তাকালো সে। তোমার মুখটা একদম ভেঙে গেছে। আমার কাছে কেন লুকাচ্ছে তুমি? আমাকে বলো তোমার কী হয়েছে?

সত্যি কিছু হয়নি। আমি ঠিক আছি, একদম ঠিক আছি।

না, তুমি ঠিক নেই। তোমার মুখ দেখে সব বুঝতে পারি আমি। ভেতরে ভেতরে তোমার শরীর খুব খারাপ।

না, খারাপ না। ওই যে বললাম, অ্যাংজাইটি। ভাল ঘুম হলেই ঠিক হয়ে যাবে।

একটু থামল মামুন। তারপর বলল, তোমার কথায় অনেকদিন আগের একটি দিন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি। তোমার সেদিনকার কথাটা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। তুমি সেদিন কথা বলেছিলে আমার মন নিয়ে। আমার মন খারাপ ছিল, কেন মন খারাপ জানার জন্য তুমি পাগল হয়ে গিয়েছিলে। আর আজ তুমি কথা বলছো আমার শরীর নিয়ে। এ হচ্ছে সময়ের ব্যবধান।

মামুন উঠে দাঢ়াল। সময় আমাদের দুজনকে বহুদ্রুর সরিয়ে দিয়েছে। আমাদের দুজনকার এই দূরত্ব এই জীবনে আর ঘুচবে না।

কথা বলতে বলতে গলা ধরে এলো মামুনের। কেঁদে ফেলল সে। তারপর চোখ মুছতে মুছতে দ্রুত বেরিয়ে এলো। সিঁড়ির কাছে এসেই দেখা হলো মুন্নার সঙ্গে। সে বাইরে থেকে ফিরল। মামুনকে দেখেই হাসিমুখে বলল, আক্ষেল আপনি! আপনি কখন এলেন?

ততক্ষণে নিজেকে সামলে ফেলেছে মামুন। স্বাভাবিক গলায় বলল, এই তো, বেশ কিছুক্ষণ। তোমাকে পেয়ে ভালই হলো। খবরদের হোটেলের খোঁজ পেলে?

না, এখনও পাইনি। তবে পেয়ে যাব।

কীভাবে?

ঢাকা সিটির কোথায় কোন হোটেল আছে, কোন হোটেলের কে মালিক তার একটা লিস্ট বের করতে দিয়েছি একজন লোককে। ওই লিস্টে কামাল চৌধুরী কিংবা খবরউদ্দিন নামটা পেলেই তাদের কাছে যাব।

কিন্তু ওরকম নামে অন্য লোকও থাকতে পারে?

তা পারে। তখন আপনি কোনও একটা বুদ্ধি বের করে তাদের কাছে যাবেন। চেহারা দেখলেই আপনি তাদের চিনতে পারবেন না?

মামুন উদাস গলায় বলল, ওই চেহারা আমি কোনওদিনও ভুলবো না। আমার চোখের ভেতর রয়ে গেছে ওই দুজনের চেহারা। নিজের চেহারা ভুলে গেলেও ওদের চেহারা আমি ভুলব না।



দুদিন পর বিকেল তিনটার দিকে মামুনের রুমে এসে হাজির মুন্না। সঙ্গে ঝুনা মিয়াও আছে। দুজনকে একসঙ্গে দেখেই মামুন বুঝে গেল, খবর আছে। সে কোনও কথা বলল না। একবার মুন্নার দিকে তাকালো আরেকবার তাকালো ঝুনা মিয়ার দিকে।

মুন্নার কাঁধে সুন্দর একটা ব্যাগ। সোফায় বসে ব্যাগটা কোলের ওপর রাখল সে। ব্যাগ খুলে একটা ডায়রি বের করল। ডায়রির মাঝামাঝি জায়গাটা খুলে বলল, হোটেল রেস্টুরেন্টের লিষ্টটা পাওয়া গেছে আংকেল।

মামুন খুশি হলো। ভেরি গুড! মালিকদের নামও নিশ্চয় পাওয়া গেছে?

জি, পাওয়া গেছে।

খবির এবং কামাল নামে লোক পাওয়া গেছে?

জি। বেশ কয়েকজনই পাওয়া গেছে।

ঝুনা মিয়া ততক্ষণে মেঝেতে বসেছে। একবার তার দিকে তাকিয়ে মামুন বলল, একে একে বলো বাবা।

কথা বলার ফাঁকেই সিগ্রেট ধরিয়েছে মামুন। আড়চোখে ব্যাপারটা খেয়াল করল মুন্না। ওই নিয়ে কথা বলল না। কথা বলল যা বলতে এসেছে তাই নিয়ে। খবির নামে হোটেল মালিক পাওয়া গেছে দুজন। একজন পাওয়া গেছে গুলশান দুইয়ের ‘স্বপনপুরী’ হোটেলের এমডি। যে দুজন মালিক তাদের একজনের নাম খবির আহমেদ চৌধুরী, আরেকজনের নাম খবির হোসেন।

মামুন সিগ্রেটে টান দিয়ে বলল, আর এমডির নাম?

খবিরউদ্দিন।

শুধু খবিরউদ্দিন?

জি আংকেল।

আমার ধারণা এই খবিরউদ্দিনটাই হবে সেই খবিশটি।

ঝুনা মিয়া বলল, আমারও সেইটাই মনে হইতাছে। খবিরের নাম তো খবিরউদ্দিনই আছিল।

মুন্না বলল, আপনি শিওর ?

মনে হয়। অনেকদিনের কথা তো বাবাজি, বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে পারতাছি না। আপনে একটা কাজ করেন, হোটেলের নাম আর ঠিকানাটা আমারে দেন, আমি একটু দেইখা আসি।

পর পর দুবার সিঁগ্রেটে টান দিল মায়ুন। ঠিক আছে খবিরটা পেলাম। এবার কামাল বলো। কামাল নামে পেয়েছ কজন ?

এটা খুব কমন নাম। সাতজন পাওয়া গেছে।

চৌধুরী পদবি আছে কজন ?

দুজন।

ওই দুজনের কাছেই যেতে হবে।

আমার মনে হয় সাতজনের কাছেই যেতে হবে।

কেন ?

আপনি কি শিওর তার পদবি চৌধুরী ছিল ?

আমি শিওর। তারপরও সুমির কাছ থেকে কনফার্মড হওয়া যাবে।

রাইট।

তবে লোক দুটিকে যে আমরা পেয়ে যাব এতে এখন আর আমার কোনও সন্দেহ নেই। তোমরা এই জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা খুব শ্বার্ট।

মুন্না হাসল। কথাটা কেন বলছেন আংকেল ?

দাঁড়াও, কফির কথা বলি, তারপর প্রশ্নটার উত্তর দেব।

মায়ুন ইন্টারকম করল। তিনটা কফি।

তারপর সিঁগ্রেটে টান দিয়ে বলল, তোমাদেরকে শুধু শ্বার্ট বললেই হবে না, ইন্টেলিজেন্টও বলতে হবে। কী করে কঠিন কঠিন সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারছো তোমরা। দেখলে না শামা কত সহজে ঝুনা মিয়াকে বের করে ফেলল!

হ্যাঁ, এটা সত্যি অবাক হওয়ার মতো।

তোমার ব্যাপারটাও অবাক হওয়ার মতোই। হোটেল রেস্টুরেন্টের ব্যবসা করে কামাল এবং খবির, ঝুনা মিয়ার মুখে কথাটা শুনেই তুমি মোটামুটি একটা পথ বের করে ফেললে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে মুন্না কথা বলল না। বলল শামার ব্যাপারে। আচ্ছা চিঠিতে সে কী লিখেছিল ?

ঝুনা মিয়া বলল, চিঠিটা আমার লগেই আছে। পইড়া দেখবেন ?

মামুন সিঁথ্রেট এসট্রেতে গুঁজল। পড়তে হবে না। আমি বলছি। দুই বহলবাড়িয়ার দুই চেয়ারম্যানের কাছে শামা লিখল সে সেভেনটি ওয়ানে হারিয়ে যাওয়া একটি শিশু। এক কানাডিয়ান দম্পতি তাকে এডাপ্ট করে কানাড়ায় নিয়ে যায়। মা বাবা কিংবা আত্মীয়স্বজন কারও কথা সে জানে না। তবে কিছুদিন আগে সে শুনেছে বাংলাদেশের বহলবাড়িয়া নামের এক গ্রামে তার এক দূরসম্পর্কীয় মামা আছে। মামার নাম ঝুনা মিয়া। এই ঝুনা মিয়ার খোঁজে সে বাংলাদেশে আসছে। এসে এই হোটেলে উঠেছে। হোটেলের রুম নাম্বারও দিয়ে দিয়েছে।

ঝুনা অবাক হলো। ঝুনা মিয়ার দিকে তাকালো। এরকম একটা চিঠি পেয়েই আপনি চলে এলেন ?

এ সময় ডোরবেল বাজল।

মামুন বলল, কাম ইন।

বেয়ারা কফি নিয়ে চুকল।

আমার ব্ল্যাক কফি। আর ওদের দুজনকে দুধ চিনি দিয়ে বানিয়ে দাও।

ওকে স্যার।

বেয়ারা কফি তৈরি করে যার যার কাপ তার তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ঝুনা মিয়া ফুরুক করে কফিতে চুমুক দিল। আমি আসছিলাম সাহেব কৌতৃহলে। চেরম্যান সাহেব যখন আমারে ডাইকা চিঠিটা পইড়া শুনাইলো, আমি তো আকাশ থিকা পড়ছি। এমুন কোনও ভাগনির কথা তো আমি জিন্দেগিতেও শুনি নাই। তবে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপার তো, ওইভাবে হারায়ে যাওয়া একটা মেয়ের কথা শুইনা মনটা কেমুন জানি করল। এজন্য তারে আমি দেখতে আসছিলাম। আবার মনে হইল গ্রামের নাম ঠিক আছে, আমার নাম ঠিক আছে, এত কিছু মিলে কেমনে ? চেরম্যান সাহেবের কইলো, গিয়া খবর লও। দেখ আসল ব্যাপারটা কী ? আমার পরিবার, ছেলেমেয়েরাও বলল। এজন্য সাহেব আমি চইলা আসছি। এখন তো মনে হয় আইসা একটা কাজের কাজ করছি।

মামুন কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, এখন তোমার মতো করে খবির এবং কামালকে পেলেই হয়।

ঝুনা বলল, আপনি অরিড হবে, না আংকেল। পেয়ে যাব।

ଇନଶାଘାତ ।

ବୁନା ମିଯା ବଲଲ, ଓହି ଯେ ସ୍ଵପନପୂରୀ ନା କୀ ଯେନ ନାମ ବଲଲେନ, ଯେଇଟାର ଏମଡି
ଖବିରଉଡ଼ିନ, ଆମାର ମନେ ହୟ ଓହିଟାଇ ଆମଗ ଖବିର । କାଇଲଇ ଆମି ଓହିଥାନେ
ଯାଇତାଛି ।



দারোয়ান ভুরু কুঁচকে ঝুনা মিয়ার দিকে তাকালো । কী চাই ?

ঝুনা মিয়ার পরনে পরিষ্কার পাজামা পাঞ্জাবি, পায়ে সস্তা পাম্পসু, মাথায় সাদা গোল টুপি । বিনীত গলায় বলল, আমি এমডি সাহেবের সঙ্গে দেখা করব ।

কথাটা যেন বুঝতে পারল না দারোয়ান । বলল, কী ? কার সঙ্গে দেখা করবেন ?

খবিরউদ্দিন সাহেবের সঙ্গে । তিনি এই হোটেলের এমডি না ?

জি । কিন্তু আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন, অর্থ কী ?

অর্থ কিছু না বাবা । দেখা করব ।

স্যারে আপনারে চিনে ?

পরিচয় দিলে অবশ্যই চিনবো ।

নিজের রূম থেকে বেরিয়ে লিফটের দিকে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছিলেন আলমগীর, গেটের কাছে ঝুনা মিয়াকে দেখে এগিয়ে এলো । কী ব্যাপার ?

দারোয়ান বলল, স্যার, ইনি এমডি স্যারের সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন ।

আলমগীর ভুরু কোঁচকাল । এমডি সাহেবের সঙ্গে ?

তারপর আগাপাস্তলা ঝুনা মিয়াকে দেখল । কোথেকে আসছেন আপনি ?

আমি সাহেব কুষ্টিয়ার বহলবাড়িয়া থেকে আসছি ।

কী নাম ?

নামটা খুব সুবিধার না ।

অসুবিধার নামটাই বলুন ।

খোঁচাটা হজম করল ঝুনা মিয়া । হাসিমুখে বলল, ঝুনা মিয়া ।

নাম শুনলে স্যার আপনাকে চিনবেন ?

চিনার কথা । একসময় তিনি আর আমি এক অফিসেই কাজ করতাম ।

স্যার কোন অফিসে কাজ করতেন ? না না, আপনি ভুল করছেন । স্যার কোনওদিন কোনও অফিসে কাজ করেননি । তিনি বহুদিন ধরে বড়লোক ।

ঝুনা মিয়া ভেতরে ভেতরে একটু দমে গেল। তাহলে কি ভুল জায়গায়, ভুল লোকের কাছে এলো সে ?

কিন্তু আলমগীরকে বুঝতে দিল না কিছু। কথা ঘুরিয়ে বলল, না না, তিনি কাজ করতেন না। তিনি ছিলেন মালিকপক্ষ। কাজ করতাম আমি। আমি ছিলাম স্যারের পিয়ন।

তাই বলুন। কিন্তু আমার মনে হয় স্যার আপনাকে চিনবেন না।

কারণ ?

কারণ আপনার মতো লোক স্যারের কাছে কখনও আসে না। যারা আসেন তারা বিরাট বিরাট লোক।

তাদের কাছে তো বিরাট লোকরাই আসবে। তবু সাহেব আপনে একটু বইলা দেখেন।

ঠিক আছে, আপনি ওই সোফাটায় বসুন, আমি স্যারকে বলছি।

লাউঞ্জের সোফা দেখিয়ে দিল আলমগীর। তারপর হনহন করে হেঁটে এমডির রংমে গিয়ে চুকল। ঝুনা মিয়া খেয়াল করল, আলমগীর খুব দ্রুত হাঁটে। কিন্তু সোফায় সে বসল না। দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে চারদিক দেখতে লাগল।

তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে বেরিয়ে এলো আলমগীর। বলল, আপনার ভাগ্য ভাল, স্যার আপনাকে এলাউ করেছেন। যান।

বলে সেই আগের মতো দ্রুত হেঁটে লিফটের দিকে চলে গেল। ঝুনা মিয়া শান্ত ধীরে হেঁটে খবিরউদ্দিনের রংমে চুকল। বুকটা দুর দুর করছিল তার। এ কি আসলেই সেই লোক যাকে সে চাচ্ছে ?

ভেতরে চুকে আনন্দে লাফিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল ঝুনা মিয়ার। আরে এ তো আসলেই সেই খবির। চেহারা সুরত এখন আর আগের মতো নেই, একেবারেই বদলে গেছে। টাকা হলে মানুষের চেহারা যতটা বদলায় খবিরের বদলেছে তারচে' হাজার গুণ বেশি।

উন্ডেজনায় ফেটে পড়া অবস্থাটা চেপে রাখল ঝুনা মিয়া। বিনীত ভঙ্গিতে সালাম দিল। স্নামালেকুম সাহেব।

খবিরউদ্দিন চোখ তুলে ঝুনা মিয়ার দিকে তাকালো। ওয়ালাইকুম সালাম। কী চাই ?

চাই তো সাহেব আপনাকে।

কী ?

জি সাহেব। আপনে কি আমারে চিনেন নাই?

খবিরউদ্দিন তীক্ষ্ণচোখে ঝুনা মিয়ার দিকে তাকিয়ে আছে। কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। নামটা কী বললে?

আমি এখনও নাম বলি নাই সাহেব। যে খবর দিতে আসছিল সে বলছে। তবে আমিও বলি। তার আগে আল্লাহতায়ালার কাছে একটু শোকর গুজার করে নেই।

ঝুনা মিয়া মোনাজাতের ভঙ্গিতে হাত তুলল। আল্লাহ, আল্লাহ তোমার অশেষ রহমত আল্লাহ। যাবে চাইছি, আল্লাহ তুমি তারে পাওয়াই দিছ।

দুহাত মুখে ঝুলিয়ে আবার খবিরের দিকে তাকালো ঝুনা মিয়া। সাহেব, আপনে আমারে না চিনলে কী হইবো, আমি আপনেরে ঠিকই চিনছি। আপনে হইতেছেন সেই খবির সাহেব, আর আমি হইতেছি সেই ঝুনা মিয়া।

খবিরউদ্দিন একটু উচ্ছ্বসিত হলেন। ঝুনা মিয়া! আরে তাই তো! তুমি তো সেই ঝুনা মিয়া।

যাক তাইলে চিনছেন!

চিনবো না কেন? অনেকদিন পর দেখা তো, চিনতে একটু সময় লাগলো। তুমি তো একেবারেই বুড়ো হয়ে গেছ।

জি সাহেব। দিন তো আর কম যায় নাই। আপনেরও তো মাথার চুল বেবাকই পাইকা গেছে।

হ্যাঁ আমারও বয়েস কম হয়নি। কিন্তু কোথায় চলে গিয়েছিলে তুমি? এতদিন পর কোথেকে উদয় হলে?

বলব সাহেব, সব বলব, আপনের এখানে একটু বসি। চেয়ারে বসা দেয়াদপি হইলে নিচে বসি?

না না, চেয়ারেই বসো। আরে তুমি তো আমাদেরই লোক। কামাল সাহেব আর আমি দুজনেই তোমাকে খুব পছন্দ করতাম।

ঝুনা মিয়া বসতে বসতে বলল, সেই স্যারে আছেন কোথায়?

আমার সঙ্গেই আছেন। অন্য অফিসে বসেন। তুমি তার সঙ্গে দেখা করবে?

করব সাহেব, আরেকদিন করব। আজ আপনার সঙ্গেই দেখাটা করে যাই।

কিন্তু চাও কী সেটা বলো। আমার সময় নেই।

আপনার যখন সময় নাই তাহলে সাহেব আজকে থাউক। কালকে আসি। কালকে আইসা সব বলি। কালকে আপনে শুধু আমারে পাঁচ দশ মিনিট সময় দেন। যখন সময় দিবেন তখনই আমি আসব।

কপালে দু তিনটা ভাঁজ ফেলে সামান্য সময় কী ভাবল খবির, তারপর বলল,
ঠিক আড়াইটাৰ সময় আসবে। তবে সময় মাত্ৰ দশ মিনিট।

বুনা মিয়া উঠল। বিনীত গলায় বলল, ঠিক আছে সাহেব, ঠিক আছে। দশ
মিনিট কথা বললেই আমাৰ কাজ হয়ে যাবে।



ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার পর থেকেই মামুন খুব বিষণ্ণ হয়ে আছে।

রিপোর্টগুলো অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন ডাক্তার, তারপর মন খারাপ করা গলায় বললেন, যা সাসপেন্ট করেছি, তাই।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হাত তুলে থামিয়েছে মামুন। বলবেন না, প্লিজ আর কিছু বলবেন না। আমি বুঝে গেছি, আমি সব বুঝে গেছি।

কিন্তু ট্রিটমেন্ট তো শুরু করতে হবে।

করবো, অবশ্যই করবো। তবে কয়েকটা দিন সময় নিতে চাই। চাই মানে সময় আমাকে নিতেই হবে।

এই অবস্থায় লেট করা কি ঠিক হবে?

না হলেও কিছু করার নেই। উষ্টর প্লিজ, প্লিজ আমাকে কিছুদিন সময় দিন।

ডাক্তার ম্লান হেসেছেন। আমার তো সময় না দেয়ার কিছু নেই। জীবন আপনার, শরীর আপনার, ডিসিশানও আপনার। তবে ডাক্তার হিসেবে আমি মনে করি এই মুহূর্ত থেকেই ট্রিটমেন্ট শুরু করা দরকার।

আমিও সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু এখনি হাসপাতালে এডমিট হওয়া আমার পক্ষে একেবারেই সম্ভব না। তাহলে আমার এই এতদিনকার প্ল্যান পুরোটাই ধ্রংস হয়ে যাবে। আপনি আমাকে মাসখানেকের সময় দিন। এই এক মাসের ওষুধ দিন। তবে একটা কথা আপনাকে আমি দিচ্ছি, ওষুধটা আমি ঠিকমতো খাবো। কারণ আমাকে ভাল থাকতে হবে, দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আমি যাতে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি সেই ব্যবস্থাটা প্লিজ করে দিন।

ডাক্তার সেইভাবেই ব্যবস্থা করেছেন।

হোটেলে ফিরে মন খারাপ করে শুয়ে আছে মামুন। ঝুনা মিয়ার আজ খবরিউদ্দিনের খোঁজ করতে যাওয়ার কথা। নিশ্চয় গেছে। খবর পাক বা না পাক মামুনকে এসে নিশ্চয় জানাবে। মামুন আসলে ঝুনা মিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল।

ডাক্তার ভদ্রলোকটির নাম রশিদ উন নবী। বঙ্গবন্ধু মেডিকেলের প্রফেসর। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করেন একটা ক্লিনিকে। সেখানে বসেন সন্ধ্যার পর। মামুনকে

তিনি সন্ধ্যার পরই অ্যাপয়েনমেন্ট দিয়েছিলেন। অনেক অনুরোধ করে দুপুরবেলা তাঁর চাকরির জায়গায় গিয়েই দেখা করে এসেছে। ফিরতে ফিরতে দুটো। কিন্তু লাঞ্ছ করা হয়নি মামুনের। খেতে ইচ্ছে করছিল না।

বুনা মিয়া এলো চারটার দিকে। এই বয়সী মানুষটাও কী রকম আনন্দে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে। উত্তেজনায় যেন কাঁপছে। সাহেব, কাজ তো হয়ে গেছে সাহেব। দুইজনরেই পাইয়া গেছি। www.boighar.com

সঙ্গে সঙ্গে মন খারাপ ভাবটা উধাও হয়ে গেল মামুনের। শিশুর মতো লাফিয়ে উঠল সে। কী? কী বললে? দুজনকেই পেয়ে গেছ?

জি সাহেব, দুইজনরেই পাইছি। তারা দুইজন একসঙ্গেই আছে। একসঙ্গেই বিজনিস করে।

কোথায়?

ওই স্বপনপুরী হোটেলটা তাদের দুইজনের। আর একটা অফিসও আছে। অফিসে বসেন কামাল সাহেব, খবির সাহেব বসেন হোটেলে।

খবিরের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?

জি সাহেব। কথাও হইছে। আগামীকালের জন্য দশ মিনিট সময় তার কাছ থেকে আমি নিয়া আসছি। কেন নিছি জানি না। হঠাতে কইরা মাথায় একটা বুদ্ধি আসলো, ভাবলাম সময়টা নেই, তারপর আপনের সঙ্গে পরামর্শ কইরা যা করনের করুম।

ভাল করেছ, খুব ভাল করেছ। দাঁড়াও দাঁড়াও মুন্না আর শামাকে খবরটা দেই। ওদেরকে আসতে বলি। তারপর সবাই মিলে পরামর্শ করি, কী করা যায়।

বেডসাইডে রাখা মোবাইল টিপে দুজনকেই ফোন করল মামুন। প্রথমে শামাকে তারপর মুন্নাকে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দুজনে এসে হাজির।

শামার উচ্ছ্বাস একটু বেশি। সে প্রায় লাফাতে লাগল। মুন্না হাসি হাসি মুখ করে বসে রইল।

মামুন সিঙ্গেট টানতে টানতে বলল, সব পেয়ে গেছি। যা যা চেয়েছি তার সবকিছুই এখন আমার হাতের মুঠোয়।

মুন্না বলল, এখন শুধু মাথা খাটিয়ে বাকি কাজগুলো করা।

শামা মুন্নার দিকে তাকালো। বাকি কাজগুলো কী?

মুন্না হাসল। তার আগে তোমাকে একটু থ্যাংকস দিতে চাই।

কেন?

তুমি তোমার ল্যাংগুয়েজটা বদলাতে পেরেছ।

শামা সঙ্গে সঙ্গে তার আগের ভাষায় ফিরে গেল। বদলাইতে পারছি মানে? আমি কি শুন্দি ভাষায় কথা কইতে জানি না? আমি জানি সবই। শুন্দি ভাষা তোমার চে' ভাল জানি। বলি না ইচ্ছা কইরা।

মামুন বলল, তুমিও মুন্না, পাগলকে বলছো সাঁকো নাড়াবি না। ও তো নাড়াবেই।

মামুনের দিকে তাকিয়ে আঙুল তুলল শামা। দেখ ভূতমামা!

দেখছি বাবা, দেখছি। এখন খাবে।

তারপর আচমকা বলল, মুন্না, কী খাবে?

মুন্না থতমত খেল। জি?

চলো আজ আমার একসঙ্গে ডিনার করি, আমি তুমি শামা আর ঝুনা মিয়া। মহাভারতে ছিল পঞ্চপাণ্ডব, আমরা হচ্ছি চারপাণ্ডব। সঙ্গে একটা মহিলা পাণ্ডবও আছে। শামা তার নাম।

শামা বলল, আমি ডিনার করব না।

কেন?

তুমি শুধু ওকে জিজ্ঞেস করেছো ও কী খাবে? আমাকে জিজ্ঞেস করোনি।

এখন করছি, বল মা, কী খাবি?

এখন বলব না।

কেন?

আগে বললোনি কেন?

মুন্না বলল, ওকেই আপনার আগে বলা উচিত ছিল। লেডিস ফার্স্ট।

সিগ্রেট এসট্রেতে গুঁজে মামুন বলল, তাহলে থুক্কি বলে আবার শুরু করি।

শামা হাসল। তোমাকে আজ খুব ভাল লাগছে ভূতমামা। আজকের আগে এত প্রাণবন্ত তোমাকে আর কখনও দেখিনি।

দেখেছিস দেখেছিস। ভুলে গেছিস।

কবে দেখেছি?

ছেলেবেলায়।

ছেলেবেলায় না, বলো মেয়েবেলায়।

হ্যাঁ হ্যাঁ মেয়েবেলায়।

কিন্তু সে কথা আমার মনে নেই।

মনে থাকবার কথাও না ।

মুন্না বলল, আরে এখনও তো সঙ্গ্যাই হয়নি । ডিনারের অনেক দেরি ।
অতক্ষণ ওয়েট করার দরকার কী! এখন বিকেলবেলা চা কফি খেতে খেতে
প্ল্যানটা করা হোক ।

মামুনের দিকে তাকালো শামা । তার আগে বলো ডিনার কি আমরা
রেস্টুরেন্টে গিয়ে করব?

অবশ্যই ।

তাহলে বোধহয় ওখানে বসে প্ল্যান করা ঠিক হবে না । কারণ, দেয়ালেরও
কান থাকে ।

রাইট ! তাহলে এখনই প্ল্যানটা আমরা করি ।

চা কফির অর্ডার দাও ।

দিছি । সঙ্গে স্যান্ডউইচ চলবে তো ?

চলবে ।

ইন্টারকমে চা এবং স্যান্ডউইচের অর্ডার দিল মামুন ।

বুনা মিয়া বলল, কিন্তু আমি যে খবির সাহেবের কাছ থিকা কালকের লেইগা
দশ মিনিট সময় নিয়া আসছি সেইটার কী করবেন ?

মামুন বলল, প্রথমেই ওই প্ল্যান । কাল আমরা কী করব!



মুন্নাকে একেবারেই গ্রাম্য যুবকের মতো লাগছে।

www.boighar.com

তেল দিয়ে পরিপাটি করে মাথা আচড়ানো। আজ সকালে শেভ করেনি। মুখটা একটু করঞ্চ বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। পরনে সন্তা ধরনের সাদা একটা শার্ট আর খয়েরি রঙের প্যান্ট। পায়ে স্যান্ডেল, হাতে অল্লদামি একটা ঘড়িও আছে। খবিরউদ্দিনের রুমে ঝুনা মিয়ার পাশে খুবই বিনীত ভঙ্গিতে বসে আছে সে। ঝুনা মিয়ার পরনে গতকালকার সেই পাজামা পাঞ্জাবি, পায়ে পাম্পসু, মাথায় টুপি।

মুন্নার দিকে তাকিয়ে খবিরউদ্দিন বলল, এটা কে ?

ঝুনা মিয়া বিনীত গলায় বলল, পরে বলি। তার আগে আরও দুয়েকথান কথা আছে।

তাড়াতাড়ি বলো। সময় কিন্তু ওই দশমিনিট।

আমার মনে আছে সাহেব।

একটু গলা খাঁকারি দিল ঝুনা মিয়া। আমি সাহেব আপনাদের কাছে কোনওদিন কিছু চাই নাই। মামুন নামের লোকটা যদি আমার সাহেবেরে খুন না করত তাহলে এইভাবে আইজ আপনার কাছে আমার আসতে হইত না। আপনার দশ মিনিট সময় আমার নষ্ট করতে হইত না।

মুন্না একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে খবিরউদ্দিনের দিকে। বিশাল ক্রোধে বুকটা ফেটে যেতে চাইছে। এই সেই দুই ক্রিমিনালের একটি যে তার বাবাকে খুন করেছে। মুন্নার ইচ্ছে করছে উঠে দুহাতে গলা চেপে ধরে খবিরের। অতিরিক্ত চাপে যখন জিভ বেরিয়ে আসবে মুখ থেকে তখন গাছের পাতার মতো টেনে ছিঁড়বে জিভটা।

মুন্না যে তার দিকে তাকিয়ে আছে এটা খেয়াল করল না খবির, ঝুনা মিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার সেই অভ্যাসটা দেখি বদলায় নাই ঝুনা মিয়া।

কোন অভ্যাসটা সাহেব ?

এই যে কথা বলার অভ্যাস। তুমি আগেও বেশি কথা বলতে এখনও বেশি কথা বলো।

কী করব সাহেব ? কথায় আছে না ‘কয়লা ধুইলেও ময়লা যায় না’। আমি
হইতেছি সাহেব কয়লা।

ঠিক আছে, এখন কাজের কথাটা বলো।

কাজের কথা মানে আমি আপনার কাছে একটা জিনিস চাই।

কী চাও, বলো।

চাকরি চাই সাহেব, চাকরি।

এই বয়েসে তুমি চাকরি করবে ?

না না, আমি করব না। করবে এই ছেলেটা।

এবার তাহলে ছেলেটার পরিচয় দাও।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ভুইলা গৈছিলাম। ছেলেটা সাহেব আমার ভাইয়ের ছেলে। আমার
ভাই, ভাবি দুইজনেই ইন্টেকাল করছে। ছেলেটা এতিম। দুনিয়াতে এখন ওর
কেউ নাই। আমি কোলেপিঠে কইরা মানুষ করছি। লেখাপড়াও যতটা পারছি
শিখাইছি। ওরে একটা চাকরি দেন সাহেব। ও যদি এখন চাকরি বাকরি না করে
তাইলে সাহেব আমিও না খাইয়া মরুম, ও ও না খাইয়া মরবো।

খবির মাথা নাড়ল। বুঝলাম। কিন্তু কী চাকরি দেব ?

তারপর মুন্নার দিকে তাকালো। এই ছেলে, নাম কী তোমার ?

সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতা হয়ে গেল মুন্না। শুন্দি ভাষার সঙ্গে গ্রাম্যতা মিলিয়ে,
অনেকটা শামার মতো করে বলল, আমার নাম হইতেছে ছার মনোয়ার হোসেন মুন্না।

বাপরে! নামের তো দেখি বেশ কায়দা। ম্যাট্রিক পাস করেছ ?

আইজ কাইল তো ছার মেট্রিক পাস হয় না।

মানে ?

আইজ কাইল হয় এসএসসি।

হ্যাঁ, ওই আর কি ? করেছ ?

জি ছার, করছি। এইচএসসিও করছি।

বলো কী! আইএ পাস করেছ ?

আইএ না ছার, এইচএসসি।

বুঝলাম বুঝলাম। তারপর আর পড়োনি ?

পড়ছি ছার। তারপরও পড়ছি। কিন্তু গ্রাজুয়েট হইতে পারি নাই।

মুন্নার কথাটা কেড়ে নিল ঝুনা মিয়া। কীভাবে পারবো বলেন সাহেব ? আমি
তো মাস্টার রাইখা দিতে পারি নাই। মাস্টার ছাড়া পইড়া কি কেউ গ্রাজুয়েট পাস
করতে পারে ?

ବୁନା ମିଯାର କଥାଯ ହାସି ପାଛିଲୋ ମୁନ୍ନାର । କଷ୍ଟ କରେ ହାସିଟା ଚେପେ ରାଖିଲ ସେ । ବୁନା ମିଯାଓ ତୋ ଦେଖି ଅଭିନୟେ କମ ଓନ୍ତାଦ ନା । ମାମୁନ ଆଂକେଳ ଯେଭାବେ ଯା ଶିଥିଯେ ଦିଯେଛେ ଠିକ ସେଇଭାବେଇ ସବ ଚାଲିଯେ ଯାଚେ ।

ମୁନ୍ନାର ଦିକେ ତୀକ୍ଷ୍ଣଚୋଖେ ତାକିଯେ ଛିଲ ଖବିର । ତାକେ ଓଭାବେ ତାକିଯେ ଥାକତେ ଦେଖେ ଚୋଖ ନାମିଯେ ନିଲ ମୁନ୍ନା ।

ଖବିର ବଲଲ, କୀ ନାମ ବଲଲେ ତୋମାର ?

ମୁନ୍ନା । ମନୋଯାର ହୋସେନ ମୁନ୍ନା ।

ଖବିର ବୁନା ମିଯାର ଦିକେ ତାକାଲୋ । ହାୟାତ ସାହେବେର ଛେଲେଟାର ନାମ ଯେନ କୀ ଛିଲ ବୁନା ମିଯା ?

ମୁନ୍ନା ଭେତରେ ଭେତରେ ଚମକାଲୋ । ଏହି ତୋ ଏକଟା ଭୁଲ ହୟେ ଗେଛେ । ମୁନ୍ନା ନାମଟା କେନ ବଲତେ ଗେଲ ସେ । ମନୋଯାର ହୋସେନ ଯେମନ ବାନିଯେଛେ, ମୁନ୍ନାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ତେମନ ଏକଟା କିଛୁ ବାନିଯେ ନିଲେଇ ତୋ ହତୋ । ଏହି ବୋକାମିଟା କରା ତୋ ଠିକ ହୟନି । ମାମୁନ ଆଂକେଳ ବଲେଛିଲେନ ଅନ୍ୟ ନାମ ବଲତେ । ନିଜେ ନିଜେ ବାନିଯେ ମନୋଯାର ହୋସେନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକଇ ବଲଲ ମୁନ୍ନା, ସଙ୍ଗେ ମୁନ୍ନାଟା ଯେ କେନ ବଲଲ !

ଧୂତୁରି!

କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାପାରଟା ଭାଲଇ ସାମାଲ ଦିଲ ବୁନା ମିଯା । ବଲଲ, ସେଇଟା ତୋ ଆମାର ମନେ ନାଇ ସାହେବ । ଆମାର ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ଆଛେ ମାମୁନ ନାମଟା । ସାହେବରେ ଖୁନ କରଲି ।

ହାୟାତ ସାହେବେର ଛେଲେର ନାମଟା କିନ୍ତୁ ଆମାର ମନେ ଆଛେ ।

ଆଛେ, ସତିଯିଇ ଆଛେ ? କୀ ନାମ ?

ତୋମାର ଭାଇୟେର ଛେଲେର ନାମେର ମତୋ ।

ମନୋଯାର !

ନା, ମୁନ୍ନା ।

ହଁ ହଁ, ଏହିବାର ଆମାରଓ ମନେ ପଡ଼ିଛେ । ମୁନ୍ନା ମୁନ୍ନା । ବୁଡ଼ା ହଇଲେ ତୋ ମାଥାର ଠିକ ଥାକେ ନା, ଏଇଜନ୍ୟ ଅନେକ କିଛୁ ମନେ କରତେ ପାରି ନା । ଆମଗ ଏହି ମୁନ୍ନା ହଇଲ ସାହେବେର ଛେଲେର ଥିକା ବୟାସେ ଛୋଟ । ସାହେବେର ଛେଲେର ନାମ ଶୁଇନାଇ ଓର ନାମଟା ଆମି ରାଖିଛିଲାମ । ଯଦି ଓର କପାଳଟାଓ ଆମାର ସାହେବେର ଛେଲେର ମତନ ହୟ ? ତା କି ଆର ହଇଲୋ ? କୋଥାଯ ହାୟାତ ସାହେବେର ଛେଲେ ଆର କୋଥାଯ ଆମାର ଭାଇସ୍ତା । କଇ ଆଗରତଳା ଆର କଇ ଚକିରତଳା ।

ଖବିର ଆବାର ମୁନ୍ନାର ଦିକେ ତାକାଲ । କିନ୍ତୁ କୀ ଚାକରି ତୋମାକେ ଦେଇ ବଲୋ ତୋ ?

ମୁନ୍ନା ବିନୀତ ଗଲାଯ ବଲଲ, ଆପନେ ଯେଇ ଚାକରି ଦିବେନ ସେଇଟାଇ ଆମି କରବୋ ଛାର ।

এই হোটেলে এক্ষুনি তোমাকে একটা চাকরি আমি দিতে পারি ।
যুনা মিয়া বলল, দেন সাব দেন । ওরে আর আমারে বাঁচান ।
কিন্তু চাকরিটা হলো বেয়ারার চাকরি । এইসব চাকরি আজকাল ওদের মতো
বহু ছেলেই করছে । আমার হোটেলে মাস্টার্স করা ওয়েটারও আছে ।

তাইলে অসুবিধা কী ? ও তো আর এমএ পাস না । দিয়া দেন সাহেব । তবে
হোটেলে না হইয়া চাকরিটা যদি অফিসে হইতো, ভাল হইতো সাহেব । অফিসে
পিয়নের চাকরি হইলেও ভাল ।

কেন ? www.boighar.com

শুনছি আপনেগ আর একটা যেই অফিস আছে, ওই অফিসের কাজ হইল বড়
বড় বিল্ডিং বানানো ।

হ্যাঁ ।

মুন্না বলল, আমার তো ইঞ্জিনিয়ার হওনের শখ আছিল, আর্কিটেক্ট হওয়ার
শখ আছিল, সেইটা তো চাচার জন্য হয় নাই । অর্থাৎ চাচায় পড়াইতে পারে নাই
বইলা হয় নাই । এই জন্য বিল্ডিং বানানোর অফিসে চাকরি পাইলে দুধের স্বাদ
ঘোলে মিটাইতে পারতাম ।

মুন্নার কথা শুনে খবির মুঞ্চ হলো । বাহ, তুমি তো বেশ গুছিয়ে কথা বলো!
আই মাস্ট এপ্রিশিয়েট ।

যুনা মিয়া বিগলিত ভঙ্গিতে বলল, আমার ভাইস্টার মাথা খুব ভাল । আপনে
সাহেব কামাল সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বইলা দেখেন । যদি তার অফিসে
চাকরিটা ওর হয় তাহলে ছেলেটার মনোবাঙ্গ পূর্ণ হয় ।

ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি কামাল সাহেবের সঙ্গে ফোনে কথা বলছি । তোমরা
গিয়ে রেষ্টুরেন্টে বসো । আমি রেষ্টুরেন্টেও বলে দিচ্ছি, তোমাদেরকে চা নাশতা
দেবে । খাও গিয়ে ।

আচ্ছা সাহেব, আচ্ছা ।

যুনা মিয়া আর মুন্না উঠল ।

মুন্না বলল, চা নাশতা খাইয়া আমরা কি আবার আপনের এখানে আসব ছার ?
না । আমিই রেষ্টুরেন্টে আসবো । ওখানে আমার কিছু কাজ আছে । কাজও
সারব তোমাদের সঙ্গে কথাও বলবো ।

ঠিক আছে ছার, ঠিক আছে । আসসেলামালায়কুম ।



মামুন এবং শামা বসে আছে হোটেলের রেস্টুরেন্টে।

বুনা মিয়া এবং মুনা আসার কিছুক্ষণ পরই তারা এখানে এসেছে। কথা হয়েছে বুনা মিয়া এবং মুনা ওদের মতো কাজ করবে, মামুন এবং শামা করবে তাদের মতো। অবশ্য মামুন শামার কোনও কাজ আসলে নেই। তারা এসেছে হোটেলটা দেখতে, পরিবেশ আঁচ করতে। যে যার মতো কাজ সেরে চলে যাবে। কথা যা হওয়ার মামুনের রূমে গিয়ে হবে। বিকেলবেলা।

মামুন এবং শামা দুজনেই কিছুটা ছদ্মবেশ নিয়েছে। যদিও শামার ছদ্মবেশের কোনও দরকার নেই, কারণ তাকে খবির কথনও দেখেনি। চেনার কোনও সংজ্ঞাবন্ন নেই। মামুনকেও এখন আর চেনা যাবে না। আগের সেই চেহারা মামুনের আর নেই। যাও ছিল গত কয়েকদিনে আরও ভেঙেছে। তারপরও সুন্দর স্যুট পরেছে মামুন, চোখে চশমা। টেবিলে বসে কফি খাচ্ছে মুখ নিচু করে।

শামার পরনে শাড়ি, চোখে সানগ্লাস ছিল। রেস্টুরেন্টে চুকে সানগ্লাস সিনেমার নায়িকাদের স্টাইলে কপালের ওপর তুলে রেখেছে। একটু উঁচি মেকআপও নিয়েছে। দেখতে মন্দ লাগছে না তাকে। তবে মেকআপ এবং শাড়ির ফলে বয়স যেন একটু বেড়ে গেছে তার।

এই রেস্টুরেন্ট থেকে এমডির রুমটা দেখা যায়।

রেস্টুরেন্টে ঢোকার আগেই সবকিছু খেয়াল করেছে তারা। বসেছে এমন একটা টেবিলে যেখান থেকে তাকালেই এমডির রুমে কে চুকছে কে বেরছে দেখা যায়।

মামুন বসেছে এমন ভঙ্গিতে এমডির রুমটা সে দেখতে পাবে না, পাবে শামা। শামা বেশ কায়দা করে চোখ রাখছে সেই রুমের দিকে। মুনা এবং বুনা মিয়া এখন সেই রুমে।

এসময় মুনা এবং বুনা মিয়া বেরিয়ে এলো।

শামাদের আশপাশের টেবিলে কেউ নেই। একবার মুনা এবং বুনা মিয়াকে দেখেই যেন খুবই অনুরাগ ভঙ্গিতে কথা বলছে দুজন এমন হাসি হাসি মুখ করে বেশ নিচু স্বরে শামা বলল, বুনা মিয়া আর মুনা বেরিয়েছে।

মামুন কোনও উৎসাহ দেখাল না। নিরুত্তাপ গলায় বলল, তাই নাকি ?
হ্যাঁ।

কোনদিকে যাচ্ছে ?

এদিকেই আসছে।

কেন ?

তা আমি কী করে বলব !

সঙ্গে কি অন্য কেউ আছে ? মানে খবিরউদ্দিন ?

না। ওরা দুজনই।

ঠিক আছে, ওদের দিকে আর তাকাবার দরকার নেই। কফি খা।

মুন্না এবং ঝুনা মিয়াও অভিনয়টা করে যাচ্ছে নিখুঁতভাবে। রেষ্টুরেন্টে এসে
ওরা দুজন বসল একটু দূরের টেবিলে। বসেই উচ্চস্বরে কথা বলতে শুরু করল।

মুন্না বলল, চাচা, তোমার সাহেব তো খুবই ভাল লোক। চাকরি তো আমার
মনে হয় হইয়া গেল।

ঝুনা মিয়া হাসল। হ্যাঁ হইয়া গেছে। এখন কথা হইতেছে এখানে হয় না
কামাল সাহেবের ওইখানে সেইটাই কথা।

যেখানে ইচ্ছা হোক। আমার চাকরি হইলেই হয়।

মুন্নার কথা শুনে খুবই হাসি পাছিল শামার। কষ্ট করে হাসি চেপে রাখছিল
সে।

মুন্না তখন একজন বেয়ারা ডেকেছে। এই যে ভাই, এইদিকে আসেন।

বেয়ারা ওদেরেকে খুব একটা পাত্তা দিছিল না। অনিচ্ছা সন্ত্রেও এলো। মামুন
বলল, আমরা আপনেগ এমডি সাহেবের মেহমান। আমাদেরকে নাশতা দেন।

বেয়ারা একটু হতভস্ব হলো। কার মেহমান ?

এমডি সাহেবের।

ঝুনা মিয়া বলল, কাউন্টারে গিয়া খবর লন। এমডি সাহেব ফোন কইরা
দিছে। চা নাশতা দিতে বলছে।

মুন্না বলল, আমাদের কোনও বিল দিতে হইব না। আমাদের খাবার ফ্রি।

মুন্নার এসব কথা শুনে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না শামা। আচমকা
খিলখিল করে হেসে উঠল। শামার হাসিতে মামুন তো চমকালোই, অন্য টেবিল
থেকে ঝুনা মিয়া এবং মুন্নাও চমকালো।

মামুন ব্যাপারটা বুঝল। যেন শামা হেসেছে তার কথায় এমন একটা ভঙ্গি করে শামার দিকে তাকালো। হাসিমুখে বলল, হাসিছিস কেন?

শামা হাসতে হাসতে বলল, আমি আর হাসি আটকে রাখতে পারছি না মামা। উফ্, আমি বোধহয় মরেই যাব।

কেন?

ওই তোমার দুই অভিনেতার অভিনয় দেখে, ডায়লগ শুনে। বেয়ারাটা তো ওদের দুজনকে ভিকিরি মনে করছে। www.boighar.com

মুন্না এবং ঝুন্না মিয়া ওদের কথা শুনতে পাচ্ছিল না। তবে শামার হাসিটা তারা খেয়াল করেছে। আর মুন্না তো কথা বলছিল ইচ্ছে করেই গলা একটু উঁচিয়ে যাতে শামা এবং মামুন ওদের কথা শুনতে পায়, অবস্থাটা বুঝতে পারে।

বেয়ারা তখনও দাঁড়িয়ে আছে মুন্নাদের টেবিলের সামনে। তার দিকে তাকিয়ে মুন্না বলল, চা নাশতা আপনে নিয়া আসেন ভাই, নইলে আপনের খবর আছে। এখনই এমডি সাহেব আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য এখানে আসবে।

এবার বেয়ারাটা বোধহয় ওদের কথা বিশ্বাস করল, কাউন্টারের দিকে ছুটে গেল সে। আর মামুন গেল সচেতন হয়ে। তার মানে খবরি এখানে আসবে।

হ্যাঁ।

সে এদিকে এলেই আমাকে বলবি। আমি আড়চোখে দেখে নেব। তবে সাবধান, খবরি যেন কিছু টের না পায়।

কী করে টের পাবে। এতদিন পরে সে কি তোমাকে চিনবে?

চিনতে পারে। কারণ খুনীরা কারও চেহারা ভোলে না।

এ সময় খবরি বেরকুল তার রুম থেকে। রেস্টুরেন্টের দিকে এগিয়ে এলো।

শামা একটু চপ্পল হলো। বোধহয় এই লোকটাই খবরিউদ্দিন।

তাই নাকি? রুম থেকে বেরিয়েছে?

হ্যাঁ।

এদিকে আসছে?

হ্যাঁ।

সে কী কী করে আমাকে তুই বলতে থাক।

রেস্টুরেন্টে এসে ঢুকেছে।

মামুন উদাস ভঙ্গিতে খবরিকে একবার দেখল। কাউন্টারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে খবরি। কাউন্টারে বসা ক্যাশিয়ারের সঙ্গে কথা বলছে। খবরির ভুলেও তাকালো না কারও দিকে।

কিন্তু খবিরকে দেখার পর মামুনের শরীরের ভেতরটা কেমন করছে। শিরায় শিরায় রক্ত বইতে শুরু করেছে দ্রুত, হার্টবিট বেড়ে গেছে। বিশাল এক ক্রোধে বুকটা ফেটে যেতে চাইছে। ইচ্ছে করছে এখনি উঠে গিয়ে...। মামুন উঠে দাঁড়াল। ধীর শাস্তিপ্রিতে হেঁটে খবিরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। কখন সিংহেট ধরিয়েছে তার মনে নেই। গভীর গলায় খবিরকে বলল, এক্সকিউজ মি।

খবির ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকালো। ইয়েস।

আপনার নাম ?

খবির।

কী খবিশ ?

আরে না না, খবিশ না, খবিশ না। খবির। খবিরউদ্দিন।

জি বুঝেছি। মানে খবিশউদ্দিন। শুনুন খবিশ সাহেব...

চমকে মামুনের মুখের দিকে তাকালো খবির। আপনি কে বলুন তো ?

কেন, চেনা চেনা লাগে ?

জি, খুবই চেনা চেনা লাগছে।

মামুন সিংহেটে টান দিল। মনে করার চেষ্টা করুন। চেনার চেষ্টা করুন।

করছি কিন্তু চিনতে পারছি না।

খবিশ নামে কে ডাকতো আপনাকে ?

একটু একটু মনে পড়ছে। কে যেন একজন ডাকতো।

হায়াত সাহেবের অফিসের কথা ভাবুন। সেখানে গিয়ে একজন আপনাকে খবিশ সাহেব ডাকতো।

হ্যাঁ, কিন্তু সে যে কে, ঠিক মনে করতে পারছি না।

আমি বলে দেব ?

জি প্লিজ।

তার নাম ছিল মামুন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। মামুন, মামুন। হায়াত সাহেবকে যে খুন করেছিল।

না, খুনটা সে করেনি।

আপনি এসব কথা জানলেন কী করে ?

কারণ আমিই সেই মামুন।

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল খবিরের। মামুন, আপনি সেই মামুন ?

জি । আমি সেই মামুন ।

সিহেট পায়ের কাছে ফেলে জুতোয় চেপে দিল মামুন । তারপর পকেট থেকে ছেটে ধরনের চকচকে একটা পিস্তল বের করল । ধীর শান্ত গলায় বলল, শুনুন খবিশ সাহেব, আপনি খুব ভাল করেই জানেন হায়াত সাহেবের খুনটা আমি করি নি । আমি কোনওদিন খুন তো দূরের কথা, খুন করার কথা ভাবিওনি । কিন্তু আজ আমি একটা খুন করব ।

খবির শুকনো ভয়ার্ট মুখে ঢোক গিলল । জি ?

হ্যাঁ । আপনাকে খুন করব আমি ।

খবিরের বুক বরাবর পিস্তল ধরে, দাঁতে দাঁত চেপে মামুন বলল, ইউ সান অফ এ বিচ, তোর মতো শূকর ছানার বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই ।

তারপরই শুলিটা মামুন করল ।

আসলে এটা একটা কাল্পনিক দৃশ্য । খবিরকে দেখার পরই কল্পনায় এই দৃশ্যটি দেখতে পাচ্ছিল মামুন । দেখতে দেখতে নিজের অজান্তেই কেমন দিশেহারা, অস্ত্রির হয়ে গেছে । কী রকম যেন কাঁপছে সে, চোখের দৃষ্টি অন্যরকম হয়ে গেছে ।

মামুনের এই চেহারা দেখে ভয় পেল শামা । আলতো করে মামুনের একটা হাত ধরল সে । কী হয়েছে ? এমন করছ কেন ?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলালো মামুন । না, কিছু না, কিছু না । কিছু হয়নি । আমি ঠিক আছি, আমি একদম ঠিক আছি ।

খবির তখন মুন্নাদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে । তাকে দেখে বিনীত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়েছে ঝুনা মিয়া এবং মুন্না ।

খবির বলল, কামাল সাহেবের সঙ্গে আমার কথা হলো । আমি তোমার কথা তাকে বললাম ঝুনা মিয়া । তোমার ভাতিজার কথা বললাম ।

তিনি কী বললেন ?

বললেন অফিসে এমনিতেই স্টাফ বেশি, এই অবস্থায় নতুন লোক নেব কী করে ?

শুনে ঝুনা মিয়া একটু ক্ষুণ্ণ হলো । কপট গঞ্জীর গলায় বলল, অফিসটা তো সাহেব আপনারও । আপনেও তো অর্ধেকের মালিক । আপনার কথা যদি কামাল সাহেব না রাখেন তাহলে তো বোৰো যায় তার কাছে আপনের কোনও দামই নাই । আপনে তো সাহেব বুদ্ধিমান লোক, বিবেচনা কইৱা না চললে তো ঠইকা যাইবেন ।

তারপর হতাশ গলায় বলল, ঠিক আছে, আপনের যদি কোনও ক্ষমতা না থাকে তাইলে আর কী করুম। অন্যদিকে চেষ্টা করি।

বুনা মিয়ার কথার ভেতরকার খোঁচাটা গায়ে লেগেছে খবিরের। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে দেখল কথাগুলো স্টাফরা কেউ শুনেছে কিনা। না, ধারে কাছে কেউ নেই, কেউ শোনেনি। বুনা মিয়াকে সে বলল, আমি কামাল সাহেবের সঙ্গে আবার কথা বলব। ব্যবস্থা একটা আমি করবোই।

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করল খবির। এখানে আমাদের হেড অফিসের অ্যাড্রেস আছে। পরশু ঠিক বারোটায় ওখানে আসবে। তোমাদের সামনে কামাল সাহেবকে আমি যা বলার বলব।

বুনা মিয়া খুশি হয়ে গেল। ঠিক আছে সাহেব, ঠিক আছে। তাহলে আমরা এখন আসি।

চা নাশতা খেয়েছ ?

না, দেয় নাই তো।

কি এখনও দেয়নি ? ঠিক আছে আমি বলে দিছি। চা নাশতা খেয়ে যেও।

কাউন্টারের দিকে কী একটা ইশারা করে গটগট করে বেরিয়ে গেল খবির। মামুন কিংবা শামার দিকে ভুলেও তাকায়নি সে।

মামুন তখন পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে আছে। চোখ দুটো সিংহের চোখের মতো ধ্বনি ধ্বনি করে জ্বলছে।

—

এই উপন্যাসের পরবর্তী পর্বের নাম ‘একাকী’।



www.boighar.com

ইমদাদুল হক মিলনের জন্ম ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫, বিক্রমপুরে। পৈত্রিক গ্রাম লোহজং থানার 'পয়শা'। সেই গ্রামে কখনও বসবাস করা হয় নি। বালকবেলার বেশ খানিকটা কেটেছে ওই একই থানার 'মেদিনীমঙ্গল' গ্রামে, নানির কাছে। তারপর থেকে ধারাবাহিকভাবে ঢাকায়। ঢাকার গেভারিয়া হাইস্কুল থেকে এসএসসি। পরবর্তী পড়াশুনা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে, অনার্সসহ অর্থনীতিতে স্নাতক। প্রথম রচনা, ছেটদের গল্প 'বঙ্গু' ১৯৭৩ সালে। তখন আইএসসি পড়েন। প্রথম উপন্যাস 'যাবজ্জীবন' বাংলা একাডেমী সাহিত্য পত্রিকা উত্তরাধিকারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। জীবন বদলের আশায় ১৯৭৯ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত কাটিয়েছেন জার্মানিতে। সেই দুর্বিষহ অভিজ্ঞার রচনা 'পরামীনতা' মিলনকে পৌছে দিয়েছে খ্যাতির শীর্ষে। অবশ্য প্রথম গ্রন্থ 'ভালবাসার গল্প' (১৯৭৭) থেকেই তিনি বিপুলভাবে সংবর্ধিত, পাঠকগ্রহণ। বাংলাদেশের সাহিত্যের পাঠক সৃষ্টিতে তাঁর ভূমিকা অবিসরণীয়। ১৯৯২ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কার তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি। এছাড়া পেয়েছেন বিশ্ব জ্যোতিষ পুরস্কার ১৯৮৬, ইকো সাহিত্য পুরস্কার ১৯৮৭, হুমায়ন কানিদির সাহিত্য পুরস্কার ১৯৯২, নাট্যসভা পুরস্কার ১৯৯৩, পূরবী পদক ১৯৯৩, বিজয় পদক ১৯৯৪, মনু থিয়েটার পদক ১৯৯৫, যায় যায় দিন পত্রিকা পুরস্কার ১৯৯৫, টেলিশিমাস পুরস্কার ১৯৯৫, মাদার টেরেজা পুরস্কার ১৯৯৮, এস এম সুলতান পদক ১৯৯৯, অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক ২০০০, চোখ সাহিত্য পুরস্কার (কলকাতা) ২০০১, ট্রাব আ্যাওয়ার্ড ২০০২, টেলিভিশন দর্শক ফোরাম পুরস্কার ২০০২, বাচসাস পুরস্কার ২০০২, ইউরো শিশুসাহিত্য পুরস্কার ২০০৪, বিবেক সাহিত্য পুরস্কার (জাপান) ২০০৫। www.boighar.com

পচন্দ : প্রিয় মানুষের সহিত জীবন দুপুর বই পড়ে কাটানো।
এবং বালকবেলার স্মৃতিতে আচ্ছন্ন হওয়া।

www.boighar.com